বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্বপ্ন সন্ধানী

সমরেশ মজুমদার

Banglapdf.net

ANIK SUVOM

স্বপ্নসন্ধানী

সমরেশ মজুমদার

সজীব প্রকাশন
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

স্বপ্নসন্ধানী
সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক ঃ ম. রহমান

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

প্রথম সজীব প্রকাশন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি '৯৯

মুদ্রণ ঃ দে'জ অফসেট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুবীন দাস

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

স্বপ্ন সন্ধানী

সমরেশ মজুমদার

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

SUVOM

হনহনিয়ে হাটছিল স্বপ্নেন্দু। রাস্তায় হাঁটলেই তার মনে গান আসে। সে যখন শিশু ছিল তখন মেহমন্ত-সন্ধ্যা-শ্যামল যেসব দারুণ গান গেয়ে গেছেন সেগুলো হুড়মুড়িয়ে আসতো। যখন শিশু ছিল, ভাবতেই দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। গালে হাত বোলাল, আজ সকালে দাড়ি কামানো হয়নি? কি আশ্চর্য! গালে খোঁচা দাড়ি থাকলে স্বপ্ন দেখা যায় না। হয় চকচকে গাল, নয় অনেককাল ধরে লালিত দাড়ি যার ঔদ্ধত্য চলে গিয়েছে, হাত বোলালেই মাথা নোয়ায় সেইরকম দাড়ি থাকলে স্বপ্নরা দল বেঁধে চলে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের দাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে অনেক এবং তদ্দিন স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা স্বপ্নেন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এখন মনে হল সে যখন শিশু ছিল তখন কি রকম আচরণ করত? ভাবা যায়? এর কোলে ওর কোলে তার এত বড় শরীরটা ছোট্টটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেউ কি তাকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাত? সেটাই তো মানুষকে প্রথম স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। এখন মধ্যরাত্রে কলকাতার একটি পনেরো ফুট রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু অনায়াসে একটি সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুকে দেখতে পেল। টলটলে পায়ে হাঁটছে। কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়া এবং সেটাও বেশ মজার বলেই হাঁটছে। আর তার পেছনে সতর্ক দুই চোখে নজরদার হয়ে রয়েছে মা অথবা অন্য কেউ। অর্থাৎ, সেটা এমন সময় যে হাঁটলে কেউ পেছনে থাকত। হঠাৎ একটা ট্যাক্সির আলো এবং হর্ন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় স্বপ্নেন্দু সরে দাঁড়াল ফুটপাতে এবং শিশুটি উধাও হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে একলা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বপ্নেন্দু মাথা দোলাল। সাবাস। ঈশ্বরের মতো বড় পরিচালক কেউ নেই। ভদ্রলোক যদি ফিল্ম করতেন! এই যে ট্যাক্সিটাকে ইন করিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন, তুলনা নেই।

স্বপ্নেন্দু আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। আজ একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তার ছোট্ট ঘর থেকে সে আজ বের হতে চায়নি। সারাটা দিন ইউলিসিস পড়েছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছে, আবার পড়ার চেষ্টা করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ঘর থেকে বের হয়নি বলে চা-জলখাবার ভাত কিছুই খাওয়া হয়নি। সন্ধ্যের পর বাইরে বেরিয়ে মনে হয়েছিল পৃথিবীটা এখনও সুন্দর। আকাশ কী নীল! ওরকম একটা বই না পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেক অনেক কিছু জানা যায়। ঠাকুরের দোকান থেকে রুটি আলুরদম খেয়ে সে দেশবন্ধু পার্কে ঢুকেছিল। ফুরফুরে হাওয়া বইছিল বলে সে ঘাসের ওপর শরীর বিছিয়ে দিয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে জানে না। এরকম স্বপ্নহীন ঘুম অত্যন্ত বিরক্তিকর। তাই দারোয়ান গোছের একটা লোক তাকে তুলে দিতেই সে হাঁটতে শুরু করেছে।

বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার পর খেয়াল হল সন্দীপনবাবু এখানে থাকেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা, পৃথিবীর অনেক নাট্যশাস্ত্র গুলে খাওয়া বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা সন্দীপনবাবুর সঙ্গে তার আলাপ আছে। আকাদেমি, গিরিশে ছাড়াও এই বাড়িতে এসে অনেক জ্ঞানের কথা শুনে গেছে সে। আসলে পণ্ডিতজনদের সঙ্গে সময় কাটানো জ্ঞানের পরিধি হু হু করে বেড়ে যায়।

স্বপ্নেন্দু বেল টিপল। প্রথমবার আলতো, পরের বার বেশ জোরে। যেন সমস্ত পাড়া জুড়ে সাইরেন বেজে উঠল। দোতলার জানলায় একটি বিস্মিত মুখ ঘুম জড়ানো গলায়

জানতে চাইল কে এসেছে? মুখটি মহিলার। মাঝরাতে ঘুমভাঙা মহিলার মুখ কখনওই সুন্দর হতে পারে না।

'সন্দীপনদা আছেন?'

মহিলার মুখ সরে গেল। প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড বাদে সন্দীপন এলেন। যে বাচনভঙ্গির জন্যে তিনি বিখ্যাত সেটি এখন উধাও, 'কি ব্যাপার?'

'দরজাটা খুলুন। একটু জরুরি।' ওপরের দিকে মুখ করে বলল স্বপ্নেন্দুব।

খানিকবাদেই একতলার দজার খুলে সন্দীপন দাঁড়ালেন, 'কী হয়েছে? কে—?'

'কে মানে?'

'ও, এত রাত্রে এসেছেন, তাই আশঙ্কা হল—।'

'না, না।' ভেতরে ঢুকে পড়ল স্বপ্নেন্দু। সন্দীপনের সরে জায়গা দেবার ইচ্ছা তেমন ছিল না বোঝা গেল কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে পারলেন না। ভেতরে ঢুকে স্বপ্নেন্দু বলল, 'একটু আগে খেয়াল হল আজ সারাদিন স্নান হয়নি। মনে হতেই সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠল। বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হলে অনেক হাঁটতে হবে। আপনার বাড়িটা সামনে দেখে ভাবলাম একটু স্নান করে যাই। বাথরুমটা কোথায়?

সন্দীপনের চোয়াল ঝুলে গেল। তিনি কোনও মতে বলতে পারলেন, 'রাত একটার সময় আপনার স্নানের কথা মনে এল?'

স্বপ্নেন্দু দেখল সিঁড়ির মাঝামাঝি ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন রাতের পোশাক পরা যে মহিলা তিনি এর মধ্যেই চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়েছেন। সন্দীপনের নাটকে ইনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্তত কুড়ি বছরের বড় প্রতিভাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে ইনি গ্রুপ থিয়েটারের অনেকের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছেন সকৌতুকে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি করব বলুন! আগে মনে এলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। স্নান করতে আমার বেশি সময় লাগে না। পিসিমা বলতেন পাখির স্নান।'

সন্দীপন বললেন, 'এ বাড়ির বাথরুম দোতলায়। বুঝতেই পারছেন, এত রাত্তিরে, এমনি হাতমুখ ধুয়ে নিলে যদি চলে তাহলে নিচের টয়লেটে বেসিন আছে, ব্যবহার করতে পারেন।'

এই সময় মহিলা বললেন, 'স্নানের আরাম কি হাতমুখ ধুয়ে পাওয়া যায়! আপনি ওপরে আসুন। বেশি সময় তো লাগছে না।'

মহিলা ওপরে উঠতেই স্বপ্নেন্দু তাঁকে অনুসরণ করল। সন্দীপনদা দরজা বন্ধ করে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার পেছনে আসছিল। স্বপ্নেন্দু ভাবল, আমরা যখন কোনও বিদেশি নাটকের অনুবাদ করি তখন এই ব্যাপারটা মাথায় রাখি না। একজন জার্মান মহিলা কখনওই তার নিজস্ব বাথরুমে প্রায় অজানা অতিথিকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু একজন বাঙালি মহিলার হৃদয় অনেক বেশি দরাজ।

দোতলায় উঠে হাত প্রসারিত করে যেভাবে মহিলা বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিলেন তাকে রক্তকরবীর তৃপ্তি মিত্রকে মনে পড়ে গেল স্বপ্নেন্দুব। নন্দিনীবেশে তিনি ঠিক ওই ভঙ্গিতে একটি সংলাপ বলেছেন। সংলাপটি কি যেন?

বাথরুমে ঢুকে গেল। বেশ ছিমছাম সুগন্ধী বাথরুম। আরাম করে স্নান করল। গরমকলের মাঝরাতে মাথায় জল পড়ছে ঝরণা হয়ে। কত রকমের শিশি সামনে সাজানো। শ্যাম্পুই সাত রকমের। এসব সন্দীপনদা ব্যবহার করে?

তোয়ালেতে শরীর মুছে জামাপ্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে মনে পড়ল, যাঃ, দাড়ি কামানো হয়নি। আবার পোঁচাখুঁচি শুরু করল। সন্দী[illegible] পেয়ে নতুন ব্লেড [illegible]

দাড়ি কেটে ধুয়ে আবার চিরুনি চালাতে হল চুলে। এই মুহূর্তে কলকাতায় যদি কোনও রাজপুত্র থাকে তাহলে তার নাম স্বপ্নেন্দু রায়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই দেখতে পেল ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় যে ভঙ্গিতে দেখে গিয়েছিল তার হেরফের তেমন হয়নি।

বলল, 'কী ভালই না লাগছে। দাড়িটাও কামিয়ে নিলাম। না, ভাববেন না, আমি নতুন ব্লেড ব্যবহার করেছি।'

'এরপর?' মহিলা আলতো প্রশ্নটা করলেন।

'এরপর চা চাইলে আপনার অসুবিধা হতে বাধ্য। মাঝরাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে চা চাইতে খুব খারাপ লাগবে আমার। স্নান না করে পারিনি। গায়ে ঘামের গন্ধ থাকলে মনে স্বপ্ন আসতে পারে না, একথা নিশ্চয়ই মানবেন!'

'স্বপ্নেন্দু, এখন আমার শুয়ে পড়া দরকার।' সন্দীপনদা বললেন।

'আরে! আপনি কেন দাঁড়িয়ে আছেন? শুয়ে পড়ুন না।' মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল 'তবে জল চাইলে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না?'

'ইটস টু মাচ! তুমি ভেবেছ কি? মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে স্নান করলে, দাড়ি কামালে আবার জল চাইছ! রসিকতার একটা সীমা আছে!' বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন সন্দীপনদা।

ইতিমধ্যে জল এসে গেল। স্বপ্নেন্দু চেষ্টা করল তৃপ্তির সঙ্গে জল খেতে। গ্লাস দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা পান খান না?'

'না।' মহিলা হেসে ফেললেন।

'এখন জমিয়ে এক কাপ চা আর পান খেতে যা ভাল লাগত।'

মহিলা সন্দীপনদার দিকে তাকালেন, 'তুমি যাও, শুয়ে পড়ো। এখন আমার চট করে ঘুম আসবে না। এঁকে এক কাপ চা করে দিচ্ছি। আপনি নিচে গিয়ে বসুন, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

সন্দীপনদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মহিলা তাঁকে চোখ নাচিয়ে নিরস্ত করলেন। সন্দীপনদা সেটা মেনে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই নিচে নামতে লাগল স্বপ্নেন্দু। শরৎচন্দ্রকে যেসব উচ্ছিঙ্গে লেখক গালাগাল দেন তারা এই দৃশ্যটি দেখুন! বঙ্গললনাদের চচ্চড়ি পাকিয়ে খেয়ে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সিঁড়ির মাঝামাঝি যেতেই নিজের নামটা কানে গেল তার এবং সে পেছন ফিরল। বারান্দায় কেউ নেই কিন্তু শোওয়ার ঘর থেকে সংলাপ ভেসে আসছে চাপা গলায়, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এসবই ভান। একদল অসফল লোক এইসব করে নিজেদের আঁতেল বলে প্রমাণ করতে চায়। যেখানে আমার দরজা খোলাই ভুল হয়েছিল সেখানে তুমি চা খাওয়াচ্ছ! রাবিশ!'

মহিলা বললেন, 'আস্তে কথা বলো। তুমি যা বললে তার সবটাই হয়েতো ঠিক।'

'হয়তো নয়, নিশ্চয়ই। আজ পর্যন্ত একটা প্রোডাকশন নামাতে পারেনি, না নাটক, না ফিল্ম। অথচ যত নাট্য আন্দোলন আর ফিল্ম সোসাইটির মিটিংয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। কারণ মিনিস্টার ওকে পছন্দ করেন। শূন্য কুঁজো।'

'তাও ঠিক। কিন্তু তুমি একথা ভাবছ না কেন, পশ্চিমবাংলার নাটকের জগতে তোমার একটা আলাদা জায়গা আছে। তুমি মাটি থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের উঠে আসতে বলো। তুমি নাটক করো বুর্জোয়া শ্রেণীব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে। তোমার যে ছবি তৈরি হয়েছে তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার। মাঝরাত্রে একটা লোক চা চেয়েছিল বলে তুমি বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ এই খবর চাউর হলে লোকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা

না করেই ছি ছি ছি শুরু করবে। প্লিজ, লক্ষ্মীটি, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি চা খাইয়ে বিদায় করে চলে আসছি।'

স্বপ্নেন্দু নেমে এল। সোফায় বসে ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সত্যি, এরকম বিপাকে সন্দীপনদা পড়বেন জানলে সে কখনওই এ বাড়িতে আসত না। আচ্ছা, মানুষ যা বলে, মঞ্চে করে দেখায় তার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এত পার্থক্য থাকবে কেন? বয়সে অনেক ছোট এক সুন্দরীকে বিয়ে করলেন সন্দীপনদা, মেনে নিতে তার কোনও অসুবিধা হয়নি। অথচ আকাদেমি নন্দন চত্বরে এ নিয়ে হাসাহাসি হয়েছে কত। তখন তীব্র প্রতিবাদ করেছে স্বপ্নেন্দু। প্রতিভার বয়স হয় না। রবিশংকরের হয়নি, চ্যাপলিনেরও নয়, সন্দীপনদারই বা হবে কেন? তারপরে যখন 'কৃষ্ণচূড়ার রস' নাটকটি নামালেন তখন সবার মুখ বন্ধ। বৃদ্ধ পিতামহ এবং উগ্রস্বভাবা নাতনির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বামী-স্ত্রী। প্রতিটি কাগজ, এমনকি পত্রিকাগুলোও বাধা হয়েছিল প্রশংসা করতে।

'আপনার চা।'

স্বপ্নেন্দু দেখল একটা ট্রের ওপর দু'কাপ চাপ আর প্লেটে বিস্কুট নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। টেবিলে নামিয়ে রাখতেই স্বপ্নেন্দু বলল, 'বাঃ আপনিও চা খাবেন দেখছি! আমাকে একা একা খেতে হল না!'

উল্টোদিকের সোফায় বসলেন মহিলা। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বহুল প্রশংসিত বড় লাল টিপটি পরে নিয়েছেন। মুখটাই এখন ওঁর মতো হয়ে গিয়েছে।

এই একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় ঢোকে না স্বপ্নেন্দুর। তাদের বাড়িতে একটি ভাড়াটের বউ ছিল যাকে দিনের বেলায় সুমিত্রা দেবীর মত দেখাতো। সেই পটেশ্বরী বউঠান মার্কা চেহারা। এক রাত্রে, মধ্যরাত্রে পাড়ায় বোমা পড়ল। সবাই ছাদে গেল বিছানা ছেড়ে বোমাবাজি দেখতে। তিনিও গেলেন। মাঝরাতে ঘুমভাঙা মেয়েদের দেখতে যে কী বীভৎস লাগে তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিল স্বপ্নেন্দু। সুমিত্রা দেবী থেকে তিনি লক্ষ মাইল দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চায়ে চুমুক দিল। ভাল। বিস্কুটগুলো রেখে লাভ কি! চিরকালই স্নান করা মাত্র ওর খুব খিদে পেয়ে যায়। মহিলা ওর খাওয়া দেখছিলেন।

'আপনি আমার কোন নাটক দেখেছেন?' 'খুব নরম পাখির পালকের মতে??' গলা মহিলার।

'সব।' স্বপ্নেন্দু বলল, আপনার নাটক আমি দেখেছি। একসময় আপনি ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন। অবশ্য আমার নাটক বলা ঠিক নয়। নাটক পরিচালনা সন্দীপনদার, আপনি তার একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, এইভাবে বলা যেতে পারে। আবার দেখুন, রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের নাটক হলেও আমরা শুনেছি লোকে শম্ভু মিত্রের রক্তকরবী বলত। পরিচালক শম্ভু মিত্র, অভিনেতা শম্ভু মিত্র। কিন্তু আমার মনে হয়েছে রক্তকরবী নন্দিনীর নাটক। একটা চরিত্র যখন নাটকের সবক'টা ঘর, ঘরের দরজা জানলার দখল করে দর্শকের উৎসাহ মুঠোর নিয়ে নেয় তখন তার নাটক বলতে বাধা কোথায়!'

'বাঃ আপনি তো ভাল ভাবেন। 'কৃষ্ণচূড়ার রস' দ্যাখেননি?'

'না আকাদেমিতে হাউসফুল হচ্ছে, গিরিশেও তাই। সপ্তাহে তিনদিন কল শো পাচ্ছেন আট হাজার টাকার বিনিময়ে, সন্দীপনদার ইতিহাসে এমন ঘটনা তো ঘটেনি। তাই দেখিনি।'

'সেকি? একটা নাটক জনপ্রিয় হয়েছে বলে দেখবেন না?'

'না। বহুকাল তো নাটক করছেন সন্দীপনদা। আপনার যখন পাঁচ-সাত বছর বয়স তখন থেকে। কোনও শো-এ পঁচিশ-তিরিশ জনের বেশি হয়নি। তা ফট কর এতদিন বাদে ওর নাটক হাজার হাজার মানুষের ভাললাগা খুঁজে পেল কি করে? ওঁর মতো মানুষের পক্ষে মিনার্ভা বা সারকেরিনার নাটক করা সম্ভব নয়। পুলিশ কখনও ভাল চোর হতে পারে না কিন্তু চোরের পক্ষে ভাল পুলিশ হওয়া ঢের সহজ। পাবলিক বলছে একটু রেখে ঢেকে উগ্রপন্থীদের অত্যাচারকে ক্যাশ করে এ নাটকের নায়িকার অনেকটাই দর্শকদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন সন্দীপনদা। আর অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্যে সেটা খুবই বাস্তব। আমার মনে হলো পৃথিবীতে কত কি ভাল জিনিস চুপচাপ চলে যাচ্ছে সেটা যেমন দেখা হয় না, এটাও তেমনই হোক। কোনও ক্ষতি হবে না।'

'ওই নায়িকার ভূমিকা আমি করেছি।'

'অনুমান করছি। কৃষ্ণচূড়া গাছে মানায়, সাঁওতাল মেয়েদের খোঁপাতেও মানাতে পারে। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে গোলাপের সংযোগ আদ্যিক্যালের। পান হবে?'

'পান?' মহিলার মুখটা আচমকা চুপসে গেল।

'হ্যাঁ। চা খাওয়ার পর একটা পান চিবোলে মাথা খুলে যায়। আপনার বাড়িতে বুঝি পান খাওয়ার চল নেই। ঠিক ধরেছি। আজকাল বুদ্ধিজীবীরা পান নস্যি বর্জন করেছেন। খুব স্থূল দেখতে লাগে বলেই বোধহয়। পান খাবেন?'

হেসে ফেললেন মহিলা, 'কোথায় পাব? এখন এ পাড়ার সব দোকান তো বন্ধ।'

'কলকাতা তো শুধু একটা পাড়া নিয়ে নয়, অনেক অনেক পাড়া মিলেজুলে এই কলকাতা। কী ধরনের পান আপনার পছন্দ?'

'দেখুন, পান সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনও ধারণা নেই। বিয়েবাড়িতে যে পান দেয় মুখ দিয়ে দেখেছি বড্ড মিষ্টি, একগাদা মশলা—!'

শেষ করতে দিল না স্বপ্নেন্দু, 'তরকারি তরকারি? তাই তো! না, আমি আপনাকে একটি সুস্বাদু, বাহুল্যবর্জিত চমৎকার পান খাওয়ার কথা বলছি। আপত্তি আছে?'

মহিলার যে মজা লাগছিল, বোঝা গেল তাঁর ঠোঁট দেখে। তিনি মাথা নেড়ে না বললেন। স্বপ্নেন্দু চা শেষ করে ফেলেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাহলে যাই। আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন।' মহিলা বললেন, 'যাচ্ছেন, জানেন, এখন আমার ঘুম আসবে না। বোকার মত জেগে থাকতে হবে।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'তাহলে সন্দীপনদার সঙ্গে গল্প করুন। উনি ভাল কথা বলেন।'

'আপনি বিয়ে করেননি না?'

'না।'

'তাই।'

'মানে?'

'বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ছেলেরা কথা হারিয়ে ফেলে। ঠিক আছে, যান। এটুকুর জন্যে ধন্যবাদ।'

যে কোন সাকসেসফুল পুরুষের পেছনে একজন মহিলা থাকেন। সন্দীপনদার এই যে এখন নাটকপাড়ায় গুরুদেব গুরুদেব ইমেজ-এর পেছনে কি ইনি? উঁহু। মাথা নাড়ল স্বপ্নেন্দু। না, এঁকে বিয়ে করার পাঁচ বছর আগে একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সন্দীপনদার ডিভোর্স হয়। ভদ্রমহিলা নাটক করতেন না, দেখতে আসতেন মাঝে মাঝে। তা তিনি থাকতেই সন্দীপনদার নাম গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম তিনজনের সঙ্গে উচ্চারিত হত। বাকি দু'জনের একজন অকালে চলে গেলেন। অন্যজন মঞ্চ থেকে সরে গিয়েছেন অনেক

কাল। অতএব সন্দীপনদার ধারে কাছে কেউ নেই। কিন্তু থিওরিটা খাটছে না ওঁর ক্ষেত্রে। একজন নয়, ভাগ্যবানেরা একাধিক মহিলার উৎসাহ পান।

কিন্তু স্নান এবং চায়ের ঋণ পান খাইয়ে কিছুটা লাঘব করা যায়। স্বপ্নেন্দু দেখছিল রাস্তার দু'পাশে সমস্ত দোকান বন্ধ। ফুটপাতে বা দোকানের রকে মানুষ মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। ভাঁড়ের চায়ের দোকানও বন্ধ। স্বপ্নেন্দু দু'মিনিট দাঁড়াল। কোথায় শ্মশান শব্দটা এল। কলকাতার রাস্তাঘাট এখন শ্মশানের মত। সারি সারি শব শুয়ে আছে ফুটপাতে। শ্মশান মনে আসতেই নিমতলার ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঠিক এই সময় বাজার রমরম করে চলছে শ্মশানে। নিমতলার সামনে দোকাগুলোর দিনরাত নেই। স্বপ্নেন্দু সেই দিকেই হাঁটা শুরু করল।

আজ নিমতলায় যেন মেলা বসেছে। জনা দশেক মৃতদেহ নিয়ে প্রায় দেড়শো লোক অপেক্ষা করছে। মৃতদেহগুলোকে পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে শুইয়ে। এরই মধ্যে আউট অফ টার্নে কেউ আগে ইলেকট্রিক চুল্লিতে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে অবশ্য শান্তি নেমে আসতে দেখল স্বপ্নেন্দু। সে লক্ষ করল যে সমস্ত মৃতদেহের এখনই চুল্লিতে ঢোকার চান্স নেই তাদের আত্মীয়স্বজনেরা বাইরের দোকানগুলোতে ভিড় করেছে। পুরুষ মৃতদেহগুলো নিঃসঙ্গ কিন্তু নারীর মৃত শরীরের পাশে কেউ না কেউ বসে আছে পাহারায়।

চায়ের দোকানে ঠাসা ভিড়। আলুরদম রুটি মুহূর্তে উড়ে যাচ্ছে। একজন এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দিশি বিলিতি সব পাবেন বাবু। গঙ্গার ঘাটে চলে যান। ওখানে আমাদের নাইট বার চলছে।'

নাইট বার? স্বপ্নেন্দুর কৌতূহলী হল। লোকটাকে অনুসরণ করে সে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে পৌঁছল্লে। পাশে চিতা জ্বলছে। ছয়-সাতজন লোক গোল হয়ে বসে আছে। একজন বলল, 'মাংসটা দে।'

যে বলল তার মাথায় জটা, গায়ে তিনপর্দা ময়লা। আর একজন মাটির মালসায় মাংস দিল।

জটাধারী তার ওপর চোলাই ঢালল। ঢেলে বলল, 'চিতার আগুনে শুদ্ধ করে নিয়ে আয়।'

লোকটা সেই মাংসভর্তি মালসা তুলে নিয়ে চিতার আগুনে ছুঁইয়ে নিলে এল।

জটাধারী বলল, 'এটা আর গরুর মাংস রইল না। যে এই মাংস খাবে না সে মার পাবে না। হ্যাঁ।'

স্বপ্নেন্দু পায়ে পায়ে ফিরে এল। তারপর পানের দোকান দেখতে পেল।

স্বপ্নেন্দু সিগারেটের দোকানে এল, 'পান দেবেন ভাই?'

'কী পান?'

'মিঠে পাতা, ভাজা সুপুরি চমনবাহার।'

'মিঠে পাতা নেই, বাংলা পাবেন।'

পরপর তিনটে দোকান, কারও কাছে মিঠে পাতা নেই। যারা চরম পানখোর তাঁরা চুনের সঙ্গে বাংলাপাতার ঝাল উপভোগ করেন। কিন্তু বিলাসীদের জন্যে চাই মিঠে পাতা। তৃতীয় দোকানদার বলল, 'সোনাগাছি ছাড়া এখন মিঠে পাতা। তৃতীয় দোকানদার বলল, 'সোনাগাছি ছাড়া এখন মিঠে পাতা কোথাও পাবেন না বাবু। শ্মশানে বাংলাপাতা তারল কাটে।'

সোনাগাছি এখান থেকে কত দূরে। বড়জোর মিনিট বারো। সন্দীপনদার স্ত্রীকে আজ পান খাওয়াবে কথা দিয়ে এসেছে সে। পান না খাওয়ালে কিঞ্চিৎ ঋণ থেকে যাবে। মহাভারতে আছে সূর্যাস্তের মধ্যে না হত্যা করতে পারলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। তার ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগে মিঠে পান চাই। এই সময় খুব শান্ত একটা মিছিল শ্মশানের দিকে এগিয়ে এল। চুল্লির সামনের চাতালে জায়গা নেই বলে শ্মশানযাত্রীরা মৃতদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। লোকগুলো হইচই করছে না দেখে স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেল, 'কে মারা গিয়েছেন ভাই?'

একজন বললেন, 'কবি সর্বদমন পাকড়াশি।'

সর্বদমন পাকড়াশি? কবি? স্বপ্নেন্দু হকচকিয়ে গেল। এই নামের কোনও কবির কবিতা সে কোথাও দ্যাখেনি। তাছাড়া নামটা শুনলেই মনে হয় ছদ্মনাম। ওই নামে কবিতা লিখে, অভিনয় করে কেউ কখনও বিখ্যাত হতে পারে না। অথচ এই মৃত মানুষটি কবিতা লিখতেন। যিনি কবিতা লেখেন তিনি কবি। জীবনানন্দ দাশ যাই বলে যান কেন লোকটা তার স্ত্রীর কাছে কবি, আত্মীয়বন্ধুদের কাছেও লক্ষ লক্ষ বাঙালি এভাবে কাব্যসাধনা করে চলেছে যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তবু একজন কবির মৃতদেহ শ্মশানে এলে মন খারাপ হয়ই। 'কেউ কেউ কবির' দলে না পড়লেও।

সোনাগাছিতে সন্ধে হয়! এখন রাত সাড়ে তিনটে। যে ক'টা দোকান সারারাত ব্যবসা করেছে তারা এখন ঝাঁপ দেবার জন্যে তোড়জোড় করছে। এখন ট্যাক্সিওয়ালা আর পুলিশের ব্যস্ততা চারপাশে। উল্টোদিক দিয়ে তাকে আসতে দেখে একজন পুলিশ পথ আটকাল, 'অ্যাই! কী চাই?'

'পান। মিঠে পাতার পান।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে।'

'একদম না। সিরিয়াসলি বলছি।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'যাঃ বাবা। শ্মশান থেকে সোনাগাছি।' হা হা করে হাসল লোকটা, 'তা একই ব্যাপার। শোনো, তুমি ওই গলিতে ঢুকে যাও এক দৌড়ে। ওর ভেতরে একটা পানের দোকান আছে। সেখান থেকে পান কিনে সোজা এদিকে এসো।'

'কেন?'

'তোমাকে ধরব আমি।'

'তার জন্যে গলিতে ঢুকতে হবে কেন? এখনই ধরো।'

'না, সেন্ট্রাল এভিন্যুর ওপর কাউকে ধরা নিষেধ আছে। পরশু একজনকে ধরেছিলাম। মাল দিল না বলে থানায় নিয়ে গেলাম। বড়বাবু আমাকে পারলে সাসপেন্ড করে দেয়। লোকটা নাকি সাংবাদিক। শালা, চেহারা দেখে তো চেনা যায় না। তুমি কী করো?'

স্বপ্নেন্দু মিষ্টি হাসল, 'সেদিনের কেসটা আর একটু বলো তো!'

লোকটার মুখ চুপসে গেল আচমকা, 'বুঝতে পেরেছি স্যার। আগে বলবেন তো! আসলে আপনাদের চেহারা দেখে তো কিছুতেই চেনা যায় না। অন্যায় মাপ করবেন। এই কথা বলার ঢংঠা তো পাল্টাতে পারি না! আপনার মিঠে পাতা পান সত্যি চাই না ফলস্ দিলেন!'

'সত্যি চাই।'

'আসুন আমার সঙ্গে। নইলে অন্য কোনও গাধা ফস করে আপনাকে ধরে বেকায়দায় পড়বে। বাজারদর কি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন স্যার।'

লোকটা তাকে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকল।

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'রিপোর্টার কোন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি?'

'কেন রসিকতা করছেন স্যার। আপনি ওই তিনতলা হলুদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আপনি আমার নাম লিখবেন না তো?'

'আপনি সাহায্য করলে কিছুতেই নয়।'

পুলিশটা হাসল, 'ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু এখন তো ঘর খালির টাইম। সব শুয়ে পড়েছে মালটাল খেয়ে। নইলে—! এই শান্টু! শান্টু!'

একটি রোগা লুঙ্গিপরা লোক সুড়ুৎ করে এগিয়ে এল, 'জি!'

'তোর তিনতলার মালকিন ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'মাল খেয়ে আউট হয়ে গেছে বারোটার সময়। মাসি আগুন হয়ে গেছে। দু-দুটো রইস পার্টি গেছে। কাল খুব ঝামেলা করবে মাসি।'

লুঙ্গি-পরা লোকটা খিকখিক করে হাসতে লাগল।

পুলিশটা বলল, 'কী হবে স্যার! মাল খেয়ে আউট হওয়া মেয়েছেলেকে দেখতে আপনার একটুও ভাল লাগবে না।'

স্বপ্নেন্দু চারপাশে তাকাল। আলোগুলো যেন হলুদ হয়ে গিয়েছে। বাড়িগুলোর ছায়ায় কিছু কিছু মূর্তি চোরের মতো চলাফেরা করছে। পুলিশ এবং ট্যাক্সিওয়ালারা তাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশি। লুঙ্গি-পরা লোকটি বলল, 'এই ভোরবেলায় কাউকে পাবেন না বাবু। তবে আমার সঙ্গে যদি আসেন তাহলে ব্যবস্থা করতে পারি।'

পুলিশ চোখ পাকাল, 'আই চোপ!'

লোকটি বলল, 'মাইরি বলছি, ফাংশান করতে গিয়েছিল। একটু আগে ফিরেছে। সঙ্গে কোনও পার্টি নেই। রোজার গান যা গায় না। এখন দু'পেগ মাল খাচ্ছে, তারপর ঘুমোবে। যাবেন তো চলুন।'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'পানের দোকান কোথায়?'

পুলিশ তৎপর হল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

দোকানটা বড় নয়। তবু রাতের এমন সময়েও দুজন খদ্দের ছিল। পুলিশ দেখে তারা সুড়ুৎ করে হাওয়া হয়ে গেল। পানওয়ালা বলল, 'বলুন, কি সেবা করতে পারি?'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পাতা আছে?'

'আছে। খানদানী আর জনতা দুটোই পাবেন।'

পুলিশ ধমকাল, 'এই সমঝে কথা বল।'

পানওয়ালা বলল, 'আমি অন্যায় কিছু বলিনি ভাই। দিশি মিঠে পানকে বলা হয় জনতা পান। আর খোদ বেনারসের মিঠে পাতা হল খাদানী।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'খানদানী তিনটে পান সাজো। এলাচ, ভাজা সুপুরি আর চবনবাহার। জর্দা চাই না। তিনটে পান তিনটে প্যাকেটে আলাদা করে একটা ঠোঙায় ভরে দাও।'

পানওয়ালা দ্রুত হাতে আদেশ পালন করতেই স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কত?'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না না। আপনি দাম দেবেন কি! অ্যাই আমার অ্যাকাউন্টে রাখ। আপনি দাম দিলে আমি লজ্জায় মরে যাব।'

হতভম্ব স্বপ্নেন্দু প্যাকেট নিয়ে হাঁটা শুরু করলে পুলিশটি সঙ্গ নিল, 'বড্ড অসময়ে এলেন স্যার, আপনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।'

'ঠিক আছে। আপনি আপনার কাজে যান।'

'খেপেছেন! আপনাকে গ্রে স্ট্রিট পার করে দিয়ে আসি। নইলে আর কোনও পুলিশ আমার মতো ভুল করে বসবে। আপনি তাহলে আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখছেন না! তাই তো। আসলে এ সময়টায় আমাদের যা টু-পাইস হয়। আপনি যদি লেখেন গরিবের পেটে হাত পড়বে।' পুলিশটি পরম পিতার মতো স্বপ্নেন্দুকে নিরাপদ এলাকায় পৌছে দিয়ে গেল।

ফিরতি পথে দ্রুত হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। এখনও অন্ধকার বাড়িগুলোর খাঁজে খাঁজে। রাস্তার আলো আরও বর্ণহীন। কিন্তু দু-একজন মানুষ ইতিমধ্যেই বিছানা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। সন্দীপনবাবুর বাড়ির সামনে পৌছে খুশি মনে বেলের বোতাম টিপল সে। শব্দটা যেন গ্যাঁক গ্যাঁক করে গলি কাঁপিয়ে বেজে উঠল। স্বপ্নেন্দু ওপরের জানলার দিকে তাকাল। না, কোনও মুখ উঁকি মারছে না। সে দ্বিতীয়বার একটু সময় নিয়ে বোতামে চাপ দিল। নিজের কানেই বড্ড কুৎসিত শোনাল আওয়াজ। তার মনে হচ্ছিল এর আগের বার যখন এসে বেল টিপেছিল তখন এত বিশ্রী শব্দ হয়নি। খানিকটা সময়ের তফাতে বেলের আওয়াজ বদলে যায় নাকি! পৃথিবীতে কত কি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতিমুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আশপাশের দুটো বাড়ির দোতলার জানলা খুলে গেছে এর মধ্যে। সেখানে উঁকিঝুঁকি মারছে কিন্তু বিস্মিত মুখ। এবার ওপরে জানলায় সন্দীপনদাকে দেখা গেল। যেন গভীর কুয়ো থেকে কোনও মতে নিজেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, 'কে? কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ওঃ। ইটস টু মাচ! আবার কি চাই?'

'আমায় নয়, ম্যাডাম বললেন পান খাবেন, পান এনেছি।'

'পান?'

'হ্যাঁ সন্দীপনদা। উঃ, কি ভুগিয়েছে আমায়। নিমতলায় এখন বাংলা পান ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। ম্যাডামের তো বিয়েবাড়ি ছাড়া পান খাওয়া অভ্যেস নেই তাই অনেক খুঁজে খুঁজে সোনাগাছি থেকে পান নিয়ে এলাম।'

'সোনাগাছি থেকে পান?' সন্দীপনদার গলা ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

'একেবারে খানদানী পান। বর্ণ ইন বেনারস। আমি অবশ্য কোনওদিন বেনারসে যাইনি। ছেলেবেলায় পিসিমা যাকে কাশী বলতেন এখন সেটা ঠিক বেনারস নয় তাই না? যাক, ম্যাডামকে বলুন, পান নিয়ে যেতে।' কথা বলতে বলতে স্বপ্নেন্দু দেখল, পাশের বাড়ির দরজা খুলে গেল। একজন খেঁকুড়ে চেহারার প্রৌঢ় চিপুটি চোখে বললেন, 'ভোররাতে পান, তাও আবার সোনাগাছির।'

'হ্যাঁ দাদু। সন্দীপনদা যদি না খান তাহলে একটা আপনাকে দিতে পারি। তিনটের বেশি তো আনিনি।' স্বপ্নেন্দু হাসল।

সন্দীপনদা বললেন, 'স্বপ্নেন্দু তুমি কি ইচ্ছে করে এসব করছ?'

'কিসব সন্দীপনদা?'

'রাতদুপুরে লোকের বাড়িতে এসে জ্বালাতন করতে খুব মজা লাগছে? তুমি ভেবেছ এইসব আর্টিফিসিয়াল বোহেমানিজম দেখলে আমি হাততালি দেব?'

'আপনি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। ম্যাডাম বললেন পান আনলে উনি খাবেন, তাই কত কষ্ট করে পান নিয়ে এসেছি।'

'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন।'

'যাচ্ছলে! মানুষ কেন এত ঘুমায় বলুন তো? এই তো ক'টা বছরের জন্যে পৃথিবীতে আসা, তার ওয়ান থার্ড যদি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? হ্যাঁ, যখন ঘুম দু'চোখে হামলে পড়বে তখন বাধ্য হয়ে কিছুটা সময় ঘুমানো যেতে পারে। যাক গে, ঘুম থেকে ওঠার পর না হয় ম্যাডামকে পানটা দেবেন। এখন অনুগ্রহ করে দরজা খুলে এটা নিয়ে নিন, আমি বিদায় হই।' স্বপ্নেন্দু বলল।

মিনিট খানেট বাদে দরজাটা খুলল। ঠোঙা থেকে দুটো প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল স্বপ্নেন্দু, 'এ দুটো আপনাদের জন্য। নিন, ধরুন।'

'সন্দীপন বাধ্য হলেন নিতে। নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে!'

'হ্যাঁ। দাম দিতে হবে না। কারণ পুলিশের ধমক খেয়ে পানওয়ালা আমার কাছেও দাম নেয়নি। আচ্ছা, চলি।' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রৌঢ়কে দেখতে পেল সে, 'সরি দাদু। নো এক্সট্রা পান।' বলে তৃতীয় প্যাকেট খুলে ওটাকে মুখে চালান করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

এখন রীতিমতো ভোর। সন্দীপনদার মুখটা মনে করে খারাপ লাগছিল ওর। অনেক কাল আগে ট্রেসিস টাইগার নাটকটার ভাবান্তর বাংলায় করেছিলেন সন্দীপনদা। একটি ছেলের বুকে বাঘ বাস করে। উল্টোপাল্টা দেখলে সেই বাঘ হালুম করে লাফিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু ছেলেটি এত সামান্য যে সে কিছুই করতে পারে না আবার বাঘটাকে সামাল দিতে হিমশিম খায়। ওই নাটকটি করে সন্দীপনদা খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। অথচ আজ এমন মুখ করেছিলেন যেন রক্তকরবীর রাজা। জালের আড়ালে থেকে শিউরে উঠছেন পাছে তাঁর দুর্গে আঁচড় কাটে সে। সন্দীপনদা যদি রাজা তবে ম্যাডাম নন্দিনী। নন্দিনী দেখতে কিরকম সে প্রশ্ন শুধু কীটজাতীয় প্রাণী করতে পারে। নন্দিনী পৃথিবীর সমস্ত আলোমাখা এক নবীন স্নিগ্ধতা। আর যা স্নিগ্ধ তার চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে? অতএব ম্যাডাম অবশ্যই সুন্দরী। সুন্দরীদের চোখে ঘুম কেন আসে? পৃথিবীর সব সুন্দরীদের উচিত দিন রাত এবং রাত দিন জেগে থাকা। ঘুম মানেই নিস্তেজ, অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ, ঘুম মানেই চোখের কোণে পিচুটি।

দোতলা বাড়িটির নিচে যে সিগারেটের দোকান সেটি ইতিমধ্যে ঝাঁপ খুলেছে। পাশের সদর দরজা বন্ধ। স্বপ্নেদুর পকেটে দুটো চাবি সবসময় থাকে। একটি তার ঘরের অন্যটি এই দরজার। হঠাৎ তার খেয়াল হল গতকাল সে একটাও সিগারেট খায়নি। দোকানটার সামনে যেতেই লোকটা হাসল, 'নমস্কার বাবু। কী দেব? ক্লাসিক না উইলস? কাল এক কার্টন ডানহিল পেয়েছি, টাটকা। নেবেন?'

'দাও।'

লোকটা দু'প্যাকেট ডানহিল আর একটা দেশলাই এগিয়ে দিয়ে খাতা বের করল, 'একটা সই দিয়ে যান। এখনও বউনি হয়নি তাই পরে আমি লিখে রাখব।' অবহেলায় সাদা পাতায় সই করে দরজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল সে। নিজের ঘরের দরজা খুলে কিরকম বোঁটকা গন্ধ পেল স্বপ্নেন্দু। এই রকম গন্ধ বাতাসে ভাসলে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখতে পারে না। সে জানলা খুলে দিতেই সকালের টাটকা বাতাস ঘরে ঢুকল। আধপোড়া ধূপের কাঠি জ্বেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে জামাপ্যান্ট খুলতেই ইউলিসিস বইটা নজরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ বিগড়ে গেল! পরম যত্নে বইটাকে সরিয়ে গীতবিতানের তলায় চাপা দিয়ে রাখল স্বপ্নেন্দু। এখন তাকে সিরিয়াসলি কিছু ভাবনা ভাবতে হবে। মহামান্য তথ্যমন্ত্রী তাকে সকাল এগারোটার সময় পাঁচ মিনিটের জন্যে সময় দিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান মানুষকে হয় রাজানুগ্রহ নয় কোনও ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা

পেতে হয়েছে। এখন যিনি তথ্যমন্ত্রী তাঁকে একসময় কামু সার্তে থেকে শুরু করে ডিসিকা করুশুয়া বুঝিয়েছে সে। সে সময় চায়ের দোকানে যারা আড্ডা দিতে আসত তাদের পড়াশুনা করার চেষ্টা ছিল। সেই সময় এখনকার তথ্যমন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে জেমস জয়েসের ইউলিসিসের সন্ধান দিয়েছিলেন। সে-সময় পকেটে টাকা ছিল না। বন্ধুদের কাছ থেকেও বইটা পাওয়া যায়নি। বড় লাইব্রেরিতে যাওয়ার অভ্যেসও তৈরি হয়নি। ফলে একটু একটু করে পড়ার ইচ্ছেটা মরে গিয়েছিল। গতকাল কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে আচমকা চেয়ে গেল বইটি।

তথ্যমন্ত্রীর কি এসব মনে আছে? যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বপ্নেন্দুদা ইউলিসিস নিশ্চয়ই এখনও পড়েননি?' তাহলে জব্বর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আশ্চর্য! সারা জীবন যে চলচ্চিত্র এবং নাটক নিয়ে পড়াশুনা করে কাটাল তাকে ইউলিসিস নিয়ে পরীক্ষা নিতে হবে।

স্নান সেরে একটু ভদ্র পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ঠাকুরের দোকানে গিয়ে রুটি আর আলুরদম খেল। খাওয়ার পর ঠাকুর তাকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এত পর ভাবেন কেন বলুন তো? এই যে রোজ রোজ পয়সা দিয়ে খাচ্ছেন এটা আমার খুব খারাপ লাগে। আজ থেকে আমি খাতা করছি আপনি সই করে দেবেন। ওই শালা সিগারেটওয়ালাই আপনাকে সেবা করবে এটা হয় না।'

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু ও আমাকে তাগাদা দেয় না। মাঝে মাঝে শোধ করে দিই কিছু টাকা, ও তাই মেনে নেয়।'

'আপনাকে আমি তাগাদা দেব বলে ভেবেছেন নাকি? ছি ছি। ওর সঙ্গে যে ব্যবস্থা আমার সঙ্গেও তাই রইল। নিন, সই করে দিন। আজ তিনটে রুটি আর আলুরদম। কাল ঝিঙেপোস্ত খাওয়াব বাবু। খেয়ে দেখবেন।' ঠাকুর বলল।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল পৃথিবীটা হঠাৎ কিরকম ভাল হয়ে গেছে। যারা মানুষ সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা বলে এবং লেখে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা অথবা শয়তানি খুঁজে পায় তাদের জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। সিগারেটওয়ালা অথবা ঠাকুরের মতো মানুষ এখনও পৃথিবীতে রয়েছে সন্দীপনদা যেমন আছেন তেমনি ম্যাডামও রয়েছেন যিনি মধ্যরাত্রে স্নানের অনুমতি দেন, সহাস্যে চা পরিবেশন করেন। এইসব মানুষই তার বিষয় হওয়া উচিত। শ্যামবাজারে ট্রাম-ডিপো থেকে ট্রামে উঠে জানলার পাশে বসার জায়গা পেয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবনা শুরু করল স্বপ্নেন্দু। ট্রামটা যখন বিবাদী বাগে ঢুকছে তখন হুড়মুড়িয়ে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছিল। স্বপ্নেন্দু চোখ খুলে দেখল কন্ডাক্টার দূরে চুপটি করে বসে আছেন। সে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আপনি অনুগ্রহ করে আমার ভাড়াটা নেবেন?'

লোকটি খুব বিরক্ত হলেন, এতক্ষণ দেননি কেন?'

'আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম, খেয়াল ছিল না।'

'দিন।'

ভাড়া মিটিয়ে ট্রাম থেকে নামল স্বপ্নেন্দু। কন্ডাক্টারের ব্যবহার তার মোটেই খারাপ লাগল না। আট ঘন্টা ধরে একই পথে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রীর সঙ্গে যাকে এক কথা বলতে হয় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি তো ঘটতেই পারে।

পুলিশ বলল, 'তথ্যমন্ত্রী রাইটার্সে আসেননি।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'আপনার সম্ভবত ভুল হচ্ছে ভাই। উনি আমাকে এই সময় আসতে বলেছিলেন। কাউকে কথা দিয়ে খেলাপ করার মানুষ উনি নন।'

'মনে হচ্ছে আপনি ওঁকে ভাল চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। ওঁর মধ্যে সততা এবং পড়াশুনা করার ইচ্ছে বরাবরই ছিল। আপনি আর একবার দেখুন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে এসে গেছেন উনি।'

'আরে এলে তো এই পথ দিয়েই যাবেন। এটা ভি আই পি এনক্লোজার।'

'কিন্তু এটাই কি ওঁর অফিসে যাওয়ার একমাত্র পথ?'

'না। ওপাশে চার্চের দিক দিয়ে সাধারণ কর্মচারী আর পাবলিকের জন্যে যে গেট রয়েছে সেদিক দিয়ে উঠেও মন্ত্রীমহলে ঢোকা যায়। কিন্তু কোনও মন্ত্রী ওই পথ ব্যবহার করেন না।'

'কেন?'

'নিরাপত্তার কারণে। তাছাড়া সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে এক লিফটে মন্ত্রীর পক্ষে আসা-যাওয়া করাও শোভন নয়, তাই।'

লোকটার কথা শুনে স্বপ্নেন্দু এমনভাবে তাকাল যে এমন আজব কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি। ঠিক সেই সময়ে একটা গাড়ি সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াতেই রক্ষীরা দরজা খুলে দিল। তথ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে লিফটে উঠে গেলেন। লিফট ওপরে চলে গেল। আর ওঁর এখান দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি পুলিশ সোজা হয়ে স্যালুট করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অফিসার বললেন, 'দেখলেন তো, স্যার এই এলেন। কী নাম যেন আপনার?'

স্বপ্নেন্দু নাম বলল। ভদ্রলোক একটা লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'মুশকিলে ফেললেন। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এগারোটায়। এগারোটা পাঁচে একজন অধ্যাপক ঢুকবেন। ভদ্রলোক আধঘন্টা আগে থেকে বসে আছেন এখানে। এখন এগারোটা দশ। উনি কি আর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন?'

'আমার বিশ্বাস, করবেন।'

'উনি যে আপনাকে চেনেন তা তো মনে হল না।' অফিসার একটি স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যান।'

দশ মিনিট বাদে তথ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন।

'আসুন স্বপ্নেন্দু, কী খবর বলুন?'

'আমি একটা আবেদন করেছিলাম—!'

'ও! আপনার সেই স্বপ্নের ছবি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন আমরা ছবি তৈরির ব্যাপারে কোনও অনুদান দিচ্ছি না। এমনিতে প্রচুর টাকা আটকে আছে। নতুন কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আশ্চর্য!' স্বপ্নেন্দু না বলে পারল না।

'কেন?' তথ্যমন্ত্রী হাসিমুখে তাকালেন।

'আমি কি ধরে নেব এই সরকার শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহী নয়? সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা অসম্ভব জেনেও এই সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? বেশ জোরের সঙ্গে বলল স্বপ্নেন্দু।

তথ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, 'আপনার বিষয় কি?'

'ভালমানুষ মন্দমানুষ।'

'এটা তো হিন্দি সিনেমার সাবজেক্ট।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত হল, 'মাননীয় মন্ত্রীমশাই, আমাকে যাঁরা দীর্ঘকাল জানেন তাঁরা কখনই তথাকথিত ব্যবসায়িক ছবি আমার কাছে আশা করেন না। আমার ভাবনাচিন্তা ওসব থেকে লক্ষ মাইল দূরে। আর মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর জানা উচিত হিন্দি ভাষায় এখন এমন সব ছবি তৈরি হচ্ছে যার মান নিঃসন্দেহে অনেক ওপরে। আমার বিষয় ভালমানুষ মন্দমানুষ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একইসঙ্গে এই দুজন বেঁচে থাকে। আমার চেষ্টা হবে ভালমানুষটিকে খুঁচিয়ে বের করা। মানুষের ধর্ম হল অন্যকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করা। একজন ভয়ঙ্কর হলে আর একজন বেশি ভয়ঙ্কর হতে চায়, একজন কোনও ভাল কাজ করলে আর একজন একটু বেশি ভাল হওয়ার চেষ্টা করে। তাই আমার ছবি দেখলে জনসাধারণের মানসিক উন্নতি হতে বাধ্য যা দেশের উপকারে আসবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন তাঁরা আর ছবি প্রোমোট করবেন না। এত বড় দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া কি উচিত হয়েছে? ছাত্রাবস্থা থেকে আমরা বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। মাননীয় মন্ত্রীর অতীত ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। অথচ এখন, এখানে এসে জানলাম, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা জনসাধারণের জন্যে যে প্রবেশপথ এই বাড়িতে ঢোকার জন্যে আছে তা ব্যবহার করেন না। কারণ তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং জনসাধারণের থেকে আলাদা হবার মর্যাদা থাকে না। ঘটনাটা আমাকে দুঃখিত করেছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যেই শিল্পসংস্কৃতি সম্পর্কে আপনারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

তথ্যমন্ত্রী মুচকি হাসলেন, 'বাঃ। চমৎকার। কিন্তু আপনাকে টাকা দিলে আমাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আপনার কোনও ইতিহাস নেই। ফিল্ম সোসাইটির কিছু পত্রিকায় বিদেশি পরিচালকের ছবি নিয়ে কয়েকটা লেখা আপনি লিখেছেন। কলকাতার বিখ্যাত চিত্র এবং নাট্য পরিচালকের বাড়িতে আপনার যাওয়া আসা আছে, এটা যোগ্যতার নিরিখ হতে পারে না।'

'একথা সত্যজিৎ রায়কেও শুনতে হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগে।'

এবার তথ্যমন্ত্রী হেসে ফেললেন, 'আপনি ঠিক আগের মতো আছেন। ঠিক আছে। আমি নিয়ম ভাঙব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'বলুন।'

'আপনাকে পুরো চিত্রনাট্য লিখে জমা দিতে হবে।'

'তার মানে আমার পরীক্ষা নেওয়া হবে?'

'সেটাই উচিত কিন্তু ওসব কিছু করা হবে না। আমি শুধু দেখতে চাই আপনি পুরো চিত্রনাট্য লিখেছেন। ওটা পেলেই বাজেট দিতে বলব।'

'এই মত পরিবর্তনের জন্যে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'তাহলে আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন চিত্রনাট্য নিয়ে চলে আসুন।' তথ্যমন্ত্রী অন্য একটি ফাইল টেনে নিলেন।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসার বললেন, 'আপনি কি ওঁকে ছবি করতে টাকা দেবেন স্যার?'

'কেন?' তথ্যমন্ত্রী বিরক্ত হলেন।

'ওই যে চিত্রনাট্য নিয়ে এলেই টাকা দেবেন বললেন।'

'হুঁ। কারণ ওঁর পক্ষে কোনওদিন একটি ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য লেখা সম্ভব হবে না। হয়তো আগামীকাল অন্য চিন্তা ওঁকে পেয়ে বসবে, আজকেরটা বাতিল করে দেবেন। এ নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই।'

'কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে আনতে তো পারেন।'

'না, পারেন না।' তথ্যমন্ত্রী বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আমি ওঁকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি। ওঁর একমাত্র সম্বল হল আত্মসম্মান।'

মনমেজাজ বেশ ভাল হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে দুটো হাতের মুদ্রায় ক্যামেরার আদল এনে সে ডালহৌসি স্কোয়ারটাকে ধরতে চাইল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে। এইসব বাড়িগুলোর বেশিরভাগ ব্রিটিশদের তৈরি। সেদিন ব্রিটিশ কাউন্সিলে একটি পত্রিকায় লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারের ছবি দেখছিল। স্কোয়ারের চারপাশের বাড়িগুলোর সঙ্গে এদের বেশ মিল আছে। যদি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ জিতে যেতেন, যদি ক্লাইভকে বেধড়ক মেরে মোহনলালরা সমুদ্রে ফেলে দিত, যদি মীরজাফররা বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে কী হত? এই বাড়িগুলো তৈরি হত না। জিপিও, রাইটার্স বিল্ডিং, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকত না। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যেত অনেক অনেক বছর আগে। অসম বাংলা বিহার মিলে একটা রাষ্ট্র হত। পাকিস্তান শব্দটা যেহেতু কেউ জানতে পারত না তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায়োজন হত না। আমরা সবাই সিরাজের বংশধরদের অধীনে হয়তো থাকতাম অথবা থাকতাম না। তবে যেহেতু চীনে মার্ক্সবাদ ঢুকেছিল তাই এদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। মাথাটা ধরে গেল স্বপ্নেন্দুর। আড়াইশো বছর আগে ব্রিটিশরা এদেশ দখল করেছিল। ওদের ওপর আমাদের বিপ্লবীদের রাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রদীপটি নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। যার আলোকে আমাদের গোটা উনবিংশ শতাব্দী আলোকিত। সিরাজের বংশধররা যা দিতে পারেনি ব্রিটিশরা তা এদেশের মানুষকে দিয়ে গেছে। ওই যে বলে না, সব কিছুর একটা ভাল দিক আছে। অত্যন্ত খারাপ থেকেও মঙ্গলময় ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ইতিহাসে যারা বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আমরা হয়তো এখনও একশো বছর পিছিয়ে থাকতাম।

হাতের মুদ্রার কল্পিত ক্যামেরায় জিপিও-র বাড়িটাকে ধরল স্বপ্নেন্দু। আহা কী নির্মাণ! স্বাধীনতার পর এই ধরনের আর একটি বাড়িও তৈরি হয়নি। আচ্ছা, একটা তথ্যচিত্র তৈরি করলে কি রকম হয়! এখনও ব্রিটিশদের তৈরি যেসব বাড়ি অথবা সেতু কিংবা স্মৃতিস্তম্ভ পশ্চিমবাংলার বুকে ছড়িয়ে আছে যার শিল্প-লাবণ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না তাদের নিয়ে তথ্যচিত্র! হ্যাঁ, অনেকে বলবে এটা করে ব্রিটিশদের চাটুকারিতা করা হবে। কিন্তু যা সত্যি তা বললে চাটুকারিতা করা হবে কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে তো ভেঙে ফেলা হয়নি, তাকে আলো দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পর্যটকদের দেখানো হয়। সেটা চাটুকারিতা নয়? তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে হত!

'দাদা, কী দেখছেন?'

হাত নামিয়ে স্বপ্নেন্দু দেখল দুজন মাঝবয়সী লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছেন সে কী দেখছে! স্বপ্নেন্দু বিড়বিড় করে বলল, 'ব্রিটিশ!'

'ব্রিটিশ? তারা তো সাতচল্লিশ সালে চলে গিয়েছে।'

'অত সহজে কি চলে যাওয়া যায়? ওই যে জিপিও-টা দেখছেন, ওটা ব্রিটিশদের তৈরি। অতএব ওই বাড়িতে ওদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।

স্বপ্নেন্দু হাসল।

দ্বিতীজন হাসল, 'ঠিক বলেছেন দাদা। এই যে তোমার নাম হারাধন মিটার মিটার কখনও বাঙালির টাইটেল হয়? তোমার মধ্যে ব্রিটিশরা বেঁচে আছে।' লোকটা খুক খুক করে হাসল।

'আমার মধ্যে ব্রিটিশ?' প্রথমজন বেশ ঘাবড়ে গেল।

এই সব কথার মধ্যে তৃতীয় লোকটি জুটে গেল। ওরা আলোচনা করতে লাগল কি কি জিনিসের মধ্যে ব্রিটিশরা রয়েছে। খবরের কাগজ, রেসকোর্স, ট্রাম, সিনেমা থেকে শুরু করে লিস্টটা এত বেড়ে যাচ্ছিল, সেইসঙ্গে লোকের সংখ্যাও, স্বপ্নেন্দুর মনে হল তথ্যচিত্রটা বানানোর কোনও মানে হয় না। সবই যখন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে তখন দু-চারটে বাড়ি বা ব্রিজ দেখিয়ে লাভ কি! বরং একজন বঙ্গসন্তানের ছবি তুলে নিচে ক্যাপশন লিখে দিলেই হল, ইনি ব্রিটিশদের সন্তান, ভারবর্ষে বাস করেন।

ভিড়টাকে পেছনে রেখে সে একটা খালি বাসে উঠে পড়ল। সিট খালি পেতেই বসে ভাবতে লাগল, চিত্রনাট্য লিখতে হবে, 'ভালমানুষ মন্দমানুষ।'

ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার উল্টোদিকে সামান্য হাঁটলেই ডানদিকের গলিতে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই রাস্তাটা, এখন প্রায় পৃথিবী বিখ্যাত। প্রতিটি দিন সিনেমা-দেখিয়ে দেশগুলো থেকে প্রচুর চিঠি ম্যাগাজিন পিওন বয়ে দিয়ে যায় একটি বাড়ির বিশেষ লেটার বক্সে। সাদা চামড়ার গুণী মানুষদের দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে পাড়ার বাসিন্দারা। ওই বাড়ির একজন বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে তাঁরা খুব গর্ববোধ করেন। এখন বয়স হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর কোন ক্লান্তি নেই। দোতলায় উঠে তাঁর বন্ধ দরজার গায়ে লাগানো বোতাম টিপল স্বপ্নেন্দু। টিপে স্মার্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু বাদেই ভদ্রলোক দরজা খুললেন। চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ও তুমি! কী ব্যাপার? এসো, ভেতরে এসো।'

স্বপ্নেন্দু ঢুকলে দরজা বন্ধ করে তিনি নিজের গদিমোড়া চেয়ারে গিয়ে বসলেন, 'অনেকদিন দেখা নেই, খুব ভাবছিলে বুঝি?

স্বপ্নেন্দু উল্টোদিকের চেয়ারে বসে চিবুকে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'হ্যাঁ। একটা চিত্রনাট্য নিয়ে খুব ভাবছি। আসলে টানা গল্প আমি বলতে চাই না। ইন ফ্যাক্ট টানা গল্প বলার রেওয়াজ শুরু হয়েছে এই সেদিন। গুহাচিত্রগুলোতে দেখবেন মানুষ কত কম ছবি এঁকে কত বেশি কথা বলেছে। সেই বলাটা আবার দর্শকরা শুনে নিয়েছে যে যার মতন করে। ফ্যান্টাস্টিক। আরব্য রজনী অনেক স্থূল, কিন্তু রোজ রাত্রের যে গল্প শুরু হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রে তা পরের দিন কনটিনিউ করা হয়েছে। এসব খুব সিরিয়াস ব্যাপার।'

'তা তো বটেই।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'আপনাকে একটা ভাল খবর দিতে এলাম।'

'কিরকম?'

'ছবি করছি।'

'তাই? গুড। ভেরি গুড।'

'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবির জন্যে টাকা খরচ করতে রাজি ছিল না, ভাবতে পারেন? আজ রাইটার্সে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তথ্যমন্ত্রী রাজি হয়েছেন!'

'বাঃ। তবে তো কোনও চিন্তাই নেই।'

'কি যে বলেন? চিত্রনাট্য না জমা দিলে টাকা দেবে না। বার্লিন আর কান ফেস্টিভ্যালে এন্ট্রি নিতে হলে ছবি শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমার মাথায় চিত্রনাট্যটা

টুকরো টুকরো করে পাক খাচ্ছে, পুরো পেশ্ নিচ্ছে না। এটাই হয়েছে মুশকিল।' গোমড়া মুখে বলল স্বপ্নেন্দু।

'লিখে ফ্যালো। যা আসছে তাই লেখো। লেগে পড়ো।'

'মুশকিল হল, আমি ওই সিস্টেমটার বিরোধী। চিত্রনাট্য একবার কাগজে কলমে লিখে ফেললে সেটাকেই ফলো করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। চেষ্টা করলেও আপনি মেজর চেঞ্জ করতে পারবেন না। আপনার চিত্রনাট্য তো আমি দেখেছি। ছবি এঁকে ডায়ালগ বসিয়ে এমন করে রাখেন যে ফ্লোরে আপনাকে যে জানে সে-ও পরিচালনা করতে পারবে ওই চিত্রনাট্য অনুযায়ী। এটা ফেয়ার নয়। প্রতি মুহূর্তে মেঘ শেপ নিচ্ছে আর ভাঙছে, সমুদ্র ঢেউ তুলছে আবার ছিটকে যাচ্ছে। মানুষের থট-প্রসেসও তাই। অসীমের মতো। সীমার মধ্যে বাঁধলে কিরম সাজানো সাজানো মনে হয়। আচ্ছা, আপনার নিজের ছবিকে মাঝে মাঝে সাজানো মনে হয় না?' পরম বিশ্বাসে স্বপ্নেন্দু তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু ওরা তো চিত্রনাট্য না পেলে টাকা দেবে না বললে। টাকা না পেলে ছবি হবে কি করে?'

'ওইটেই তো মুশকিল। আমি এখন যা ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্য লিখলাম, ঠিক শুটিঙের সময় মনে হতে পারে এর উল্টোটা করলে আরও ভাল হবে। তখন? কিন্তু উপায় নেই, লিখতেই হবে। ওই রকম বাঁধাধরা গত-এ বেঁচে থাকতে একদম ভাল লাগে না, জানেন! আবার যে সাবজেক্টটা এখন ভাবছি, কাল সকালে যদি মনে হয় ওটা ঠিক অ্যাপিল করছে না তখন কি করব?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'এটা একটা কঠিন সমস্যা। যাক গে, অন্য কথা বলো। কফি হাউসের খবর কি? ওখানকার বোদ্ধারা কে কেমন ভাবছে?'

'ভাবছে তো সবাই কিন্তু, যাক গে, চলি!'

'আরে, এই তো এলে! তুমি সেই আমেরিকান কাগজটাকে চিঠি লিখেছ?'

'হ্যাঁ। আমি লিখে দিয়েছি আপনার ওপর লেখার অথরিটি ভারতবর্ষে আমি ছাড়া কারও নেই। কথাটা সত্যি কি না তা আপনার কাছ থেকে কনফার্ম করে নিতে বলেছি। ও হ্যাঁ, একটা চিঠি লিখে দিন তো, এই ঠিকানায়,' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু, 'এই ফরাসি প্রকাশকরা আপনার ওপর দু-দুটো বই ছেপেছে। কপি দরকার। আপনাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে কিন্তু সেগুলো আমি নেব না।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'তুমি ফরাসি ভাষা জানো?'

'ও আমি ম্যানেজ করে নেব।'

ভদ্রলোক নিজের প্যাডে দুটো লাইন লিখে দিলেন ইংরেজিতে। শ্রীমান স্বপ্নেন্দুকে বই পাঠালে তিনি খুশি হবেন। সে তাঁর ওপর লেখার কথা ভাবছে।

কাগজটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কিছু ভাবছেন?'

'বয়স হচ্ছে হে। চট করে কি ভাবনা মাথায় আসে!' উনি হেসে উঠলেন।

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে গেলে পরিচালক দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

'কিসের কি ব্যাপার?'

'তুমি এই ছেলেটাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন?'

নিজের চেয়ারে বসে পরিচালক বললেন, 'আমার কাছে যারা আসে তারা শুধু প্রশংসাই করে যায়। আমি যা বলি তাতেই সায় দেয়। এর মাথায় ওসব নেই। ও যা ভাবে তাই বলে। শুনে মাঝে মাঝে আমি ঘাবড়ে যাই।'

'কিন্তু একমাত্র ওকেই তুমি তোমার ওপর লেখার অধিকার দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে কি?'

'ও সমস্ত পৃথিবীর যেখানে আমার ওপর কিছু লেখা হয়েছে তাই উদ্যোগী হয়ে সংগ্রহ করছে। বেশ কয়েক হাজার টাকার বই পেয়ে গেছে ইতিমেধ্য।'

'ওরকম উদ্ভট যে ভাবে সে কি লিখবে?'

'সেই জন্যেই তো ওকে দায়িত্ব দিয়েছি।'

'তার মানে?'

'দু'লাইন লিখেই ওর মনে হবে ঠিক হল না। অথবা কথাগুলো কেউ আগে লিখে ফেলেছে, আবার শুরু করা দরকার। কোনওদিনও অর্ধেকটাও শেষ করতে পারবে না ও। অতএব লেখাটা জীবনেও শেষ হবে না। সেই জন্যেই দায়িত্ব দিয়েছি ওকে। কারণ ওর লেখা কখনও কোনও কাগজে ছাপার সুযোগই পাবে না। চা দাও।' পরিচালক আবার বই টেনে নিলেন।

সাতদিন ঘর থেকে নামমাত্র বের হল স্বপ্নেন্দু। চা আর দুবেলা খাওয়া ছাড়া বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনও যোগাযোগ রাখল না সে। এখন তার ধ্যানজ্ঞান হল চিত্রনাট্য লেখা। কিভাবে চিত্রনাট্য লিখতে হয় সেইসব প্রাথমিক শিক্ষা বহু বছর আগেই হয়ে গেছে তার। বিখ্যাত চিত্র নির্মাতাদের ছাপা চিত্রনাট্য আর ফিল্ম সোসাইটিগুলোর দেখানো বিদেশি ছবিগুলোর দৌলতে ও বিষয়ে তার কোন ঘাটতি নেই। সে কেবলই নিজেকে বলে যাচ্ছিল, ওঠো স্বপ্নেন্দু, জাগো। এই তোমার সামনে অপূর্ব সুযোগ। বাঙালি বাঙালি না করে এমন একটা ছবি তৈরি করো যা মানুষের ভিত কাঁপিয়ে দেবে। যে ছবি বোঝার জন্যে বাংলা ভাষা জানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পাতার পর পাতা গোল্লা পাকিয়ে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা ছাড়া তার কাজ একটুও এগোচ্ছিল না। ভালমানুষের মুখ কার মতো হবে? যীশুর মতো, বুদ্ধের মতো, চৈতন্যদেবের মতো নাকি রামকৃষ্ণের মতো? সে মনস্থির করতে পারছিল না। ওইসব মুখ তো মহামানুষের, মানুষের নয়। একজন সাধারণ মানুষ, সে অলস অথবা পরিশ্রমী যে কোনও একটা হতে পারে। মনমেজাজ অনুযায়ী অবিভাক্তির হেরফেরে চরিত্র বদলে যায়। শিক্ষা মুখে পালিশ আনে এই মাত্র। কিন্তু লোভ অথবা অন্যান্য বৃত্তিগুলোকে দমন করার কায়দা যেহেতু মানুষ শিখে ফেলেছে তাই অভিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে সে সমর্থ। অতএব মন্দমানুষও ভালমানুষ সেজে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। দারুণ বিপাকে পড়ল স্বপ্নেন্দু।

এই বাড়িটা স্বপ্নেন্দুর পূর্বপুরুষ বানিয়েছিলেন। তাঁরা এখন অতীত। স্বপ্নেন্দুর ভাই অথবা বোন নেই। এমনকি তার মায়ের বাপের বাড়ির চেহারাও একই রকম। তার মা একমাত্র মেয়ে। মায়ের বাবা মা পূর্ববাংলা থেকে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিলেন ছিন্নমূল হয়ে। এদেশে ঠিকমতো বসতে না বসতেই তাঁদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। যেহেতু ভাড়া বাড়িতে ছিলেন তাই কোনও সম্পত্তি রেখে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর স্বপ্নেন্দুর বাবা মায়ের-মাকে এ বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। কৈশোর পর্যন্ত সেই বৃদ্ধাকে স্বপ্নেন্দু দেখেছে। স্বপ্নেন্দুর বাবা মারা যান ওর সতেরো বছর বয়েসে।

ভদ্রলোক কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে আর এই বড় বাড়িটির অনেকাংশ ভাড়া দিয়েছিলেন। তিনি নাকি আইনজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কিছু বই ছাড়া তার কোনও প্রমাণ স্বপ্নেন্দু পায়নি। সেকালের কলকাতায় গরিব আইনজ্ঞ খুব কম দেখা যেত। স্বপ্নেন্দুর বাবা তাঁদের একজন। ষাট থেকে একশো টাকা ভাড়ায় যে পাঁচ ঘর ভাড়াটে এই বাড়িতে বাস করে তারা নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে। মা জীবিত থাকাকালীন ওই টাকায় দিব্যি চলে যেত বলে পড়াশুনা, আলোচনা আর স্বপ্ন দেখার জগতে স্বপ্নেন্দু আরামসে থাকতে পেরেছিল। প্রথমে নাটক, পরে চলচ্চিত্র তার প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। অতিরিক্ত পড়াশুনা তাকে এমন আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল যে প্রকৃত জ্ঞানীগুণী মহলে সে অবলীলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারত। তাঁর মতে দু'তিনজনের বাইরে কেউ নাটক প্রযোজনা করতে পারেন না আর চলচ্চিত্রকার হিসেবে সে একজনকেই প্রবল শ্রদ্ধা করত। এই ব্যাপারটা অনেককেই বিস্মিত করতে পারত। ওরকম ব্যক্তিত্ববান চলচ্চিত্র পরিচালক যাঁকে সমস্ত বিশ্ব শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর কাছে পৌছে নিজের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা স্বপ্নেন্দু অর্জন করল কী করে? যেহেতু কথা বলা ছাড়া স্বপ্নেন্দুর কোনও সৃষ্টি নেই তাই তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার লোকের অভাব শহরে ছিল না। অবশ্য এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার ছিল না।

এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে স্বপ্নেন্দুকে যে খুব বিচলিত করছে বলা চলে না। সিগারেট ছাড়া তার কোনও নেশা নেই। মাঝেমধ্যে মদ খেয়ে সে দেখেছে। মদ্যপান করলে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা লোপ পায়। ভাবনাচিন্তা করা যায় না। অতএব মদ সম্পর্কে কোনও আকর্ষণ তার তৈরি হয়নি। ছাত্রাবস্থায় সে গাঁজা খাওয়ার কথা খুব ভাবত। গাঁজার নেশায় মানুষ নাকি অদ্ভুত সব কল্পনা করতে পারে। সাধুসন্ন্যাসীরা যখন ওই দ্রব্য সেবন করেন তখন গাঁজা খাওয়াতে কোনও অন্যায় থাকতে পারে না। সতেরো বছর বয়সেই মাকে ওই ইচ্ছার কথা জানায়। ভদ্রমহিলা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'সেকি? তুই গেঁজেল হবি?'

গেঁজেল শব্দটা কানে খট্ করে লেগেছিল। তাদের পাড়ার দু'জন প্রসিদ্ধ গেঁজেল ছিল। দু'জনের শরীর শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল, গালদুটো চিপসে গিয়ে হনু বেরিয়েছিল। তাদের চোখ সবসময় টকটকে থাকত। দু'জনেই একটা দোকানে বসে বিড়ি বাঁধত। স্বপ্নেন্দু বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করেছে ওরা পুতুলের মত বিড়ি বেঁধে যায়। হাতদুটো নড়াচড়া করছে যন্ত্রের মতো, শরীর স্থির। একদিন এক গেঁজেলকে একা পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা গাঁজা খাওয়ার পর আপনি স্বপ্ন দ্যাখেন?' লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল। আগ্রহী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী ধরনের স্বপ্ন?' লোকটা ফিক্ করে হেসে বলেছিল, 'আমি বেশ লম্বা হয়ে শুয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছি। লোকজন কাঁধে করে মালা পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাস্তাটা ফুরোচ্ছে না।'

গাঁজা সম্পর্কে আগ্রহ সেদিনই চলে গিয়েছিল। তার অনেক পরে স্বপ্নেন্দু জানতে পারল এল এস ডি নামে একটা ট্যাবলেট আছে যা খেলে দারুণ দারুণ স্বপ্ন দেখা যায়। সে-সময় ড্রাগবিরোধী আন্দোলন তেমনভাবে শুরু হয়নি। ড্রাগের এমন বাহারি মেনু তখন তৈরি হয়নি। এল এস ডি ইউরোপ আমেরিকার নব্য প্রজন্ম বোহেমিয়ান হয়ে যাচ্ছে বলে একটা ধারণা চাউর হয়েছিল। কলকাতায় যেসব হিপিদের দেখা যেত তাদের কাছে নাকি এর এস ডি থাকত। ব্যাপারটা স্বপ্নেন্দুকে এত আগ্রহী করল যে সে এল এস ডি সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠল। যেসব আড্ডায় সে যেত সেখানে কথাটা পেড়ে লক্ষ্য করল কেউ হদিস জানে না। বাংলা মদের ঠেক জানা যত সহজ ঠিক তত কঠিন হয়ে দাঁড়াল এল এস

ডি-র সন্ধান। খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল খিদিরপুরের পুলিশ একটি চক্র ভেঙে দিয়েছে যারা শুকনো নেশা করত। খবরটা পড়ে স্বপ্নেন্দু ক'দিন খিদিরপুর অঞ্চলে ঘোরাফেরা করল। নেশার সন্ধানে আসা উটকো লোককে নেশাগ্রস্তরা পুলিশের লোক বলে মনে করে। অনেক নাজেহাল করার পর একজন তাকে নিয়ে গেল খিদিরপুর ব্রিজের নিচে যেখানে সবরকমের নেশার জোগান আছে। গাঁজা আফিঙ চরস থেকে চোলাই মদের জন্যে যারা ওখানে যায় তাদের কাছে এল এস ডি-র কোনও প্রয়োজন হয় না। স্বপ্নেন্দু হতাশ হল। এই কলকাতা শহরে ওই বস্তুটি রয়েছে অথচ সে তার হদিস পাচ্ছে না, অদ্ভুত যন্ত্রণায় সে ভুগছিল।

এক দুপুরবেলায় গ্রান্ড হোটেলের নিচে বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিনেমা বিষয়ক একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টাছিল। তখন বেশ গরম। রাস্তায় লোকজন কম। স্বপ্নেন্দুর স্নান-খাওয়া হয়নি। তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। হঠাৎ সে শুনল সবুজ হাতকাটা গেঞ্জি আর ময়লা পাজামা এবং হাওয়াই চটি পরা একটা হিপি গোছের লোক তাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সাদার স্ট্রিট, সাদার স্ট্রিট?'

লোকটা শহরে নতুন বুঝে সে কিভাবে যেতে হবে বলতে গিয়ে মত পাল্টাল। এই হিপিটা এল এস ডি-র খবরাখবর রাখতে পারে। সে হেসে বলল, 'কাম উইদ মি।'

লোকটি একমুখ লালচে দাড়ি, কাঁধে একটি ত্রিপলের ব্যাগ, পাশে হাঁটতে লাগল। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এসেছ কলকাতায়?'

'কাল সন্ধেবেলায়। এখান থেকে বেশি দূরে হবে না, তাই না?'

'না। কাছেই। তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'সান্‌ফ্রানসিসকো।'

'আমার নাম স্বপ্নেন্দু।'

'আমি এড। কলকাতা বেশ ভাল শহর।'

'ধন্যবাদ। আমি শুনেছি সান্‌ফ্রানসিসকো নাকি খুব সুন্দর শহর।' স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি যদি কোনওদিন সিনেমা করতে পারি তাহলে একবার তোমাদের শহরে যাব।'

'ওখানে যাওয়ার জন্যে সিনেমা করতে হবে কেন?'

'সিনেমার পরিচালকদের তো নেমন্তন্ন করে নিয়ে যায়। এখনি যাওয়ার টাকা কোথায় পাব? আমরা তো তোমাদের মতো বড়লোক নই।'

এড হাসল, 'বড়লোক হলে দেখবে সব আছে সুখ নেই।'

লিন্ডসে স্ট্রিট হয়ে গ্লোবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ফাস্টফুডের দোকান থেকে তিন প্যাকেট খাবার চাইল এড। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আঠারো টাকা লাগবে। আছে তো?'

এড তার পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা বের করল তা এক করলে চৌদ্দ টাকা হয়। এড একটু অসহায় ভঙ্গিতে ভাবতে লাগল কি করবে। স্বপ্নেন্দু পকেট থেকে আরও দশ টাকা বের করে এগিয়ে দিল, 'চার প্যাকেট দিয়ে দাও।'

এড বলল, 'চার প্যাকেট নিয়ে কি হবে?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'এক প্যাকেট আমার জন্যে। আমারও ক্ষিদে লেগেছে।'

এড বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি আমার কাছে চার টাকা পাবে।'

সদর স্ট্রিটে পড়ে এড চিনতে পারল। বাঁ দিকে খানিকটা যাওয়ার পর ডান দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল সে। দু'পাশের বাড়িগুলো বেশ পুরনো, স্যাঁতস্যাঁতে। এখানে কোনও বাঙালি বাস করে না। কয়েকটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাচ্চা গলিতে ক্রিকেট খেলছে চিৎকার

করে। একটা নোনা ধরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এড বলল, 'দোতলায় আমরা আছি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খেতে চাও তাহলে ভাল হয়, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি।'

বাড়ির ভেতর ঢুকে বেশ হতবাক হয়ে গিয়েছিলে স্বপ্নেন্দু। মাঝারি সাইজের ঘর ঠিক কতগুলো আছে বোঝা মুশকিল কিন্তু প্রতিটি ঘরে বিদেশি বিদেশিনীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সদর দরজার বাঁ দিকের ছোট্ট অফিসঘরের সামনে নো ভ্যাকান্সি বোর্ড ঝুলছে। একটি বিশালদেহী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসে বসে আছে। দোতলার একটি বন্ধ দরজায় নক করল এড। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দাঁড়াল একটি মেয়ে যার পরনে খাটো প্যান্ট আর ব্লাউজ। এরকম পোশাকের মিলন এই প্রথম দেখল স্বপ্নেন্দু। মেয়েটি বেশ রাগত গলায় অদ্ভুত উচ্চারণে যে ইংরেজি বলল তার কিছুটা বুঝল স্বপ্নেন্দু। এত দেরি করে ফিরেছে এড যে ওরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। ঘরের ভেতর দুটো তক্তপোশ বিছানা পাতা। তার একটিতে যে মেয়েটি বসে আছে সে বয়সে বেশ ছোট। তার পরনে লুঙ্গি আর সাদা গেঞ্জি যা ক'দিন কাচা হয়নি।

এড হাতের প্যাকেট দেখিয়ে বলল, 'আমি রাস্তাটা একটু গুলিয়ে ফেলেছিলাম। ইনি না থাকলে আরও দেরি হত। তোমাদের জন্যে লাঞ্চ এনেছি।'

বড় মেয়েটি বেশ রেগে ছিল। একই ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা যেন তোমার জন্যে বসে আছি। হ্যাম আর রুটি কিনে এনেছি, সঙ্গে বিয়ার। তা একে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?'

এড বলল, 'ওর নাম, কি নাম যেন?' মনে করতে না পেরে সে স্বপ্নেন্দুকে জিজ্ঞাসা করল। স্বপ্নেন্দুর এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। তাকে দেখে মেয়েটি যে বিরক্ত তা খোলাখুলি প্রকাশ করেছে। এরপর তার থাকা উচিত নয়। ওর মনের কথা আন্দাজ করে এড বলল, 'টিনার কথায় কিছু মনে মনে কোরো না, রেগে গেলে ও ওরকম কথা বলে। নামটা বলো!'

স্বপ্নেন্দু নিজের নাম বলে ইংরেজিতে তার মানে বুঝিয়ে দিল।

এবার খাটে বসা বাচ্চা মেয়েটা বলে উঠলো, 'ওয়েলকাম মিস্টার ড্রিম।'

সঙ্গে সঙ্গে টিনা বলল, 'ও বলল স্বপ্নেন্দু চাঁদ, স্বপ্ন নয়।'

এড বলল, 'ঠিক আছে, চাঁদ বলা যাক। চাঁদ আমার কাছে চারটে টাকা পায়। এগুলো কিনতে কম পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ওর খিদে পেয়ে গেছে। এসো শুরু করা যাক।'

টিনা একটু শান্ত হয়ে প্যাকেট খুলল। দুটো খাটের মাঝখানের মেঝেতে ওরা বসে পড়তেই স্বপ্নেন্দু একপাশে জায়গা করে নিল। খেতে খেতে এড বলল, 'তোমরা জেনে খুশি হবে চাঁদ ভবিষ্যতে সিনেমার পরিচালক হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েটি চোখ বড় করল খাবার মুখে নিয়ে। গিলে ফেলে বলল, 'তাই? ওঃ। আমাকে তুমি নায়িকা করবে? কিন্তু জামাকাপড় খুলতে পারব না, আগেই বলে দিলাম।'

টিনা ধমকাল, 'এই লিজা! চুপ!'

খেতে খেতে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি সবাই সানফ্রানসিসকো থেকে এসেছ?'

লিজা বলল, 'না। আমি আসছি বাফেলো থেকে আর টিনা পিটসবার্গ থেকে। হিথরো এয়ারপোর্টে আমাদের আলাপ হয়। শি ইজ সো নাইস!' বলে বাঁ হাতটা টিনার মুখে বুলিয়ে দিল। টিনা আদুরে হাসি হাসল।

এড বলল, 'আসলে ওদের একজন কুলি কাম বডিগার্ড দরকার ছিল। আর সেই সময় আমিও হিথোরোতে নেমেছিলাম। দেখেশুনে ওরা আমাকে পাকড়াও করল।'

টিনা বলল, 'ব্যস, আমরা তিনজনের একটা দল হয়ে গেলাম।'

লিজা বলল, 'তুমি মোটেই আমাদের কুলি নও। আমাদের মাল আমরাই বই। বডিগার্ডের প্রয়োজন নেই, থাকলে একা একা বাড়ি থেকে বের হতাম না। পুরুষ মানুষের প্রয়োজন যে জন্যে তাও তোমার কাছে আমরা চাইনি। আমি আর টিনা খুব ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছি, ওসব প্রয়োজন দরকার পড়ে না। তবে তুমি লোকটা ভাল, তাই সঙ্গে আছ।'

টিনা চোখ পাকাল, 'লি-জা?'

লিজা ভালোমানুষের মুখ করল, 'কি?'

টিনা বলল, 'তুমি এমন করে বললে যেন এডের সঙ্গে ভাজা মাছ উল্টে খাওনি! যখন বলছ, পুরোটা বলো।'

লিজা হাসল, 'সে তো ও বেচারার মুখ দেখে যখন কষ্ট হয় তখন। ওয়েল, স্বীকার করছি, আমি বাই।'

খাবার খেয়ে একই বোতল থেকে বিয়ার খেল ওরা। বিয়ার খুব তেতো লাগে স্বপ্নেন্দুর। এর আগে একবার কোন একটি পিকনিকে গিয়ে এক ঢোঁক খেয়েছিল সে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর এত জল তেষ্টা পেয়েছিল যে সে টিনার বাড়ানো বোতল নিতে দ্বিধা করল না। তিতকুটে তরল পদার্থ দু ঢোঁক গলায় চালান করে সে যেন কিছুটা আরাম পেল।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওদের দিকে এগিয়ে ধরতেই মেয়েরা মাথা নাড়ল। লিজা বলল, 'নো স্মোকিং প্লিজ।'

এড বলল, 'আমরা বেনারসে চরস খাওয়া চেষ্টা করেছিলাম। খুব বর্বর ব্যাপার। নেশা যদি আলতো আরামে না করা যায় তাহলে মজা কোথায়?' সে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা ব্যাগের তালা খুলতে লাগল।

টিনা জিজ্ঞাসা করল, 'কী করছ?'

এড বলল, 'চাঁদকে টানা দিতে হবে।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'সরি। এই যে তোমরা এতক্ষণ একসঙ্গে খেলে, গল্প করলে আমি তোমাদের বন্ধু হিসেবে নিয়েছি। এরপর যদি সামান্য চার টাকা শোধ করতে চাও তাহলে আমি খুব অপমানিত বোধ করব।'

টিনা হাত নাড়ল, 'ও ঠিক বলেছে। চলে এসো। চাঁদ, তুমি এখন কি করবে? কোথাও যাওয়ার আছে? কোনও কাজ?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না। আমি একটু ভাবব।'

'ভাববে? মানে?'

'ওয়েল, আমি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করি। ঘুমিয়ে পড়লে তো স্বপ্ন দেখবই এমন কোনও স্থিরতা নেই। গত এক সপ্তাহে ঘুমিয়ে আমি একটাও স্বপ্ন দেখিনি। তাই জেগে জেগে দেখার চেষ্টা করি।'

'কি রকম?' টিনার আগ্রহ বাড়ছিল।

'আমি একটা ছোট বৃত্ত কল্পনা করে নিই। বৃত্তের বাইরে পৃথিবীটা অন্ধকার। সেখানে কিছুই দেখা যায় না। বৃত্তের ভেতরে ছোট্ট জায়গাটা একটা রাস্তার ওপর যদি ফেলে রাখি তাহলে সেই জায়গা দিয়ে যেসব মানুষ হেঁটে যায় তাদের দেখার চেষ্টা করি। এক-একটা মানুষ এক একরকম। ভাল করে দেখার আগেই সে বৃত্তের বাইরে চলে যায়। সবাই নয়, এক একজন মনে থেকে যায়। যে থাকে তাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি।' স্বপ্নেন্দু হাসল।

টিনা বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক। তুমি বিবাহিত?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না।'

টিনা বলল, 'তাহলে আমার দলে ঢুকে পড়ো। এখান থেকে আমরা নেপাল যাব। তারপর ব্যাঙ্কক। ধরো একমাস। তারপর আমরা যে যার শহরে ফিরে যাব। তুমি থাকলে মনে হয় বেশ মজা হবে।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'গেলে ভাল হত। কিন্তু আমার অত টাকা নেই। তাছাড়া পাশপোর্ট করানো হয়নি। ওটার যে প্রয়োজন হবে ভাবিওনি।'

এড বলল, 'নেশা করে স্বপ্ন দেখতে পারো না?'

'নেশা করলে নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকে না, স্বপ্ন দেখব কি করে। তবে শুনেছি এল এস ডি খেলে নাকি ইচ্ছে মতো স্বপ্ন দেখা যায়।'

টিনা এডের দিকে তাকাল, 'লেটস ট্রাই।'

এড বলল, 'কোথায় পাব? ও জিনিস তো দোকানে বিক্রি হওয়ার কথা নয়।'

লিজা বলল, 'আমি একটা চেষ্টা করতে পারি।'

টিনা বলল, 'কি রকম?'

লিজা উঠে পড়ল, 'তুমি আমার সঙ্গে চল।' টিনা উঠল। লিজা একটা চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে টিনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এড বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে মানালি আর হরিদ্বার যাব। কিন্তু এরা তো নেপাল নেপাল করছে যে, এবার যাওয়া হবে না। ট্রেনে অনেক সময় লাগে?'

'যাওয়া আসা প্রায় পাঁচ দিন।'

'মাই গড।'

আমার বাবার একটা ডিপার্টমেন্টাল শপ আছে। বিশাল ব্যাপার। হাঁপিয়ে উঠলেই আমি পালিয়ে যাই। গত বছর গিয়েছিলাম আফ্রিকায়। একাই। তুমি একটা শাপপোর্ট বানিয়ে কোনও রকমে টিকিট কেটে চলে এসো আমার ওখানে।'

'গিয়ে কি হবে? তুমি তো প্রায়ই পালাবে।'

'তা অবশ্য।' পকেট থেকে একটা কাগজ কলম বের করে ফসফস করে লিখে এগিয়ে দিল এড, 'তবু রাখো। আমার ঠিকানা।'

মেয়েরা ফিরে এল হাসিমুখে। জানা গেল ওরা ম্যানেজারকে ম্যানেজ করেছে। দুটো ফরাসি মেয়ে নাকি কালই ম্যানেজারকে থাকার পয়সা না দিয়ে এল এস ডি দিয়ে গিয়েছিল। আটটা ট্যাবলেট চারশো টাকায় দিয়েছে লোকটা। আবার বলেছে যদি পুলিশ ওদের ধরে তাহলে ঘুণাক্ষরে যেন না বলে কোত্থেকে ওরা পেয়েছে। বলতে বলতে লিজা হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'লোকটা বারগেইন করার সময় যেভাবে টিনার থাই-র দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমি ভাবলাম বিনা পয়সায় দিয়ে দেবে!'

ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হল। যদিও দিনের আলো ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে সেই অন্ধকারকে ছায়া ছায়া করে দিয়েছিল। দরজা বন্ধ করে টিনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি কেউ জানো কিভাবে এটা খেতে হয়? লোকটা বলল লজেন্সের মত চুষলেই চলবে।'

লিজা বলল, 'যা বলেছে তাই করা যাক।'

টিনা প্রত্যেককে একটা করে দিল। স্বপ্নেন্দু দেখল বেশ বড়সড় ট্যাবলেট, সাদাটে। প্রত্যেকে ওটা মুখে পুরে দিয়ে স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করল। টিনা বলল, 'স্বাদহীন।' লিজা বলল, 'ওটাই তো এক ধরনের স্বাদ।'

এড বলল, 'আমি এখনও কিছু ফিল করছি না। একটা গান গাওয়া যাক।'

এড গান ধরল। মেয়ে দুটো হাততালি দিয়ে বসে বসেই দুলতে লাগল। স্বপ্নেন্দু এটুকু খেয়াল করতে পেরেছিল, এডের গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। লিজা অদ্ভুত গলায় চিৎকার করে উঠল, 'এই, আমার যেন কিছু হচ্ছে!'

টিনা বলল, 'শাট আপ।' ওরও স্বর জড়ানো।

স্বপ্নেন্দুর মনে হচ্ছিল শরীরটা কিরকম গুলিয়ে উঠল।

একটা হালকা নীল আকাশ থেকে নেমে আসছে এঁকেবেঁকে। স্বপ্নেন্দু লাফিয়ে সেই আলো ছুঁতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না সে। স্বপ্নেন্দু আর একটু লাফাল। তার শরীরটা এখন শূন্যে। আরব্যরজনীর সেই জাদু কার্পেট ছাড়াই সে বেশ শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারছে। মহাকাশচারীরা এইভাবেই মাধ্যাকর্ষণের বাইরে ভেসে বেড়ায়। ওই নীল আলোটাকে ধরতে পারলেই সে স্বপ্ন দেখতে পারবে। কি স্বপ্ন দেখা যায়? এমন একটা স্বপ্ন যা মানুষ কখনও দ্যাখেনি। দেখে নিয়ে যদি চিত্রনাট্য লিখে ফেলতে পারে তাহলে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখবে। বাঃ, নেশাটা তো দিব্যি, সে যা ভাবছে তাই হচ্ছে। তার বোধবুদ্ধি অবশ করে দিচ্ছে না।

'হাই চাঁদ। চোখ খোলো।' এডের গলা কানে এল।

'হয়তো ওরটা জেনুইন। তাই স্বপ্ন দেখছে ও'। টিনার গলা।

এড বলল, 'হতেই পারে না। লোকটা তোমাদের বোকা বানিয়েছে। এল এস ডি-র নাম করে অ্যান্টিসিড ট্যাবলেট দিয়েছে।'

সংলাপ পরিষ্কার শুনতে পেল স্বপ্নেন্দু। সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। তিনটে মুখ তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

লিজা বলল, 'তুমি কি ফিল করছ চাঁদ? আমাকে দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্বপ্নেন্দু। এখন কোথাও সেই নীল আলো নেই। সে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে না। এই ঘরের মেঝের ওপর বাবু হয়েই আগের মতো আছে। তাহলে এতক্ষণ সে নেহাতই কল্পনা করে যাচ্ছিল? এল এস ডি-র বদলে অন্য কিছু খেয়েছে সে?

টিনা উঠল, 'প্রতিবাদ করা উচিত। লোকটা দিনের আলোয় আমাদের ঠকাল এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

লিজা বলল, 'ছেড়ে দাও, বিদেশে এসে ঝামেলায় পড়ার কি দরকার?'

টিনা বলল, 'আমাদের বোকা ভেবে লোকটা হাসবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। চাঁদ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তোমার দেশের লোক আমাদের ঠকাচ্ছে, তোমারও প্রতিবাদ করা উচিত!'

অকস্মাৎ খুব রেগে গেল স্বপ্নেন্দু। সেদিনের আগে এবং পরে সে কখনও রেগে যায়নি। টিনার সঙ্গে নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন লোকটা?'

টিনা দেখিয়ে দিল অফিসঘরে বসা লোকটিকে। তারপর এগিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে বাকি চারটে ট্যাবলেট রাখল। স্বপ্নেন্দু হিসহিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মিথ্যে কথা বলে এদের ঠকিয়েছেন কেন?'

'ঠকিয়েছি? আমি? আপনারা ভুল করছেন!'

'আপনি এল এস ডি বলে চারশো টাকা নিয়ে এইরকম আটটা ট্যাবলেট দেননি? বিদেশি পেয়ে আপনি ঠকিয়ে পার পাবেন বলে ভেবেছেন?'

'আস্তে কথা বলুন স্যার। কেউ পুলিশের কানে তুলে দিলে আপনারা বিপদে পড়বেন, আমিও ফেঁসে যাবো। হ্যাঁ, বলুন, কি অন্যায় হয়েছে?'

'এগুলো এল এস ডি নয়।' টিনা বলল।

'সেকি? দেখুন কাকে বিশ্বাস করব। গকাল আপনার মতো বিদেশি ওই জিনিস আমাকে দিয়ে গেল টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে। আমি বিশ্বাস করে নিলাম। এল এস ডি জানার পর ওগুলো ঠিক কি না খেয়ে দেখার সাহস আমার হয়নি। ছি ছি ছি! বিশ্বাস করুন আমি ওদের কথামতো আপনাকে দিয়েছিলাম ম্যাডাম। ঠিক আছে, আপনি দুশো টাকা ফেরত নিয়ে যান।'

লোকটি ড্রয়ার খুলে দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রেখে ট্যাবলেট চারটে নিয়ে নিল, 'কী যুগ পড়েছে। ছি ছি ছি।'

লোকটা দুশো টাকা ফেরত দিতেই স্বপ্নেন্দুর সব রাগ ফুরিয়ে গিয়েছিল। টিনা বলল, 'কিন্তু টাকা চাই না, আসল জিনিস চাই।'

'বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আমার কাছে আর ও জিনস নেই। তবে—!'

'তবে?' টিনা জিজ্ঞাসা করল।

'শুকনো নেশা চলবে? মানালি থেকে একজন নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছে। দুটো টান দিলেই মেজাজ হয়ে যাবে। রিয়েল ইন্ডিয়ান ড্রাগ।'

'কি জিনিস?' টিনা জিজ্ঞেস করল।

'রিফাইনড গাঁজা। পুলিশ জানলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনারা খেয়ে টাকা দেবেন।' লোকটা চট করে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর একটা ছোট্ট প্যাকেট এনে টিনার হাতে দিয়ে বলল, 'দিনটাকে উপভোগ করুন।'

টিনা দুশো টাকা আর প্যাকেটটা তুলে ওপরে চলে এল। সঙ্গে আসার সময় স্বপ্নেন্দুর মনে পড়ছিল সেই বিড়িবাঁধা গেঁজেলটার কথা। গাঁজা খেলে নিজের শবযাত্রার দৃশ্য দেখতে হবে। এদের নিষেধ করতে গিয়েও থেমে গেল। নেশা করবে বলে এরা খেপে উঠেছে।

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল লিজা এডের কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। টিনা নিচে যা ঘটেছিল বলতেই লিজা লাফ দিয়ে উঠে বসল। ওরা দরজা বনধ করতে যেতেই স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি যদি চলে যাই তাহলে তোমরা কিছু মনে করবে কি? মানে, আমি গাঁজা খেতে চাই না।'

'হোয়াই?' এড জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা বোধহয় আমার ভাল লাগবে না।'

'তুমি এর আগে খেয়েছ?'

'না। তবে শুনেছি।'

টিনা বলল, 'নাউ, কাম অন, আমাদের সঙ্গে খেলে হয়তো অন্যরকম লাগবে। হয়তো শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটা আজই দেখতে পাবে।'

ওরা প্যাকেট খুলল। দুটো ছোট্ট কলকে আর গাঁজা বেশ পেশাদারি ভঙ্গিতে প্যাক করা। এড বলল, 'সানফ্রানসিসকোতে আমি শুনেছি মানালিতে দারুণ গাঁজা পাওয়া যায়। বেনারসে আমি দেখেছি কি করে ওটা খেতে হয়।'

এড কলকেতে গাঁজা পুরে দেশলাই জ্বেলে ধরাবার চেষ্টা করল। ঘরে বেশ একটু গন্ধ পাক খাচ্ছে। দু'হাতে কলকে ধরে সে টানতে লাগল। ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া বের হলো অনেকটা। এড বলল, 'আঃ।'

সঙ্গে সঙ্গে টিনা ওর হাত থেকে কলকে কেড়ে নিয়ে বেশ শব্দ করে টানতে লাগল। টেনে কাশতে লাগল কিন্তু কলকে ছাড়ল না। তিনবার টানার পর রিজা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকের দখল নিল। স্বপ্নেন্দু দেখতে লাগল। কাশি, কলকে টানার আওয়াজ, ধোঁয়া এখন এই ঘরে পাক খাচ্ছে। লিজার হাতে আগুন নিভে আসছিল বলে এড সেটা কেড়ে নিয়ে আবার গাঁজা পুরে কলকেটাকে সচল করল। এখন তিনজনের কারও স্বপ্নেন্দুর কথা খেয়াল নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনজনই কথা বলা বন্ধ করল। প্রত্যেকের চোখ ঢুলুঢুলু। এখন আর আগের মতো জোর করে কলকের দখল নিচ্ছে না কেউ। মৃদু টান দিয়েই হাতবদল করছে। লিজা প্রথমে ঢেঁকুর তুলল। তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল এডের পায়ের ওপর। এডের মাথাটা পেছন দিকে হেলে খাটের ওপর জায়গা করে নিল। কলকে হাতে নিয়ে জড়ানো গলায় টিনা লিজার গালে খোঁচা মারতে লাগল, 'লিজা, মাই ডার্লিং, আমার কাছে এসো। এড তোমার কেউ নয়। আমি সব।' ওর হাত থেকে কলকে পড়ে যাচ্ছে দেখে স্বপ্নেন্দু সেটাকে ধরে মাটিতে গুইয়ে রাখল। টিনা হাই তুলে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এখনও সেই বিকেলটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনটে শরীর বিবশ হয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। মাঝেমাঝে এর হাত নড়ে উঠছে, ওর পা। ঠোঁট মোচড়াচ্ছে কেউ। ওরা কি স্বপ্ন দেখছিল? উত্তরটা আজ পর্যন্ত জানা হল না। কারণ কিছুক্ষণ বসার পর

তার মনে হয়েছিল এরা যদি মরে যায়? চোলাই মদে বিষ থাকায় মানুষ মারা যায় বলে কাগজে খবর বের হয়, ভেজাল গাঁজায় তো সেই একই ঘটনা ঘটতে পারে। ভেজাল যদি না-ও হয়, গাঁজার টানে অনেকেই হার্টফেল করতে পারে। এদের কেউ একজন যদি মারা যায় তাহলে পুলিশ তাকে ধরবেই। এই ঘরে সে একা সুস্থ হয়ে বসে আছে আর তিন বিদেশি ছেলেমেয়ে মরে গিয়েছে, পুলিশকে সে কী বোঝাবে? সে যদি সত্যি কথা বলে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তিনটে হিপি ছেলেমেয়ে তাদের ডেরায় অচেনা লোককে এনে গাঁজা খেয়ে মরে গেছে, কাগজে বের হলে তাকে বাকি জীবন জেলে কাটাতে হতে পারে, এমনকি ফাঁসিও। স্বপ্নেন্দু উঠল। এখনও টিনার মুখ মনে পড়ে। তার পায়ের কাছে নিঃসাড়ে পড়েছিল।

দরজা খুলে, সেটাকে ভেজিয়ে বাইরে বের হতেই ওপাশের একটি ঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল। একটি শ্বেতাঙ্গিনী চিৎকার করছে। সেই অবস্থায় একজন মধ্যবয়সী ভারতীয় হিপির বুকের জামা মুঠোয় ধরে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে বাইরে টেনে নিয়ে এল মেয়েটি। কৌতূহল হলেও দাঁড়াবার সাহস পেল না স্বপ্নেন্দু। নিচে নামতে গিয়ে দেখল ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে আসছে গোলমাল থামাতে। স্বপ্নেন্দুকে লক্ষ্য করল না লোকটা। বাইরে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে হেঁটেছিল সে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে পার্ক স্ট্রিটে চলে এসে বাসে উঠেছিল। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে এই ভয়ে সে বালিগঞ্জের বাসে উঠে বসেছিল। সেখান থেকে হাওড়া। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারে একা একা হেঁটে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল কেউ তার পেছনে নেই। শ্যামবাজারের বাড়িতে এসে নিজেক ফিরে পেতে সেই রাতে অন্তত আধঘণ্টা সময় লেগেছিল।

পরের দিন সবকটা কাগজ খুঁটিয়ে দেখেছিল স্বপ্নেন্দু। তিন বিদেশি ছেলেমেয়ের মৃত্যুর খবর কোথাও ছাপা হয়নি। সেটা জানার পর সে একটু সুস্থ হয়েছিল। বেলা বাড়ার পর মনে হয়েছিল একবার গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসে। টিনার ব্যবহার তার ভাল লেগেছিল, এডকেও মন্দ মনে হয়নি। এডের লিখে দেওয়া ঠিকানা সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল অনেক কাল। ইচ্ছে হলেও কিরকম একটা সঙ্কোচ প্রবল হওয়ায় যেতে পারেনি সে। কিন্তু কর্কশ ওই তিনজন, বাড়িটা, বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বিদেশি বিদেশিনীরা তার চোখের সামনে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। কলকাতার সদর স্ট্রিটের একটি বাড়ির প্রতিটি ঘরের বিদেশি বাসিন্দারা একটা আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়ে নিল। তখন মনে হত এদের নিয়ে, ওই বাড়িটিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রেখে দারুণ ছবি বানানো যায়। কিন্তু মুশকিল হল, মনে হওয়া ভাবনাকে দীর্ঘকাল মন ধরে রাখতে চায় না। সামান্য সময় যেতে না যেতেই ফাঁকফোকর বেরিয়ে পড়তে শুরু করে।

এই যেমন, 'ভালমানুষ মন্দমানুষ' ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে সে যা ভবছেগত সাত দিন ধরে তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে রাত ফুরোলেই। স্বপ্নেন্দু বেশ কাতর হয়ে পড়েছিল। সাত দিন বাদে সে আবার বাইরে বের হল। এই সাত দিন সে দাড়ি কামায়নি, কোনওদিন স্নান করেছে, কোনওদিন করেনি। বাড়ির সামনে সেলুনে গেল সে দাড়ি কামাতে। রেডিওতে এফ এম বাজছে। সে দেখল চেয়ারগুলো খালি আছে। স্বপ্নেন্দু বলল, 'একটু দাড়ি কামাতে হবে ভাই।'

সেলুনের মালিক যতীন এ পাড়ারই বাসিন্দা। স্বপ্নেন্দুকে দেখে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এসো এসো দাদা। ক'দিন ধরে তোমার কথা ভাবছিলাম।'

'কেন?' স্বপ্নেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'তুমি মাঝেমাঝে দাড়ি কামাতে আসো, রোজ কামাও না আমাদের কাছে, নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছি। যদি করে থাকি, মাপ করে দাও দাদা।'

'না, না, অন্যায় কেন করবেন! নিয়ম করে কাটা হয় না—।'

'কেন? এ ঠিক হয়। তোমার সঙ্গে কত বড় বড় মানুষের আলাপ আছে বলে শুনেছি, তোমার গালে দাড়ি থাকলে এ পাড়ার বদনাম হয়ে যাবে।' যতীন হাসল, 'এসো, এই চেয়ারে বসো। আমি কামিয়ে দিচ্ছি। 'বরফে গাল ভিজিয়ে, ভাল সাবান গালে বুলিয়ে পরম যত্নে দাড়ি কামিয়ে দিয়ে আফটার শেভ লোশন গালে বুলিয়ে দিল যতীন। এগুলো অন্যান্য বার করা হয় না বলে সঙ্কুচিত স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে।'

এক হাত জিভ বের করে করল যতীন, 'ছি ছি। তোমার কাছে টাকা নেব কি?'

'বাঃ। এটা তো ব্যবসা, টাকা নেবেন না কেন?'

'তাহলে কথা দিতে হবে রোজ আসবে দাদা!'

' দেখি!'

'তুমি কি পয়সার জন্যে ভাবছ দাদা? ছি ছি। যতীন অত চামার নয়। তোমার যবে ইচ্ছে তবে দিও। ঠিক আছে, এই খাতায় না হয় লিখে রাখা যাবে। হাতে মাল এলে শোধ কোরো। কোনও তাড়াহুড়ো নেই।' যতীন একটা খাতা দেখাল।

'না, না, ধার বাড়ানো ঠিক নয়।'

'আরে! একে ধার বলছ কেন? আমার টাকা তোমার কাছে থাকছে। তাহলে ওই কথা থাকল। রোজ আসতে হবে, দরকার মনে হলে দু'বেলা কামাতে পার। এই তোরা তো দাদাকে চিনিস, আমি না থাকলেও যত্ন করে কামিয়ে দিবি। আচ্ছা-!'

রাস্তায় পা দিয়ে স্বপ্নেন্দু ঈশ্বরের কাছে আরও কৃতজ্ঞ হল। পৃথিবীতে ভালমানুষের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আর এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার ছবির থিমটা কত জরুরি হয়ে উঠেছে।

ফড়েপুকুরের মোড়ে যে চায়ের দোকানটা রয়েছে সেখানে খুব সিরিয়াস আলোচনা হয়। স্বপ্নেন্দু সেখানে পা রাখামাত্র একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, স্বপ্নদা এসে গিয়েছে। কোথায় থাকো গো?'

রেস্টুরেন্টের মালিক বলল, 'কি মশাই একেবারে যে বেপাত্তা। আপনার বাড়িতে ঢুঁ মারব ভাবছিলাম। আটাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা।'

'এত?' স্বপ্নেন্দু মিনমিনে গলায় বলল।

'চেক করুন। সব লেখা আছে। খাওয়ার সময় মনে থাকে না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর মনে হল এই লোকটাকে কি মন্দমানুষ বলা যায়? পাওনা টাকা যে চায় সে কি মন্দমানুষ হবে? সবাই যদি ধার রেখে শোধ না করে তাহলে এই লোকটার ব্যবসা উঠে যাবে, না খেয়ে মরবে। সমস্যা হয়ে গেল!

পকেটে তিরিশটা টাকা ছিল। তা থেকে কুড়িটা বের করে কাউন্টারে রেখে স্বপ্নেন্দু বলল, 'এখন এটা রাখুন।'

যে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠছিল স্বপ্নেন্দুকে দেখে সে এবার অর্ডার দিল, 'এই, পাঁচটা ডাবল হাফ, স্বপ্নদার অ্যাকাউন্টে।'

স্বপ্নেন্দু ওদের টেবিলে গিয়ে বসতেই লক্ষ্য করল শুদ্ধদেব সেন গম্ভীর মুখে পাইপ খাচ্ছেন। শুদ্ধদেবের একটি নাটকের দল আছে। গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম সারির দল। নিজের চারপাশে সবসময় একটা গম্ভীর গম্ভীর বাতাবরণ তৈরি করে রাখেন।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি রাইটার্সে গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'কি ব্যাপার?'

'এই একটু এলাম।'

শুদ্ধদেব বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন?'

'মানে?'

'এই একটু গেলাম কী কোনও প্রশ্নের জবাব হয়?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কেউ তার স্টাইল কথা যদি বলে তাতে আপনার আপত্তি হচ্ছে কেন? এক ছকে চললে ভাষার অবস্থা মরা নদীর মতো হয়ে যাবে।'

'দারুণ বললে স্বপ্নদা। তুমি শুদ্ধদার নতুন নাটকে দেখেছ?'

'মূল নাটকটা পড়া আছে।' স্বপ্নেন্দু অন্যদিকে তাকাল।

ছেলেটি প্রতিবাদ করল, 'মূল নাটক মানে? বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে নাটক শুদ্ধদেব সেন।'

শুদ্ধদেব বললেন, 'এক্সকিউজ মি! এভাবে আর কতদিন চালাবেন? মলাট দেখে সমালোচনা করা, কল্পিত একটা ধারণা চাউর করে বিদগ্ধ সাজা—!'

চা এসে গিয়েছিল। শুদ্ধদেবের সামনে কাপ এগিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল, 'খান। স্পেনের একজন নাট্যকার বছর দশেক আগে যে নাটক লিখেছিলেন তার সমালোচনা ছাপা হয়েছিল লন্ডনের 'প্রসেনিয়াম' কাগজে। সমালোচনার সময় গল্পটাও বলে দিয়েছিলেন সমালোচক। সমস্যাটা আমাদের দেশে কখনই তীব্র হয়নি। পরিবারের একজন হিজড়ে হয়ে জন্মেছে এবং তার বাবা মা সেটাকে আড়াল করে রেখেছেন। এমনকি ভাইবোনরাও জানত না। সে বড় হয়ে একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল।'

ছেলেটি বলে উঠল, 'আই বাপ, নাটকটা তো এইরকমই।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'হতে পারে। বিখ্যাত মানুষদের চিন্তাভাবনায় অনেক সময় মিল দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে হয়তো।'

শুদ্ধদেবের মুখ লাল হয়ে গেল, 'স্বপ্নেন্দু, আপনি যা বলছেন তা সত্যি হতে পারে কিন্তু এই নাটক আমার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।'

ছেলেটি বলল, 'সন্দীপনবাবুও নাকি বিদেশি নাটক থেকে থিম মেরে নিজের নাটক বলে চালান। ওর পরের নাটকটা কি জানেন? স্বামী তার যুবতী স্ত্রীকে খুশি করতে পারছেন না বলে নতুন নতুন ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন যাতে স্ত্রী তাকে ছেড়ে না যায়। বুঝুন! এটা বাঙালির নাটক?'

শুদ্ধদেব হাসলেন, 'হয়তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে করছেন।'

স্বপ্নেন্দুর ভাল লাগল না। চা শেষ করে সে বেরিয়ে এল। এখন তার অনেক কাজ। ছবি তুলতে গেলে একটা ইউনিটের দরকার হয়। সেই ইউনিটের লোকজন যদি ডেডিকেটেড এবং কুশলী না হয় তাহলে একজন পরিচালকের পক্ষে ভাল ছবি করা অসম্ভব। দুজন সহকারী পরিচালক এবং একজন আন্তর্জাতিক মানের ক্যামেরাম্যান দরকার। এ ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কথা বললে সে সাহায্য পেতে পারে। ওঁর টিম তো দারুণ। কিন্তু ওঁদের নিলে লোকে বলবে ওঁরাই কাজটা করে দিয়েছেন, বাঙালির তো কথা বলার স্বাধীনতা অনেক। অতএব ওঁদের না নেওয়াই ভাল। শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে সে রুমালের একটা কোণ চিবোতে লাগল। এটা মুদ্রাদোষ হলেও তাকে ভাবতে বেশ সাহায্য করে।

শুদ্ধদেব বললেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে নাটক লিখেছেন। এই বক্তব্যকে এখন পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। সন্দীপনদাও নাকি নিজের অভিজ্ঞতাকে নাটক লেখার ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছেন। এ কথা ঠিক অভিজ্ঞতা থাকলে বিষয়টি অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে, অনেক ডিটেলসে কাজ করা যায়।

'স্বপ্নেন্দু না?'

মহিলা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু জবাব দিল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আহা, কি উত্তর। এখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নেন্দু জবাব দিল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আহা, কি উত্তর। এখানে দাঁড়িয়ে কেন?' রত্নাবলী এগিয়ে এল।

'তোমার খবর বলো। কেমন আছ?'

'চলে যাচ্ছে। তুমি?'

'একই রকম।'

'ছবিটবি কি করেছ? কাগজে অবশ্য দেখিনি।'

'করতে যাচ্ছি। খুব শিগ্‌গিরি।'

'সত্যি। বাঃ, ভাল খবর। করলে আমাকে একটা সুযোগ দিও।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। রত্নাবলী তার সঙ্গে একসময় পড়ত। স্বাস্থ্য ভাল থাকলেও চুল বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। মুখে লড়াই করার ছাপ। তার মনে পড়ল, একসময় রত্নাবলী নাটক করত। বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল কলেজে। সে কতদিন আগের কথা।

'কি দেখছ? বুড়ি হয়ে গিয়েছি? তোমার কাছে নায়িকার রোল চাইছি নাকি। ভাল ক্যারেক্টার থাকলে করতে পারি।'

'সৎ চরিত্র?'

'না। সৎ অসৎ না, ভাল কাজ করার সুযোগের কথা বলছি। আমি তো এখন অফিস-ক্লাবে নাটক করি। রোজ দুটো করে রিহার্সাল।'

'তাই নাকি?'

'কি কি নাটক করো?'

'আগে দুই পুরুষ, কালিন্দী হত। সব পার্ট মুখস্থ ছিল, একদিন রিহার্সাল দিলেই হয়ে যেত। এখন সাজানো বাগান, কেনারাম বেচারাম হচ্ছে। আমাদের এখন অনেক নাটকের সংলাপ মুখস্থ করে রাখতে হয়।'

'কোথায় থাকো? আগের বাড়িতেই?'

'না। ও বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দাদা ওর শেয়ার নিয়ে বউ ছেলের সঙ্গে দিব্যি আছে আলিপুরে। আমরা আছি শ্যামপুকুর লেনে। ছাদের ওপর দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে আছি।' রুমালে মুখ মুছল রত্নাবলী, 'বিয়ে করেছ?'

'দূর।' একটু বেঁকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু।

'ভাল করেছ। নইলে আর একটা মেয়ের বিপদ বাড়ত। রাগ কোরো না, ঠাট্টা করলাম। আমার জীবনে তো ওটাই সত্যি। প্রেম করে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিয়ের ছ'বছরের মধ্যে তার প্রেম ফুরিয়ে গেল। বাধ্য করল ডিভোর্স দিতে। চলি ভাই, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শ্যামপুকুর লেনে কয়লার দোকানের ওপর বাড়ি। মনে রেখো কিন্তু। রত্নাবলী চলে গেল।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির নীতার কথা মনে হল। রত্নাবলীকে কি ভালমানুষ বলা যায়? এত পরিশ্রম করে বাবা মাকে দেখাশোনা করছে। কিন্তু ওর স্বামীর মনে প্রেম কমে গিয়েছিল কেন? এই কমে যাওয়ার সময় কি রত্নাবলী সাহায্য করেছিল? এসব কিছুই জানা নেই। যা জানি না তা ভেবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না। যেটুকু জানি তার বিচারে সিদ্ধান্তে আসা দরকার। স্বপ্নেন্দু আবার তাকাল। না, রত্নাবলীকে চেনা যাচ্ছে না। এই পাঁচ মাথার মোড়ে বড্ড মানুষের ভিড়।

স্বপ্নেন্দুর সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় ছিল, আড্ডাও মারত তারা। কিন্তু কারও সঙ্গে যাকে বলে গভীর বন্ধুত্ব তা কখনও গড়ে ওঠেনি। হয়তো ওর কথা বলার ধরন, অতিরিক্ত ভাবনা করা মেয়েদের পছন্দ হত না বলে একটি বিশেষ সীমার পর কেউ এগোত না। এ সব অনেক আগের ব্যাপার। কলেজে রত্নাবলী খুব আকর্ষণীয় মেয়ে ছিল। ছেলেরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ধন্য মনে করত নিজেদের। লম্বা চুল আর বড় টিপের জন্য ওকে বেশ রোমান্টিক দেখাত। মাত্র কয়েক বছরে ওর চেহারা কি রকম বদলে গেল।

স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ এখন, মনে হলে সে রত্নাবলীর জন্যে কোন আকর্ষণ বোধ করত না কেন? শুধু রত্নাবলী কেন, কোনও সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ার জন্যে সে কেন উদগ্রীব ছিল না? তারপরেই খেয়াল হল, ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু দূরের কথা, কোনও ছেলের সঙ্গেও তার গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি আজ পর্যন্ত। এখন এই কলকাতা শহরে তার কোনও বন্ধু নেই। আচমকা নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগল তার। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান মানুষরাই নিঃসঙ্গ। না হলে তাঁরা সৃষ্টি করতে পারত না। নিজেকে বোঝাল সে। হনহনিয়ে হাঁটা শুরু

করল স্বপ্নেন্দু। পাতাল রেলে চেপে সোজা টালিগঞ্জ যেতে হবে। বাজেট করতে গেলে অনেক তথ্য দরকার। সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে।

পাতাল রেলের টিকিট কেটে নিচে নামতেই আর এক চমক। প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাডাম এবং একজন সুদর্শন যুবক। এইরকম যুবকের সঙ্গে কথা না বলতেই বোধহয় জীবনানন্দ দাশ অনুরোধ করেছিলেন। সন্দীপনদা ধারে কাছে নেই।

তাকে দেখামাত্র ম্যাডাম হেসে বললেন, 'বাহ্। আপনার দেখা পেলাম। সেদিন পান এনে দিয়েছিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি খেয়েছিলেন?' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নেন্দু।

'সুযোগ পাইনি। সন্দীপনদা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলেন।'

'সেকি?'

'উনি সোনাগাছি থেকে কেনা পান বাড়িতে ঢোকাতে চাননি।' হাসলেন ম্যাডাম, 'তুমি একে চেনো বিক্রম?'

যুবক এতক্ষণ তাকিয়েছিল। এবার এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যে হ্যাঁ অথবা না কোনওটাই স্পষ্ট না, 'সোনাগাছি থেকে পান কেনা মানে?'

'ওটা দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার। তুমি বুঝবে না। কোথায় চললেন?'

'এই একটু টালিগঞ্জ।' হাসল স্বপ্নেন্দু, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

'খুব জরুরি?'

'যাবেন না। সন্দীপনদা আপনার ওপর খেপে গেছে।'

'আপনিও সন্দীপনদা বলেন?'

'কি করব? বিয়ের আগে ওই নামেই ডাকতাম যে। এই বিক্রম, তুমি তো এসপ্ল্যানেডে নামবে, ট্রেন আসছে, ততক্ষণ আমি ওর সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলে নিচ্ছি, কেমন? ম্যাডাম বলতে না বলতেই প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন ঢুকল।

ছেলেটি কিছু বলার আগেই ম্যাডাম ওপাশের দরজা লক্ষ্য করে ছুটলেন, 'চলে আসুন, এদিকে ফাঁকা আছে।'

কোণের বেঞ্চি ফাঁকা ছিল। ম্যাডামের পাশে বসতে বসতে স্বপ্নেন্দু লক্ষ্য করল ছেলেটি এই কামরায় ওঠেনি। সে বলল, 'ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ম্যাডাম? আমার নাম জানেন না? ম্যাডাম আবার কি? আমাকে জয়ী বলে ডাকবেন। এবার বলুন, কি বলতে চাইছিলেন!'

জয়ী জিজ্ঞাসা করামাত্র ট্রেন চলতে শুরু করল। গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বীভৎস শব্দাবলি ছুঁড়তে লাগল চারপাশে। সে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সন্দীপনদাকে আপনার কেমন মনে হয়? ভালোমানুষ না মন্দমানুষ?'

জয়ী অবাক হয়ে তাকালেন। 'ঠিক বুঝলাম না।'

স্বপ্নেন্দু আর একটু জোরে প্রশ্ন করল। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসা দুটো লোক সকৌতুকে ওর দিকে তাকাল। জয়ী জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'আমি একটা ছবি করছি, তাতে—।'

'ছবি? ফিল্ম?'

'হ্যাঁ।'

'সন্দীপনদার ওপরে ছবি করছেন?'

'না মানে।' শব্দ কমে এল পরের স্টেশন চলে আসায়।

গলা নামিয়ে জয়ী বললেন, 'আপনি যে অন্যের পরিবারের কুৎসার সন্ধান করেন সে-বারে আমার মনে হয়নি।'

'স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'বিশ্বাস করুন এর মধ্যে কুৎসা আছে আমি জানি না।'

'[illegible]'

'আজ্ঞে না।'

'কেউ আপনাকে আমাদের কথা বলেনি?'

'না। আসলে আমার কোনও বন্ধু নেই যে এসব গল্প শোনাবে।'

'ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। জয়ী মুক্তোর মতো দাঁতের তলায় ঠোঁট রাখলেন। তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখল স্বপ্নেন্দু। জয়ী মুখ ঘোরাল, 'আপনি সত্যি আমাদের সম্পর্কে কিছু জানেন না একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'আপনাকে মঞ্চে দেখেছি আর সেদিন বাড়িতে দেখলাম। আপনার সম্পর্কে আমি কি করে জানব? আজ আমাদের চায়ের দোকানের মালিক টাকার জন্যে তাগাদা দিল। ও ভাল কি মন্দ তা এতদিন দেখেও আমি বুঝিনি।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝেছেন।'

'বিশ্বাস করুন আমি ফিল্ম ছাড়া সব কিছু কম বুঝি।'

'তাহলে সে রাত্রে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন কেন? সভ্য মানুষ কখনও ওই রাত্রে বাড়িতে গিয়ে স্নান করে?'

'বিশ্বাস করুন আমার সত্যি স্নান পেয়েছিল?'

'স্নান পেয়েছিল?' হেসে ফেললেন জয়ী, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'সন্দীপনদারও ধারণা আপনি জেনেশুনে মজা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'আশ্চর্য। আমি তো কোনও মজা দেখতে পাইনি!'

'আপনার ছবির সাবজেক্ট সন্দীপনদা?'

'না, তা ঠিক নয়, ভালমানুষ মন্দমানুষ, এই হল বিষয়।'

'সন্দীপনদাকে নিয়ে ছবি করুন না।'

'উনি কিরকম মানুষ তা জানলে কি করে করব?'

'ইতিমধ্যে চারটে স্টেশন পেরিয়ে গেছে ট্রেন। কামরায় ভিড় বেড়েছে। চাঁদনিচক আসতেই জয়ী বললেন, 'চটপট নেমে পড়ুন। আসুন।'

'গাড়ি থামতেই ভিড় ঠেলে জয়ী নেমে পড়লেন। গেট বন্ধ হওয়ার আগে কোনওমতে নামতে পারল স্বপ্নেন্দু। সে দেখল জয়ী কোনওদিকে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। ট্রেনটা যখন চলতে আরম্ভ করল তখন জয়ী থামলেন। চট করে পেছনের দিকটা দেখলেন। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো ওই ভদ্রলোককে বলেছিলেন এসপ্লানেডে নামবেন।'

'আপনি ভুল শুনেছেন। আমি বলেছিলাম, তুমি তো এসপ্লানেডে নামবে আমি ততক্ষণ ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাদা কথা বলে নিচ্ছি। আমি নামব তো বলিনি। আর ও যদি সেটাই বুঝে থাকে তা হলে কি আমি পরে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারি না?' জয়ী বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

'ওকে জানিয়ে নামলে ভাল হত।'

'না, হত না। তাহলে চিটেগুড়ের মতো ও পেছনে লেগে থাকত। কেন? আপনার কি আমার সঙ্গে নেমে আফসোস হচ্ছে?'

'মোটেই না। আপনি সবসময় অন্য মানে করেন নাকি?'

জয়ীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে উঠে এল স্বপ্নেন্দু। চারপাশে একবার তাকিয়ে জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'না। মানে ওই আর কি!'

'এই বাক্যটার কোনও অর্থ বোধগম্য হল না। আপনার ছবির প্রোডিউসার কে? কার টাকা?'

'প্রোডিওসার পশ্চিমবঙ্গ সরকার, টাকা জনসাধারণের।'

'সর্বনাশ!'

'মানে?'

'এই ভাষায় কথা বললে পাবলিক বুঝবে? আমার আজ খাওয়া হয়নি। চলুন একটা রেস্তোরায় গিয়ে বসি।' জয়ী এগোলেন।

বেশ উঁচুমানের একটা রেস্টুরেন্টের দোতলার ছায়া ছায়া পরিবেশে জয়ী ওকে নিয়ে বসলেন। ঠাণ্ডা মেশিন চলছে। স্বপ্নেন্দু তাকিয়ে দেখল চারপাশের মানুষজন খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। এদের দেখে সুখী মানুষ বলে মনে হল। ভালমানুষ মাত্রই সুখী হবে এমন কোন নিয়ম নেই, মন্দমানুষরাও সুখী হতে পারে। আচ্ছা, বিষয়টার একটু পরিবর্তন করলে কিরকম হয়? ভালমানুষ মন্দমানুষের বদলে সুখী মানুষ দুঃখীমানুষ। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মন প্রতিবাদের ফণা তুলল। মানুষকে দেখাতে গেলে প্যানপ্যানানি আনতেই হবে। টালিগঞ্জ যেটা এতদিন ধরে বাঙালি দর্শককে সাপ্লাই করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত পরিচালকের কথা মনে এল। ভরতের মতো সারাজীবন ওঁর জুতো মাথায় করে রাখতে সে রাজি। সন্ধ্যারানি মার্কা চোখের জল ওঁর ছবিতে কোনও চরিত্র ফেলেনি। অথচ প্রথম ছবিতে বুকের পাঁজরে পাঁজরে কান্নার ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলেছিল।

'আপনাকে আমার জানা দরকার।' জয়ী বললেন। স্বপ্নেন্দু চমকে সামনে তাকালেন তার মনে হল জয়ী বেশ সুন্দর।

'আপনি যখন অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবেন তখন এভাবে রুমাল চিবোন?'

'না, মানে, হয়তো হয়ে যায়।'

'ওঃ, এই বাংলা বলবেননা, প্লিজ। শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে আপনাকে জানা দরকার। কোথায় যাবেন?'

'শ্যামবাজারের ডাফ স্ট্রিটে।'

'নিজেদের বাড়ি না ভাড়ায় আছেন'

'বাবার বাড়ি।'

'কে কে আছেন?'

'কেউ নেই।'

কেউ নেই মানে?

'বাবা ছেলেবেলায় আর মা একটু বড় হয়ে মারা গিয়েছেন।'

'বিয়ে করেননি?'

'দূর। আপনি পাগল।'

'আমি পাগল? কেন?'

'নইলে এই প্রশ্ন আমাকে করতেন না!'

'তাহলে একাই থাকেন? নিজে রেঁধে খান?'

'নাঃ। সময় কোথায়? ঠাকুরের দোকান যখন আছে—!'

'বুঝলাম। ক'টা প্রেম করেছেন এখন পর্যন্ত?'

'এ মাইরি, আপনার ঐ দিকে অন্য কথা নেই?'

'আপনি মাইরি বললেন,' ভ্রূ তুললেন জয়ী।

'সরি। ভাল করে পড়াশুনো করতে পারছি না তো প্রেম করব। সময় কোথায়? তারপর প্রেম করতে হলে একটা সঙ্গিনী দরকার। চারুলতা দেখেছেন। ঠিক ওরকম মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হলে কি হত জানি না, তবে চারুদের তো বিয়ে হয়ে যায় আগেই। আর ভূপতি লোকটা তো ভিলেন নয়। অথাৎ মন্দমানুষ নয়। ভালমানুষ। যদি চারুলতা আমার জীবনে আসত তাহলে আমার অবস্থা অমলের মতো হত। ভূপতিকে আমি কষ্ট দিতে পারতাম না।' স্বপ্নেন্দু জোরের সঙ্গে বলল।

খাতা নিয়ে কোটপরা স্টুয়ার্ড টেবিলে আসতেই জয়ী অর্ডার দিলেন তাঁর ইচ্ছে মতন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'নষ্টনীড়টা নিশ্চয়ই পড়েননি?'

'তিনবার। তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন কোনটা বেটার লেখা তাহলে আমি বলব চারুলতা।'

'লেখা?' জয়ী অবাক হয়ে গেলেন।

'বাঃ। সেলুলয়েডে লেখাই তো ফিল্ম।'

'তার মানে চারুলতার মতো কোনও মেয়েকে পেলে আপনি প্রেম করতেন?'

'এই বুঝলেন? আপনি যে এমন টিউবলাইট কে জানত!'

'টিউবলাইট? আমি? কি যা তা বলছেন?'

'দেরিতে জ্বলেন। চারুলতাকে দেখলে কি হত জানি না তবে ভূপতিদের কষ্ট দিতে চাই না বলে আমি প্রেমের ব্যাপারে একটুও আগ্রহী নই। আপনি তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করে চলেছেন, এবার আমি আপনাকে কয়েকটা করি?'

'উঁহু। আজকের দিনটা আমার। আপনি শুধু উত্তর দেবেন।' হাসলেন জয়ী, সন্দীপনদাকে আপনার ভূপতি বলে মনে হচ্ছে না? চারুর থেকে ভূপতি তো বয়েসে বড় ছিল!'

'ওইটেই বুঝতে পারছি না। ভূপতি ভালমানুষ ছিলেন। সন্দীপনদা—!

'আমার থেকে কুড়ি বছরের বড় একটা লোককে ভালবেসে যখন বিয়ে করেছিলাম তখন নিশ্চয়ই মন্দমানুষ ছিলেন না!'

'হয়তো। সে সময় হয়তো ছিলেন না। থাকলেও আপনি হয়তো টের পাননি। অথবা পরে হয়েছেন। খুব গোলমেলে ব্যাপার। ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করে।'

'ভাবছেন কেন?'

'এসে যায় ভাবনাগুলো। কি করব।'

'কেন আসে?'

স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'সেই রাতে আপনাদের ওখানে স্নান করার পর থেকেই এটা আসছে। হয়তো তারপরে আপনি চা না খাওয়ালে আসত না।'

'তার মানে আমার ব্যবহার আপনার ভাল লেগেছিল?'

'সে তো ঠিকই!'

'আমাকে নিশ্চয়ই চারুলতা বলে মনে হয়নি আপনার?'

স্বপ্নেন্দু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনার নাম তো জয়ী!'

'গুড। চারুলতার সাহস ছিল না। অথবা চারুলতা ভূপতিকেও একটু একটু ভালবাসত বলে বেরুতে পারেনি। কিংবা অমলেরও মেরুদণ্ড ছিল না। কিন্তু আমাকে সেরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। যাকে আমার ভাল লেগেছে তার জন্যে আমি নরকে পর্যন্ত যেতে রাজি আছি। সন্দীপনদাকে বিয়ে করার সময় কেউ কেউ ওই কথা বলেছিল। কিন্তু তারা জানে না, যতদিন আমার মন চাইবে ততদিন ওই ইচ্ছেটা মরবে না। আমাদের পরের নাটকের বিষয় আপনি জানেন?'

স্বপ্নেন্দু চোখ নামাল, 'না, মানে—, ঠিক!'

'এ কথাগুলোর মানে কি? জানা থাকা সত্ত্বেও আপনি স্পষ্ট বলছেন না। কিন্তু আপনার স্বভাবে তো এটা বেমানান।'

'চায়ের দোকানে একজন কিছু বলছিল। আমি কান দিইনি।'

এই সময় খাবারের প্লেট এল। সেগুলো সাজিয়ে পরিবেশন শেষ হয়ে জয়ী বললেন, নিন আরম্ভ করুন। নাটকটা আমিই লিখেছি।'

'আপনি?'

'কেন, আমি চেষ্টা করতে পারি না? মোহিতবাবু বা মনোজবাবুর মতো হয়তো হবে [illegible]

'[illegible] করেছেন?'

হাঁ' [illegible] পরিচালনা করছেন।'

[illegible] করছেন।'

'না। এ নাটকে আমি অভিনয় করছি না। সন্দীপনদা এতে খুশি নন। তবে সবাইকে খুশি করার দায় তো আমার নেই।'

'আপনি সন্দীপনদাকে দুঃখ দিতে চান?'

'কেউ যদি দুঃখ পেতে চায় তো কিছু করার নেই। ভালবাসা যখন মরে যায় তখন ওইসব অনুভূতি কাজ করে না। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে একসঙ্গে আছি কেন? সেটাও ওই সন্দীপনদার অনুরোধ এড়াতে পারছি না বলে। এখন আমাতে ধরে রাখতে তিনি অপার স্বাধীনতা দিয়েছেন। দলের ছেলেদের কেউ কেউ প্রেম নিবেদন করলে চোখ বন্ধ করে থাকছেন। দলের ছেলেদের কেউ কেউ প্রেম নিবেদন করলে চোখ বন্ধ করে থাকছেন। আমার ভালর জন্যে ওঁর তথাকথিত ভাইদের এসকর্ট হতে বলেছেন! এই যেমন একজনকে দেখলেন।'

'মুশকিল!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্বপ্নেন্দু।

'খান। আমার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

খাওয়া শেষ হলে জয়ী বললেন, 'আমি একটা ফ্ল্যাট খুঁজছি।'

'ফ্ল্যাট?'

'হ্যাঁ। মা-বাবার কাছে সব মেয়ে ফিরে যায়। গেলে আমাকে কথা গিলতে হবে। আপনার সন্ধানে কিছু আছে?'

'না, মানে, আমি—।'

'আবার ওই ভাষা?'

'আমি খোঁজ করব। আচ্ছা সন্দীপনদার প্রতি যে ভালবাসা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল কেন? উনি কি এখন মন্দমানুষ?'

হেসে উঠলেন জয়ী, 'আপনি একেবারে ছেলেমানুষ। ভালবাসা সেই চারাগাছ যাকে প্রতিদিন জল দিতে হয়, পরিচর্যা করতে হয়। যখন কেউ ভাবে আমি পেয়ে গেছি, ও তো আমারই, আর কোথায় যাবে, তখন অযত্নের ধুলো জমতে থাকে। সেই জমা ধুলো থেকে একদিন আঁধি তৈরি হয়ে যায়। আপনি আমার কথা কিছু বুঝতে পারলেন?'

'দারুণ ব্যাপার!' মাথা নাড়ল স্বপ্নেন্দু।

'আপনি বেশ আছেন।' বিল মিটিয়ে দিল জয়ী। দিয়ে বলল, 'আপনি কথা বলতে চাইলেন, আমি বিক্রমকে আলাদা হতে বললাম, ট্রেন থেকে নেমে এলাম, রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ খেলাম, এসব তো আগে থেকে ঠিক ছিল না। এর কোনও ঘটনা ঘটার আগে মনে আসেনি। হঠাৎ আপনাকে এতখানি গুরুত্ব দিলাম কেন বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু পরিচিত কেউ দেখলে বলবে আপনার সঙ্গে প্রেম করছি।'

'মারুন গুলি। উঠবেন?'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'বাড়িতে।'

'সেকি? কাজে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে যাবেন কেন?'

'একটু একা একা ভাবব!'

'কী ভাববেন? আমি কতটা খারাপ?'

'আপনাকে নিয়ে একটা চিত্রনাট্য লেখা যায় কিনা!'

'মেরেছে!' চোখ বড় করলেন জয়ী, 'তার জন্যে এত পরিশ্রম করতে হবে কেন? আমার নাটক থেকেই তো স্ক্রিপ্ট করতে পারেন।'

'নাটক থেকে?'

'হ্যাঁ, ওতেই আমাকে পাবেন।'

'দূর! ওই নাটকে নিশ্চয়ই আপনি নিজেকে যা ভাবেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আমার চিত্রনাট্য আপনাকে নিয়ে আমি যেমন ভাবছি তাই লিখব।'

'কিন্তু ঘটনাগুলো—!'

'ঘটনাগুলোকে এক হতে হবে এমন কোনও মানে নেই।'

'তাহলে আপনার চিত্রনাট্যে আমি কোথায় রইলাম?'

'ঘর ছেড়ে কেউ বেরিয়ে গেলে যেমন তার গন্ধ বাতাসে ভাসে, ফেলে যাওয়া পোশাকে যেমন তার স্পর্শ থাকে অথবা আধপড়া বইয়ে যেমন তার রুচি থাকে, তেমনি আপনি থাকবেন। অনুভবে বোঝা যাবে।'

'না।' মাথা নাড়লেন জয়ী, 'আমি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে থাকতে চাই।'

'মুশকিল। খুব মুশকিল।'

'আপনি যখন মারা যাবেন তখন কোথায় থাকবেন আপনি? কোথাও না। অথচ যদি তখন এই রেস্টুরেন্টে আসি আমি তখন আপনার কথা মনে পড়বে আমার। অমনি আপনি আমার কাছে বেঁচে উঠবেন। শরীর টরীর কিছু না, বুঝলেন!'

'না। বুঝলাম না। আপনি কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছেন?'

'না। মানে ঠিক—।'

'সোনাগাছি থেকে পান কিনে এনেছেন শেষ রাতে, ওখানে নিশ্চয়ই যাওয়া আসা আছে?'

'দূর। সে রাতে প্রথমবার গিয়েছিলাম।'

'কী বলতে চাইছেন? মেয়েদের শরীর আপনি জানেন না?'

'জানব না কেন? ফরাসি আর ইতালিয়ান ছবিতে প্রচুর দেখেছি। একটা সুইডিশ ছবিতে পর্নোগ্রাপির চূড়ান্ত ছিল। কয়েক মুহূর্ত, তারপর ব্যাপারগুলো খুব বোকা বোকা মনে হয়।'

ওরা দুজন বেরিয়ে এল। ঘড়ি দেখলেন জয়ী। তারপর বললেন, 'আপনার সঙ্গে আবার কথা বলার ইচ্ছে থাকল। এরকম কথাবার্তা কাউকে বলতে শুনিনি।'

'আপনার সঙ্গে তো দেখা হচ্ছেই।' স্বপ্নেন্দু বলল।

'দেখা হচ্ছেই?'

'হ্যাঁ। আমার ছবিতে আপনি তো অভিনয় করছেন!'

'সেকি? কখন ঠিক হল?'

'ওই তো, একটু আগে।'

'বাঃ, আমি জানলাম না আর আপনি ঠিক করে নিলেন?' হেসে উঠলেন জয়ী, 'বেশ মজার মানুষ আপনি। চলুন আপনার বাড়িতে যাই।'

'আমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। আজ কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। রোজ তো নিয়ম মেনে ঠিকঠাক কাজ করে যাই। আজ আপনার মতো হওয়ার চেষ্টা করি।'

'আপনি সঙ্গে থাকলে আমি কিছুই ভাবতে পারব না।'

'রোজই তো ভাবেন। আজ না হয় একটু বেনিয়ম করুন।'

শ্যামবাজার স্টেশনে নেমে মণীন্দ্র কলেজের সামনে চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঠে এল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ওখানে গিয়ে আপনি কি করবেন বলুন তো?'

'ভেবে দেখিনি। গিয়ে ভাবব।' জয়ী হাসলেন।

বাড়ির সামনে যখন ওরা পৌঁছলো তখন ভরদুপুর। কড়া রোদ বলে রাস্তাঘাট ফাঁকা। সদর দরজা খোলা। স্বপ্নেন্দুকে দেখে সিগারেটওয়ালা ব্যস্ত হল, 'আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা ছিল বাবু।'

'কী কথা?' স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা জয়ীকে দেখল। তারপর বলল, 'এভাবে বলা যাবে না। কিন্তু আজই কথাটা বলা দরকার। আপনি যদি বলেন তো ঘরে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নেন্দু এগোল।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে জয়ী বললেন, 'এই বাড়ি আপনার?'

'হ্যাঁ। ওই আর কি!'

'হ্যাঁ বলতে কনফিডেন্স পান না কেন বলুন তো?'

স্বপ্নেন্দু হাসল। ইতিমধ্যে দোতলায় ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেন্দুর আসাযাওয়ার সময় কেউ খেয়াল করে না কিন্তু তার সঙ্গে একজন সুন্দরী এসেছে এটা যেন এ বাড়ির ভাড়াটেদের বিশ্বাস হচ্ছে না। ভিড় করে ওরা দেখছিল।

জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কারা?'

'ভাড়াটে।'

'এভাবে দেখছে কেন? আপনার কাছে কোনও মহিলা আসেন না?'

'না। মানে আমি—।'

'ওঃ, না শব্দটাও স্পষ্ট বলতে পারেন না?'

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল স্বপ্নেন্দু, পেছনে জয়ী। বিছানাটাকে বড্ড এলোমেলো এবং ময়লা বলে মনে হল আজ স্বপ্নেন্দুর। সে ঝটপট চেয়ারটা খালি করে বলল, 'বসুন। ঘরটা খুব অগোছালো হয়ে আছে।'

'এটা খুব কৃতিত্বের কথা নয়। যে মানুষ নিজের ঘর গুছিয়ে রাখতে পারে না সে কি করে একটা ফিল্ম ঠিকঠাক গুছিয়ে করবে?'

'দুটো কি এক কথা হল?'

'বেসিক্যালি এক। ওটা কি বই?' চেয়ারে বসে জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইউলিসিস।'

'আপনি এসব পড়েন নাকি?'

'না, মানে ওই আর কি!'

চোখ রাঙালেন জয়ী। বোকা বোকা হাসল স্বপ্নেন্দু। বইটার পাতা ওল্টালেন জয়ী। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দীর্ঘকাল রং না করা দেওয়ালের র‍্যাকে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বই ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে। জয়ী উঠে কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের নাম করে বললেন, 'এতো দেখছি ওঁর ওপর লেখা সব বিদেশি বই। এসব কোথায় পেলেন?

'আমাকে পাঠিয়েছে প্রকাশকরা।

'আপনাকে? কেন?'

'ওঁর ওপর একটা লেখা লেখার কথা আছে—। মানে, উনি শুধু আমাকেই লেখার অনুমতি দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর অন্য সবাই ওঁকে নিয়ে কি ভাবছে তা জানার দরকার বলে—।'

স্বপ্নেন্দু চোখ বন্দ করল, 'খুব কঠিন কাজ।'

'আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন, মানে?'

'প্রমাণ ট্রমান দেখাতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু ওঁর অনুমতিপত্র আমার কাছে আছে।'

'বাব্বা। এসব বই এখানে পাওয়া যায়?'

'না।' স্বপ্নেন্দু বলল, 'সব বই পাওয়া যায় না।'

'অনেক দাম?'

'হুঁ। একজন সব বই-এর জন্যে চার হাজার টাকা দাম দিয়েছে। মূল বই-এর দাম অনেক গুণ হবে। ভাবছি বিক্রি করে দেব।'

'বিক্রি করে দেবেন?'

'হুঁ। সব পড়ে দেখলাম। আমি ওর কাজ নিয়ে যা ভেবেছি এরা তার ধার দিয়েও যায়নি। সব ভাসা ভাসা। হয় প্রশংসা নয় নিন্দে নয় জলে না নেমে মাছ ধরার চেষ্টা। এসব বই রাখার আর কোনও মানে হয় না।

'আপনি তো বিনা পয়সায় পেয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ। কিন্তু পড়েছি, পড়ার তো পরিশ্রম আছে।'

জয়ী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ওই দরজাটা?'

'আমার বাথরুম বলুন টয়লেট বলুন—!'

'একদম একা থাকেন?'

'হুঁ।'

'জ্বর এলে বা খুব শরীর খারাপ হলে কি করেন?'

'দুর! ওসব আমার হয় না।'

জয়ী হেসে উঠলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি একটু রেস্ট নেব। বিছানাটা একটু ভদ্র করে দেবেন?'

'রেস্ট নেবেন? আমার বিছানায়?'

'হ্যাঁ, একটু, এই আর কি!' স্বপ্নেন্দুর বলার ধরন নকল করলেন জয়ী।

অগত্যা যেটুকু পারে সেটুকুই করল স্বপ্নেন্দু। বালিশের কভার বেশ ময়লা হয়ে গেছে বলে ওটাকে খুলে ফেলল। একটা পরিষ্কার তোয়ালে ভাঁজ করে বালিশটার ওপর চাপাল। নির্দ্বিধায় বিছানায় শুয়ে পড়লেন জয়ী। শুয়ে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে রাত ন'টার আগে ডাকবেন না।'

'আপনি ঘুমোবেন?'

'আপনার আপত্তি আছে?'

'না। ঠিক আছে। তাহলে আমি—।'

'ওই চেয়ারে বসে পাহারা দেবেন। এখানে একা থাকলে আমার ঘুম আসবে না।' জয়ী দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুলেন।

নায়িকা নারীর শরীরের রেখা স্বপ্নেন্দুর মাথায় ভাবনা নিয়ে এল। এরকম সুনসান দুপুরে নোনাধরা বিরাট বাড়ির দোতলায় নতুন এসে যে মেয়ে অবলীলায় বলতে পারে আপনার খাটে রেস্ট নেব তাকে নিয়ে এই সময়ের ছবি করা যায়। এই পৃথিবীর সমস্ত সংকীর্ণতা, কৌতূহল অথবা অনুদারতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়তে পারে তাকে হাজার সেলাম। চিত্রনাট্যের শুরুটাই যদি এইরকম হয়? প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল স্বপ্নেন্দু। একবার মনে হল বেরিয়ে গিয়ে কোনও এস টি ডি বুথ থেকে ভবানীপুরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীর কোনও ছবির পরিচালক এই রকম সোজা মেয়েকে নিয়ে এর আগে ছবি করেছেন কি না?

এই সময় দরজার কড়া নড়ল। স্বপ্নেন্দুর ভাবনাটা থমকে গেলেও সে চেয়ার ছাড়ার তৎপরতা দেখাতে পারল না। এবার দরজাটা অর্ধেক খুলে গেল। স্বপ্নেন্দু দেখল সিগারেটওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে।

'কী চাই?'

লোকটা দু প্যাকেট ডানহিল এগিয়ে ধরল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে-দুটো ধরল স্বপ্নেন্দু, 'এত দামি সিগারেট আর খাব না। এই শেষবার।'

'ঠিক আছে।' লোকটা বিছানায় শুয়ে থাকা জয়ীকে দেখল। জয়ীর পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দুর এই প্রথমে মনে হল জয়ীর নিতম্ব বড্ড বেশি প্রকট হয়ে আছে যা এই লোকটার দেখা উচিত নয়। কিন্তু সে তো চেষ্টা করলেও ওটিকে নিষ্প্রভ করতে পারে না।

'কি কথা বলবে?'

'ইয়ে বাবু, আমার টাকাগুলো দিয়ে দিন।' লোকটা খাট থেকে চোখ না সরিয়ে বলল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর মুখের চেহারা কিরকম বদলে গেছে।

'কিসের টাকা?'

'এই যে সিগারেটের দাম। এত বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমি কোনওদিন কিছু বলিনি। আজ যা কানে এল তারপর না বলে পারছি না। আমি গরিব মানুষ। টাকাটা মার গেলে আমি মরে যাব।'

'আঃ টাকা মার যাবে কে বলেছে!'

'যাবেই বাবু।'

'ঠিক আছে, কত টাকা পাও। আমি এই বই বিক্রি করে চার হাজার পাব, তা থেকে তোমার সিগারেটের দাম শোধ করে দেব।'

'সেকি বাবু?' লোকটা চোখ বড় করল, 'চার হাজারে কি হবে?

'তার মানে? কত টাকা তুমি পাও আমার কাছে?'

লোকটা তার অন্য হাতে ধরা মোটা খাতা বের করল, 'এখানে গত বছরের হিসেব লেখা আছে। এর আগে আরও দুটো খাতা আছে। প্রতিদিন যা নিয়েছেন তা লিখে আপনাকে সই করিয়ে নিয়েছি। নিয়েছি না?'

'তা নিয়েছ।'

'আপনি আজ পর্যন্ত দিয়েছেন পাঁচশো তিরিশ টাকা। আর সিগারেট খেয়েছেন সাতানব্বুই হাজার টাকা। সত্তর পয়সা বাদ দিলাম।

'সাতানব্বুই হাজার?' পায়ের তলার মেঝে নরম হয়ে গেল যেন।

'হ্যাঁ বাবু। আপনি হিসেব চেক করে নিন।'

'কিন্তু ভাই অত টাকা এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করত হবে। এই ধরো বছর খানেক, তারপর সব শোধ করে দেব।'

'না বাবু, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'এতদিন পারলে আর এই ক'টা দিন—, আমি কি পালিয়ে যাব?'

'তা যাবেন না। কিন্তু ভাগ বসাবার লোক বেড়ে যাবে।'

'মানে বুঝলাম না।'

'খাবারের দোকানের ঠাকুর আর সেলুনওয়ালা আপনার নামে খাতা খুলেছে। আপনি পাঁচ টাকার খাবার খাবেন আর ওরা সই করিয়ে নিয়ে লিখে রাখবে একশ টাকা। আপনি জিন্দেগিতে শোধ করতে পারবেন?'

'সেকি?' আঁতকে উঠল স্বপ্নেন্দু, 'আমার মনে হয়েছিল ওরা ভালমানুষ!'

'আপনি একটু উদাস প্রকৃতির মানুষ তো! বাবু আমার টাকাটা দিন।'

'কিন্তু কোত্থেকে দেব বলো?'

'আমি একটা উপায় বলব?'

'বলো।'

'এই বাড়িতে অনেক ভাড়াটে। ভাড়াও কম। আর বাড়িটার বেশ বয়স হয়ে গেছে। ভাড়াটে সমেত বিক্রি করতে চাইলে দাম পাবেন না। তাই টাকা না দিতে পারলে বাড়িটাই আমাকে লিখে দিন।'

'এ বাড়ি তোমাকে লিখে দেব?'

'হ্যাঁ। আমি আরও কিছু টাকা দিচ্ছি। ওই তিন হাজার দিলে পুরো এক লাখ হয়ে যাবে। এ বাড়ি থেকেও তো আপনার কোনও লাভ হচ্ছে না। মাঝখানে থেকে ঋণমুক্ত হয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, কেউ খাতা খুলতে চাইলে রাজি হবেন না।'

'বলছ?'

হ্যাঁ বাবু। এটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। আমি উকিলবাবুকে বলে রেখেছি। তিনি কাগজপত্র তৈরি করে আজ রাত্রেই দিয়ে দেবেন। আপনি সই করে দিলেই আমি তিন হাজার নগদ টাকা দিয়ে দেব। বাবু, ইনি কে?' সিগারেটওয়ালা ইশারা করল।

স্বপ্নেন্দু উত্তর দেবার আগেই জয়ী উঠে বসলেন, 'আপনারা এত কথা বলছেন না যে ঘুম এল না। ডানহিলের প্যাকেট দেখছি! একটা দিন তো!'

'আপনি সিগারেট খান?'

'একমাত্র আপনারই খাওয়ার অধিকার আছে একথা কোথায় লেখা আছে?'

'না, মানে—। নিন।' প্যাকেট প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু। প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে ধরালেন জয়ী, 'আপনি দেখছি বেশ বড়লোক!'

'না না, ও দিত বলে—।' স্বপ্নেন্দু থেমে গেল।

'সাতানব্বই হাজার টাকার সিগারেট খাইয়েছেন।' সিগারেটওয়ালার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জয়ী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

'হ্যাঁ দিদি।'

'টাকাটা পেলে খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে লিখে দেবেন?'

'উনি টাকা দিতে পারবেন না, বললেন তো, সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে!'

'ধরুন, উনি টাকাটা দিয়ে দিলেন!'

'তাহলে আর কি করা যাবে! নিয়ে নেব।'

'কিন্তু তার আগে আপনার হিসেব চেক করা দরকার।'

'একদম ভুল পাবেন না দিদি। সব ঠিক আছে। তবে যখন টাকা দেবেন তখন চেক করে নেওয়াই ভাল। এটা দেখুন, আমি বাকিগুলো আনছি।' খাতাটা খাটের ওপর রেখে লোকটা বেরিয়ে গেল।

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'আপনি জানেন না আমার পক্ষে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'টাকা না না দিলে ও আপনার বাড়ি নিয়ে নেবে।'

'দুর। এই পুরোন বাড়ি রেখে কি হবে?'

'কিছু হবে না?'

'না।'

'তাহলে চুপ করে বসে থাকুন।' জয়ী হাসলেন, 'এক কাপ চা পাওয়া যেতে পারে? আমি রোজ এসময় চা খাই।'

'চা? নিয়ে আসতে হয়।'

'একটু ম্যানেজ করুন না। দাঁড়ান।' জয়ী দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। খানিকটা দূরে ভাড়াটে মেয়ে এবং কিছু পুরুষ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। জয়ী বললেন, 'আপনারা কেউ আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবেন? এ ঘরে তো চায়ের কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, তাই—।'

'সঙ্গে সঙ্গে হুটোপুটি আরম্ভ হয়ে গেল। কে চা করবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলে জয়ী খাটে এসে বসলেন, 'আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে গেল।'

স্বপ্নেন্দুর কানে কথাগুলো পৌঁছলো না। সে বিড়বিড় করল 'আমি এই লোকগুলোকে একটুও বুঝতে পারিনি। ওদের ভালমানুষ ভেবেছিলাম? কি মুশকিল? তাহলে ছবি করব কি করে?'

এই সময় সিগারেটওয়ালা দুটো মোটা খাতা নিয়ে ফিরে এল। গত পনেরো বছর ধরে স্বপ্নেন্দু যত সিগারেট খেয়েছে তার হিসেব লেখা রয়েছে ওই তিন খাতায়। জয়ী পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন, 'ডাবল ফাইভ ফাইভের দাম এক এক পাঠায় এক একরকম দেখছি যে।'

'ওটা যেমন দামে পাই তেমন দামে বিক্রি করি।'

স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করল, 'আমি ডাবল ফাইভ ফাইভ খাইনি। ওটা খেতে একটুও ভাল লাগে না আমার। তুমি ভুল লিখেছ।'

'আপনি না খেলে আমি লিখব কেন বাবু। তলায় আপনার সই আছে।'

'সই কি আমি দেখে করতাম?'

'বাঃ। এখন উল্টোপাল্টা বললে কি চলে?' লোকটা হাসল।

'আপনি যে এতদিন ধরে বিদেশি সিগারেট বিক্রি করছেন, আপনার নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে। ওটা একটু দেখান।' জয়ী বললেন।

'লাইসেন্স? কি যে বলেন? এগুলো টানা মাল। সবাই বিক্রি করে বলে আমিও বিক্রি করি। লাইসেন্স কোথায় পাব?'

'লাইসেন্স ছাড়া বিক্রি করলে আপনার জেল হতে পারে। আপনি তো উকিলকে দিয়ে কাগজপত্র করাচ্ছেন। এই খাতা নিয়ে আগে থানায় চলুন। সেখানে ফয়সালা হবে আপনি কত পাবেন। সেই মতো আপনাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।'

'থানার বড়বাবুও জানেন আমি এখন ডানহিল বিক্রি করি।'

'বড়বাবুর যিনি বড়বাবু তিনি জানলে দেখবেন আপনার থানার বড়বাবু কিছুই জানেন না। চলুন তাহলে!' জয়ী তিনটে খাতা হাতে নিলেন।

'এ আবার কি ঝামেলায় পড়লাম। আপনি গরিবের গলায় পা দিচ্ছেন দিদি। উনি যে বাকিতে সিগারেট খেতেন এটা তো ঠিক?'

'ঠিক। কিন্তু টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না। তাও আমি অনেক বাড়িয়ে বললাম। ভেবে দেখুন, কি করবেন?'

লোকটা পিটপিট করে তাকাল, 'বেশ। এখন আপনি যা বলবেন তাই আমাকে মানতে হবে।'

'বাঃ। গুড। আপনি তো এই বাবুর ভাড়াটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এক মাসের মধ্যে দোকান ছেড়ে দিতে হবে।'

'সেকি? কেন? আমি রেগুলার ভাড়া দিই।'

'রসিদ দেখান।'

'না, মানে, খাতায় দেখুন, লেখা আছে।'

'যদি ছেড়ে না যান তাহলে এই খাতা পুলিশের কাছে যাবে আর একটা পয়সাও আপনি পাবেন না।'

'একদম মরে যাব দিদি। দেশে ছেলে বউ না খেয়ে মরবে।'

'কত ভাড়া দেন?'

'আশি টাকা।'

'এ মাস থেকে পাঁচশো টাকা দিতে পারবেন?'

'পাঁচশো টাকা? কোন আইনে—'

'আইন দেখালে থানায় যাব।'

'না, দেখাচ্ছি না। কিন্তু অত বিক্রি হয় না দিদি। একটু কম করুন তিনশো। তিনশো করেই দেব।'

'চারশো। খাতাগুলো আমার কাছে থাকল। কাল এই বাবুর কাছে এসে টাকা নিয়ে যাবেন। পঞ্চাশ হাজার। যান।' জয়ী হাত নাড়লেন।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই জয়ী স্বপ্নেন্দুর দিকে তাকালেন। স্বপ্নেন্দু পাথরের মতো বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। জয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে আপনার কি রকম মানুষ বলে মনে হচ্ছে?'

স্বপ্নেন্দু কথা না বলে মাথা নেড়ে বলল জানে না।

'আপনার এত উপকার করলাম যখন তখন তো আমার ভালমানুষ হওয়ার কথা। আপনাকে এখন আমি একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক দিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালে ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ করে আনবেন। আমি বারোটা নাগাদ আসব। আমার সামনে ওই লোকটাকে পেমেন্ট করবেন। ঠিক আছে?' জয়ী বললেন।

'আপনি খামোকা আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন কেন? আমি কবে শোধ করতে পারব তা নিজেই জানি না!'

'সেটা আগামী কাল বলব। আচ্ছা আজ চলি!' জয়ী বলামাত্র দরজায় শব্দ হল। স্বপ্নেন্দু উঠে এগিয়ে গিয়ে দেখল এক ভাড়াটের স্ত্রী দু'কাপ চা আর থিন অ্যারারুট বিস্কুট ট্রেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে ট্রে নিতেই মহিলা দ্রুত ফিরে গেলেন। স্বপ্নেন্দু টেবিলে ট্রে রেখে কাপ আর বিস্কুট এগিয়ে ধরল, 'চা খান।'

চায়ের কাপ নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করলেন জয়ী, 'খেয়ে দেখনু তো, পেঁয়াজের গন্ধ পান কিনা!'

স্বপ্নেন্দু চুমুক দিল, হ্যাঁ, একটু।'

'থাক।' কাপ ট্রেতে রেখে জয়ী ব্যাগ খুলে একটু ভাবলেন, 'থাক, আপনাকে কষ্ট দেব না। আমিই ব্যাঙ্ক ঘুরে আসব। আমি এখন চলি, আপনি এখন ভালমানুষ মন্দমানুষের স্ক্রিপ্ট লিখুন।'

'না। ওই ছবি আমি করছি না।'

'সেকি?'

'অন্য একটা ভাবনা মাথায় এসেছে। জয়ী, আপনি খুব ভাল।'

'ধন্যবাদ।' জয়ী চলে গেলেন।

বিকেলবেলায় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নেন্দু। বইগুলো বিক্রি করে নগদ সাড়ে তিন হাজার পেয়েছে সে। যা দাম বলেছিল তা থেকে পাঁচশো কম দিল লোকটা। এ থেকে অন্তত তিন হাজার জয়ীকে দিয়ে দিলে বাকি থাকবে সাতচল্লিশ হাজার। এই সময় সে নিজের নামটা শুনতে পেল। চিৎকার করে কেউ তাকে ডাকছে। চারপাশে তাকাল স্বপ্নেন্দু। এক পেট ভিড় নিয়ে যে বাসটা বেরিয়ে গেল তার ফুটবোর্ড থেকে লাফিয়ে নেমে হাত নাড়তে লাগল মহানাম।

মহানামকে দেখে একটু বেঁকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। এককালে কফিহাউসের দরজা খুলত মহানাম, রাত্রে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকত। ওটাই ওর সারাদিনের ঠিকানা। বন্ধুবান্ধবরা এলে ও শুধু এক প্লেট পকৌড়া খেতে চাইত। সারাদিনে তিন প্লেট জুটে গেলে ওর লাঞ্চ-জলাখাবারের প্রয়োজন মিটে যেত। মহানামের কবিতার হাত মন্দ নয়, আঁকার হাত বেশ ভাল। কিন্তু ওর এক দুঃসম্পর্কের দাদা কবি এবং আঁকিয়ে হিসেবে বিখ্যাত বলে ও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে।

কাছে এসে মহানাম বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হয়েছে। একটু আমার সঙ্গে আসবে? এই ঠনঠনের সামনে।'

'কি ব্যাপার?' স্বপ্নেন্দু সন্দিগ্ধ হল।

'আজ আমার বিয়ে।' মহানাম উদাস গলায় বলল।

'সেকি? বিয়ে? তোমার? বেশ অবাক হয়ে মহানামকে দেখল স্বপ্নেন্দু। পরনে প্রতিদিনের মতো ময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা। কাঁধে ঝোলা।

'ওভাবে দেখার কি হল? হৃদয়ে প্রেম এলে মানুষ তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। তুমি আমার একটু উপকার করতে পারবে তো এসো!' মহানাম বলল।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

মহানাম আগে আগে হাঁটছিল। ওর নাম যখন প্রথম সে শুনেছিল তখন ভেবেছিল মহানাম বৌদ্ধ। কিন্তু পরে জেনেছিল নামকরণ করার সময় ওর ঠাকুর্দা বলেছিলেন, 'ওর

নাম রাখা হোক মহানাম, এর চেয়ে বড় নাম হয় না।' সেই মহানাম বিয়ে করছে। ওর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক কালই তেমনভাবে নেই। কখনও এর বাড়িতে কখনও এর বাড়িতে কখনও ওর বাড়ি বাস করে। পার্কসার্কাস কবরখানার দারোয়ানের ঘরে ছিল অনেকদিন। সেই মহানাম বিয়ে করছে। ওর বউ কে? কি করে? স্বপ্নেন্দু মনে করতে পারল, ওর হাতের লেখা এবং লেখার ভাষা পড়ে অন্নদাশংকর রায় একবার প্রশংসা করেছিলেন। এক সময় লিটল ম্যাগাজিনগুলো ওকে দিয়ে মলাট আঁকিয়ে নিত বিনা পয়সায়। মহানাম কি এখন ভাল কাজকর্ম করছে?

একটা লন্ড্রির মধ্যে ঢুকে গেল মহানাম। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নেন্দু। সে ভাবছিল, মহানাম কি তার ছবির চরিত্র হতে পারে? মহানাম তাকে ডাকতেই সে দেখল ময়লা পাঞ্জাবি খুলে ফেলে ধোপদুরস্ত নতুন কাচা পাঞ্জাবি পরছে মহানাম। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটু পর্যন্ত বলে পাজামা পাল্টাতেও অসুবিধে হল না। চুলে হাত বুলিয়ে মহানাম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে এখন?'

'ভাল।' সত্যি ভাল লাগছিল স্বপ্নেন্দুর।

মহানাম দোকানদারকে বলল, 'এ দুটো কাচিয়ে রাখবেন। কত হয়েছে? বারো টাকা? এই স্বপ্নেন্দু, টাকাটা দিয়ে দাও তো!'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে তাকাল।

মহানাম বলল, 'একটু ভদ্রস্থ না হয়ে বিয়ে করতে যাওয়া যায়? তুমিই বলো।'

অগত্যা টাকাটা দিতে হল স্বপ্নেন্দুকে। বাইরে বেরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পকেটে টাকা না রেখে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

'কি করব? চন্দ্রা এমন করে ধরল। আজই সই করতে হবে। দাঁড়াও।' একটা ছোট স্টেশনারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মহানাম জিজ্ঞাসা করল, 'সব চেয়ে সস্তার ব্লেড কি আছে? যা আছে দিয়ে দিন।'

দোকানদার একটা ব্লেড দিয়ে বলল, 'কুড়ি পয়সা।'

মহানাম স্বপ্নেন্দুকে ইশারা করল। এতএব কুড়িটা পয়সা দিতে হল। ব্লেড নিয়ে সামান্য হেঁটে একটু নির্জন জায়গায় চলে এসে মহানাম মোড়ক ছাড়িয়ে বলল, 'ধরো, একটা লম্বা সোজা রেখা ওপর থেকে নেমেছে, তার দুই ইঞ্চি পাশে ওই রেখার ওয়ান ফোর্থ একটা সরলরেখা সমান্তরালভাবে নেমেছে। দুটো রেখার প্রান্ত দেশ এক লেভেলে থাকবে। বুঝতে পারলে?'

'কি হবে?'

ব্লেডটা স্বপ্নেন্দুর হাতে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মহানাম, 'পাঞ্জাবির পিঠের মাঝখানে ব্লেডটা দিয়ে কেটে ওই রেখা দুটো আঁকো।'

'সেকি?' আঁতকে উঠল স্বপ্নেন্দু, 'নতুন পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফেলবে?'

'ছিঁড়ছি কে বলল? ডিজাইন করছি। শ্যামলা পিটের ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা পাঞ্জাবিতে ডিজাইনটা দারুণ লাগবে। যা বলছি তাই করো। হেল্প মি!'

অগত্যা পাঞ্জাবির পিঠে দুটো রেখা কাটল স্বপ্নেন্দু। তাতে সতর্ক থাকতে হচ্ছিল যেন মহানামের পিঠ কেটে না যায়। দৃশ্যটাকে অদ্ভুত লাগল। যে কেউ বুঝতে পারবে পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে যায়নি, ইচ্ছে করে কাটা হয়েছে। ব্লেডটাকে ভেঙে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে মহানাম বলল, 'শোনো, খালি হাতে বিয়ে করতে যেতে খারাপ লাগছে। আর আমার বিয়ে বলে তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগছে, গেলে উপহারও দিতে। তাই গোটা দশকে টাকা দাও, এক গোছা লাল গোলাপ কিনে নিয়ে যাই।'

স্বপ্নেন্দুর পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের হল না। খুচরো নেই। যা আছে সবই সদ্য পাওয়া একশ টাকার নোট। তারই একটা মহানামকে দিয়ে বলল, 'ফুল কিনে আমার টাকায় বউকে ভালমন্দ খাইয়ে দিও।'

'ধন্যবাদ।' বলে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল মহানাম। ওর ট্যাক্সি চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্নেন্দু।' কোন মহিলা মহানামকে বিয়ে করছেন? তিনি কি করেন? মহানামের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই বিরাট প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন। মহানামকে ছবির নায়ক করলে কিরকম হয়? যাঃ, জয়ীকে যে চরিত্রে সে ভেবেছে সেই চরিত্র মহানামকে একটুও সহ্য করতে পারবে না। দুই প্রতিভা কখনও একটা গাড়ি টানতে পারে না।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে চিত্রনাট্য লিখতে বসল স্বপ্নেন্দু। তার আগে ঠাকুরের দোকানে গিয়ে সকালের খাবারের দাম মিটিয়ে দিল। আগামীকাল সেলুনে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। বেশ ভাল লাগছে এখন।

'সুনসান দুপুর। কলকাতার একটি গলিপথ। কড়া রোদ বলে পথে কেউ নেই। খোলা কলের একটু দূরে কয়েকটা কাক জল খাচ্ছিল।' এই অবধি লিখে থমকে গেল স্বপ্নেন্দু। শুটিং-এর সময় যদি কাক না পাওয়া যায়! অথবা সেদিন সকাল থেকেই যদি ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে তাহলে কড়া রোদ কোথায় পাবে? আবার বৃষ্টির দিন লিখতেও পারছে না। সেদিনই হয়তো বৃষ্টি হল না। এই জন্যেই কাগজে কলমে চিত্রনাট্য লিখতে চায় না। এই কড়া রোদ এবং তৃষ্ণার্ত কাকের কথা লিখলে এবং পাশে ছবি এঁকে রাখলে সেটা মাথায় এমনভাবে ঢুকে যাবে যে শুটিং-এর সময় তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কষ্টকর। গৌরী সেনের টাকায় যার ছবি করে তারা এইরকম একটা দুপুর পেতে দিনের পর দিন ক্যামেরা নিয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু চিত্রনাট্য না পেলে তথ্যমন্ত্রী টাকা দেবেন না! স্বপ্নেন্দু মনে মনে বলল, 'মুশকিল!'

ঠিক বারোটার সময় জয়ী এলেন ঘরে, পেছনে সিগারেটওয়ালা।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আসুন, আসুন।'

একটা টাইপ করা কাগজ বের করে জয়ী সিগারেটওয়ালাকে বললেন, 'এখানে লেখা আছে আপনি ওঁর কাছে এতকাল সিগারেটের দাম বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতেন। সেই টাকা আজ ফেরত পেয়ে গেলেন। পড়ে সই করুন।'

'পড়ার কি দরকার! আপনারা কি মিথ্যে কথা বলবেন।' নির্দ্বিধায় সই করে দিল লোকটা। ব্যাগ থেকে পাঁচটা দশ হাজারের বান্ডিল বের করে সামনে রাখতেই লোকটা দু'হাতে সেগুলো তুলে নিল।

জয়ী বললেন, 'এবার আপনি চলে যেতে পারেন।'

টাকাগুলো কোনও মতে দু'পকেটে ঢুকিয়ে লোকটা চলে যেতে স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি খারাপ লাগছে। আমি বইগুলো বিক্রি করে যা পেয়েছি তা থেকে তিন হাজার নিন।'

জয়ী খুব অবাক হলেন, 'কেন?'

'একটু ঋণ কমুক।'

'বাকিটা কবে শেষ হবে?'

'সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, আমি কোনও কথা দিতে পারছি না। এই জন্যেই আপনাকে আমি নিষেধ করেছিলাম গতকাল। এই পুরনো বাড়িটা লোকটা নিয়ে নিলে কি এমন ক্ষতি হত আমার। আপনি কথা শুনলেন না!'

'বেশ তো, লোকটাকে দিয়ে দিচ্ছিলেন যখন তখন আমাকে দিতে আপনার নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধা নেই। তবে একেবারে বিক্রি করতে বলছি না, মর্টগেজ রাখুন। তিন বছরের মধ্যে ছাড়িয়ে নিতে না পারলে এটা আর আপনার থাকবে না। আপনাকে ভাল সুযোগ দিলাম!' জয়ী হাসলেন।

'দূর! মর্টগেজ আবার কি! ওসবর ঝামেলায় আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?'

'তাহলে?' জয়ীর কপালে ভাঁজ পড়ল।

'এটা আপনি নিয়েই নিন। এত টাকা দিলেন!'

জয়ী বললেন, আপনি বিক্রি করতে চাইলে হয়তো চার লাখ পেতেন। ভাড়াটে না থাকলে তিনগুণ বেশি। সেটা করে আমার টাকা না হয় ফিরিয়ে দিন।'

'কী মুশকিল! এসব করলে আমি মরে যাব।'

'মরে যাব মানে?'

'আমি কিছু ভাবতেই পারব না। ছবিটা হবে না। দেখুন, আমার বাবা এই বাড়িতে ছিলেন। বাড়িটা ওঁর প্রিয় ছিল। কিন্তু মরে যাওয়ার পর বাড়িটা ওঁর কোন উপকারে এল? লোকে ওঁর কথা ভুলেই গেছে। আমি একটা দাগ কেটে যেতে চাই। বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকলে আমার অবস্থা বাবার মতো হবে।' খুব গম্ভীর গলায় বলল স্বপ্নেন্দু।

'চমৎকার। তাহলে এই কাগজটায় সই করে দিন। সাক্ষীদের পরে সই করিয়ে নেব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। নিশ্চয়ই আপনার একার নামে বাড়ির মালিকানা রয়েছে আর কারও কাছে বাড়ি লিখে দেননি?'

'একশোবার নয়। আপনি আমাকে কি ভাবছেন বলুন তো?'

'ভাবার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়? শুধু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।'

'মুগ্ধ?'

'আপত্তি আছে?'

'না, কি মুশকিল।'

'মুশকিল কেন?'

'ধরুন সুনসান দুপুর, কড়া রোদ। অথবা টিপটিপে বৃষ্টি, আকাশে মেঘ। উত্তর কলকাতার একটা গলিতে যে মেয়েটি হাঁটছে তার কপালে হলুদ টিপ, পরনে হলুদ শাড়ি। হঠাৎ একটা নোনাধরা বাড়ি দেখতে পেয়ে সে দাঁড়াল। তার চোখ বলছিল ওই বাড়িতে সে কখনও ঢোকেনি। আজ ঢুকল। সোজা দোতলায় উঠে একটা আধখোলা দরজার সামনে গিয়ে দেখল ঘরে কেউ বই পড়ছে। যে পড়ছে সে মেয়েটিকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে, আপনি? এখানে কি করে এলেন?'

মেয়েটি হাত নাড়ল, 'এলাম। উঠুন তো, আমি একটু রেস্ট নেব।'

স্বপ্নেন্দু চোখ খুলল, 'চিত্রনাট্যের শুরু এভাবে ভেবেছি। আপনি ওই মেয়েটির চরিত্র করছেন। ব্যাপারটা ফ্যান্টাস্টিক হবে, তাই না?'

'না মানে, আমার প্রতি নয়, চরিত্রটার প্রতি আপনাকে মুগ্ধ হতে হবে। আপনি যেমন তেমনি বিহেভ করবেন।'

'অর্থাৎ আমাকে আমার প্রতি মুগ্ধ হতে হবে?'

'ঠিক তাই।'

'সই করুন।'

'স্বপ্নেন্দু রায়, নিজের নামটা লিখে নিজেই খুশি হল স্বপ্নেন্দু। পর্দায় যখন এই নামটা ভাসবে তখন তার স্বপ্ন সফল।

'তাহলে এখন থেকে এই বাড়ি আমার হয়ে গেল।' কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢোকালেন জয়ী, 'মোট কটা ঘর আছে?'

'ঘর? আটটা। কিন্তু সব ঘরে ভাড়াটে আছে।'

'তিন বছর বাদে ওরা থাকবেন না। আপনার কাছে তো এখন টাকা আছে। ভাল টাকা। আপনি কোনও হোটেলে বসে নিশ্চিন্তে চিত্রনাট্য লিখুন।'

'কেন? ওই ঘরটা তো—।'

'বাড়িটা আমি নিয়েছি। আমার ইচ্ছের ওপর আপনার থাকা নির্ভর করছে। আপনাকে বলেছিলাম আমি একটি ফ্ল্যাট খুঁজছি। আপাতত এই ঘরটাকে ঠিকঠাক করে নিলে আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমরা দুজনে তো একসঙ্গে এ ঘরে থাকতে পারি না!'

চিন্তিত হল স্বপ্নেন্দু, 'আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি কোথায় যাই বলুন তো?'

'সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে।'

'আমার জিনিসপত্র?'

'এগুলোকে জায়গা খুঁজে পেলে নিয়ে যাবেন!'

'ও! মুশকিল। মানে—'

শব্দ করে হেসে উঠলেন জয়ী, 'আবার ওই ভাষায় কথা বলছেন? ঠিক আছে বাবা, আপাতত থাকুন এখানে। তবে তিন বছরের মধ্যে টাকা শোধ করে না দিলে এই বাড়ি আমার হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া করেছেন?'

'না।'

'আমার আজ সময় নেই। খেয়ে নিয়ে লিখতে বসুন; হ্যাঁ, খাতায় সই করে ধার রেখে আর খাবেন না। এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে?'

'হ্যাঁ। এই যে।' দ্বিতীয় চাবি এগিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু।

এটা আমার কাছে রইল। চললাম।' জয়ী চলে গেলেন।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে স্বপ্নেন্দু দেখল সে কিছুই ভাবতে পারছে না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় এই বাড়ি মর্টগেজ রাখল বলে তার একটুও আফসোস হচ্ছে না। তিনটি বছর অনেক সময়। এই তিন বছরে ছবি শেষ করে বার্লিন, কান, টরোন্টো, টোকিওর ফেস্টিভ্যালগুলোতে ছবি দেখিয়ে আসা যাবে। তাহলে আর দেখতে হবে না। তথ্যমন্ত্রী জানতে পেরে বড় সরকারি ফ্ল্যাট কম ভাড়ায় দিয়ে দেবেন। কিন্তু এ কথা ঠিক, জয়ী তার খুব বড় উপকার করলেন আজ। নইলে সিগারেটওয়ালা বাড়িটার দখল নিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলত। ব্যাটা পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িয়ে বলেছিল?

খিদে পাচ্ছিল। পকেটে টাকাও আছে। কিন্তু বেরুতে ইচ্ছে করছিল না এখন। স্বপ্নেন্দু শুয়ে পড়ল। তার চোখের সামনে জয়ীর মুখ। জয়ী এই খাটে শুয়ে আছে। রেস্ট নিচ্ছে। তার পাশ ফিরে শোওয়া শরীরের রেখা অদ্ভুত ছবি তৈরি করছে দেওয়ালের পটভূমিকায়। ঘরের বাইরে তখন বেশ ভিড়। ছেলেটি, যার ঘর, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কি করবে বুঝতে না পেরে। তাকে ঘিরে ভিড়টা নানান প্রশ্ন করে যাচ্ছে। জয়ী ছেলেটির কেউ হয় না জানার পর একজন বলল, 'কি আশ্চর্য। জোরজবরদস্তি নাকি? বের করে দাও ঘর থেকে।'

একজন মহিলা বললেন, 'কি নির্লজ্জ মেয়েমানুষ রে বাবা। দেশটা কি হয়ে গেল?'

এই সময় দরজায় জয়ী এসে দাঁড়াল, 'কথাটা কে বললেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা বরফ হয়ে গেল। জয়ী জিজ্ঞাসা করল, 'স্বীকার করবেন না?'

তবু কেউ কথা বলল না।

জয়ী বললেন, 'এই হল আপনাদের সমস্যা। আমাকে আপনারা নির্লজ্জ বললেন। এই ভদ্রলোককে আমি চিনি। খুব টায়ার্ড ছিলাম বলে রেস্ট নিতে চেয়েছিলাম। এতে অন্যায় কোথায়? আর আপনি? আপনাকে বলছি, সারাজীবন ধরে একটা পুরুষের বিনা মাইনের ঝি হয়ে রইলেন, তার সেবা করলেন, সন্তান দিলেন কারণ তিনি আপনাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে খাওয়াপরা দেওয়ার চুক্তিতে পাঁচজনকে সাক্ষী রেখে নিয়ে এসেছেন। এই জীবন যাপন করতে আপনার লজ্জা করে না। বলুন, কে বেশি নির্লজ্জ? আমি না আপনি?'

স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করল। সংলাপ একটু বড় হয়ে গেল না তো! বলার ধরনের মেলো এসে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিভাবে আরও কম কথায় বলা যায় ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর এক স্বপ্ন দেখল সে। একটা লম্বা টেবিলে শুয়ে আছে জয়ী। ঠিক মাঝখানে হাজার পাওয়ারের বালব জ্বলছে। টেবিলের চারপাশে পাঁচজন মানুষ দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে তাকে। এদের একজন মন্ত্রী, একজন সাংবাদিক, একজন নামকরা ডাক্তার, একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং শেষজন খুব সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী বললেন, 'এই মেয়েছেলেটা এতদিন আমাদের জ্বালাচ্ছিল। এ দেশের অন্য মেয়েছেলেরা যা পারেনি এ তাই করতে চেয়েছে। অনেক কায়দা করে একে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।

আপনারা একে দেখতে চান?' চারজনেই মাথা নাড়ল। ডাক্তার বলল, 'ওর শরীরের গঠন দেখা দরকার।' সাহিত্যিক বলল, 'শরীর থেকে কিরকম আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে বোঝা দরকার। সংবাদিক বলল, 'কোন বিশেষ স্কুপ পেতে পারি দেখলে।' পাবলিক বলল, ' মেয়েছেলের শরীর একই রকম হয়। তবু দেখতে লোভ লাগে।'

মন্ত্রী হাততালি দিতেই একজন জয়ীর ওপর ঢেকে রাখা চাদর সরিয়ে দিল। সবাই যখন ঝুঁকে পড়েছে আরও তখন জয়ী উঠে বলল, 'কি দেখছিস তোরা? তোদের প্রত্যেকের মা আমার মতো দেখতে ছিল। দ্যাখ, নিজের মাকে দ্যাখ।'

স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ভাঙতেই লাফিয়ে উঠল স্বপ্নেন্দু। পেয়েছি, পেয়েছি। ইউরেকা। সে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। তার ছবির শেষ দৃশ্য পেয়ে গেছে সে। প্রথম আর শেষ দৃশ্য পেয়ে গেলে মাঝখানেরটা পেতে কি আর অসুবিধা হবে? চটপট লিখতে বসে গেল স্বপ্নেন্দু।

সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বের হল সে। রাস্তায় পা দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে চিন্তায় পড়ল। জয়ী যদি সত্যি আজ থেকে ঘর ছাড়তে বলতেন তা হলে সে কি করত? আজ না হয় পকেটে টাকা আছে কিন্তু যদি না থাকত? সে চিন্তা করতে লাগল। নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে গিয়ে থাকতে হত? কার বাড়িতে? এই কলকাতায় তার কোন আত্মীয় নেই, বন্ধুও নেই। পরিচিত মুখগুলোর কথা মনে এল কিন্তু কেউ কি তাকে থাকতে দেবে?

উত্তর কলকাতার একটি বড় রেস্টুরেন্টে স্বপ্নেন্দু আজ ঢুকল। নানান সুখাদ্যে প্রায় আড়াইশো টাকা খরচ করে গেল। যাদের টাকা আছে তারা পৃথিবীর সব সেরা জিনিস উপভোগ করতে পারে এই সত্যটুকু আর একবার হৃদয়ঙ্গম করল সে। তারপর সে হাঁটা শুরু করল। এখন রাত হয়েছে। দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন কম। চলতে চলতে স্বপ্নেন্দু বিশ্বাস করে ফেলল তার আজ রাত্রে কোথাও শোওয়ার জায়গা নেই। কোনও হোটেলে গিয়ে থাকবে? দেখতে কেমন লাগে? কিন্তু এই টাকা ফুরিয়ে যাবেই, তখন?-কাছেই শুদ্ধদেব থাকবে। দেখতে কেমন লাগে? কিন্তু এই টাকা ফুরিয়ে যাবেই, তখন? কাছেই শুদ্ধদেব থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললে কি রকম হয়? শুদ্ধদেব নিঃস্ব মানুষের কথা তাঁর নাটকে বলে থাকেন।

স্বপ্নেন্দু দেখল একটা প্রাইভেট বাস থেকে রত্নাবলী নামছে। তারপর মাথা নিচু করে পাশের গলিতে ঢুকে গেল। স্বপ্নেন্দু চিৎকার করল, 'এই রত্নাবলী?'

রত্নাবলী দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকাল। স্বপ্নেন্দু কাছে যেতে সে বলল, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে তুমি এখানে?'

'তোমাকে পেয়ে খুব ভাল হল। কোত্থেকে আসছ?'

'রিহার্সাল দিয়ে। কোনও জরুরি কথা আছে?'

'না, মানে-ইয়ে— ।'

'তাহলে যেতে দাও। আমাদের সদর দরজা বাড়িওয়ালা বন্ধ করে দিলে খুব বিপদে পড়ব। মাকে নেমে আসতে হয় দরজা খোলার জন্যে।'

'তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। চিত্রনাট্যের প্রথম আর শেষটা লিখে ফেলেছি। ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে। তোমার রোল যদিও এখনও বের হয়নি— ।'

'বের হলে খবর দিও। আমি যাই, কেমন?'

'চল, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'তোমার বাড়িতে।'

হাটা শুরু করে রত্নাবলী বলল, [illegible] করে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে কথা উঠবে। [illegible]

'তুমি [illegible] আমার [illegible]

'মানে?'

'আমরা তো কোন অন্যায় করছি না।'

'তা হোক। তোমার সঙ্গে আমার দরকার কি?'

'ধরো আজ রাত্রে আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই। তুমি থাকতে দেবে না?'

'সেকি? অসম্ভব স্বপ্নেন্দু।' আঁতকে উঠল রত্নাবলী।

'অসম্ভব কেন?'

'আমার দুটো ঘর। একটায় মা বাবা থাকেন। তাছাড়া তোমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা নেই যাতে—! মাথাখারাপ! বাড়িওয়ালা জানতে পারলে খেয়ে ফেলবে। ভাড়া দেওয়ার সময় বলেছিল বাইরের লোক থাকতে পারবে না।'

'আমাকে বাইরের লোক ভাবছ? আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম।'

'স্বপ্নেন্দু, আমি একা থাকি।'

'এই বললে মা-বাবা থাকেন।'

'আমার স্বামী নেই, এ কথাই বলছি।'

'আমি বন্ধু হিসেবে থাকতে পারি।'

'কি করে বোঝাই। এই, আমার বাড়ি এসে গেছে। যাঃ, গেট বন্ধ। কি যে করি। সে-ই মাকে নেমে আসতে হবে।'

'দাঁড়াও দরজায় এস কে পাল লেখা আছে। ইনি কে?'

'বাড়িওয়ালা।'

'সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নেন্দু চিৎকার করল, 'মিস্টার পাল, একটু আসবেন? ও মিস্টার পাল? পালবাবু?' তারপর হতভম্ব রত্নাবলীকে সে বলল, 'মনে হয় পালবংশ এখন গভীর নিদ্রামগ্ন।'

'তুমি ওকে ডাকছ কেন?' চেঁচিয়ে উঠলো রত্নাবলী।

তখন ওপরের জানলা খুলে গেল, 'কে?'

'আপনি মিস্টার পাল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি স্বপ্নেন্দু। রত্নাবলীর বন্ধু। আপনার সদর দরজা খুলবেন?'

'দেরি হয়ে গেলে ওর মা খুলবে। আমাকে ডাকার কি আছে!'

'আমি যদি আজ রাত্রে এখানে থাকি তা হলে আপনার আপত্তি হবে?' স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'আমি বাইরের লোক নই। ওর সঙ্গে পড়তাম।'

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ সব কি ইয়ার্কি হচ্ছে, অ্যাঁ! এই যে ম্যাডাম, কাল এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।' জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

রত্নাবলীর মুখ করুণ, 'এটা তুমি কি করলে? কি ক্ষতি করেছি আমি তোমার? যাও এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। প্লিজ।'

খুব মন খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এল গলি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে পাঁচমাথার মোড়ে এসে নেতাজির স্ট্যাচুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বেশ আছেন মশাই ঘোড়ায় চড়ে। অন্তত একটা ঘোড়া আপনার আছে। এখন তো আপনার একশো বছর পেরিয়ে গেছে। নীরদ সি-র চেয়ে সামান্য বড়। সেই ভদ্রলোক কিন্তু অক্সফোর্ডে তাঁর মতোন লিখে যাচ্ছেন এখনও। ধরা যাক, প্লেন দুর্ঘটনায় আপনার মৃত্যু হয়নি। জাপানের কোনও গ্রামে দিব্যি বেঁচে আছেন। ভোরবেলায় উঠে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। শিশিরভেজা ঘাসে সামান্য হাঁটেন। যে জাপানি পরিবার আপনার দেখাশোনা করে তারা খুব ভাল। একজন বাগানে চেয়ার পেতে দেয়। আপনি সেখানে বসেন। বসে চা খান। তারপর তারা চেয়ারের সামনে একটা স্ট্যান্ড দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে অনেকদিন ধরে যে ছবিটা আঁকছেন সেটা সযত্নে আটকানো। আকার সরঞ্জামও তারা এনে দেয়। আপনি তুলি নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন।

মাঝে দু-একবার তুলি ছোঁয়াবার চেষ্টা করে থেমে যান। এ ছবি আপনি আঁকছেন সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্ট থেকে। তখন ছবির ভাবনা এক ছিল, আজ সেটা পাল্টেছে। কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। জাপানের টিভিতে দেখানো হয়েছিল ভারতবর্ষে আপনার জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। অনেকদিন পরে টিভি দেখছিলেন সেদিন সেই খবরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল ভারতবর্ষের মন্ত্রীরা ঘুষ খেয়ে ধরা পড়ে অথবা পড়ে না। যারা রাজনীতি করে তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আপনার সময়ে কংগ্রেসে দুটো দল হয়েছিল এখন সেটা দুশো। যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই শুধু নেহরু পরিবারের বউ বলে তাঁকে মাথায় তুলেছে লোলচর্ম বৃদ্ধ লোভীর দল নিজেদের স্বার্থ মেটাতে। ছবি যে ভারতমাতার তা না হয় বোঝা যাচ্ছে না কারণ প্রতিদিন একটু একটু করে আপনি তাঁর ওপর বোরখা চাপিয়ে দিচ্ছেন তুলির চাপে।

হঠাৎ মাথার ভেতর নতুন আলোর ঝলকানি টের পেল স্বপ্নেন্দু। একশ বছরের নেতাজিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে ছবি তৈরি করলে কেমন হয়? ছবির শেষে টেবিলে শোয়া সেই মহিলার মত ভারতমাতা চিৎকার করে বলবেন, 'আয়, তোরা আমাকে ধর্ষণ কর।

'অ্যাই। এখানে কি মতলবে দাঁড়িয়ে?' রুক্ষ গলায় প্রশ্নটা এল।

'নেতাজিকে দেখছি।

'রাতদুপুরে পেঁয়াজি। পকেটে কি আছে বের করো।' লোকটার হাতে লম্বা ছুরি।

স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'ধেৎ, মাইরি, কি মুশকিল।'

'তার মানে?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

'অ্যাকটিং জানো?'

'অ্যাক্টিং?'

'বাংলা সিনেমা। টেস্টিভালে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা আস্তিনে লুকিয়ে লোকটা উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। খুব অবাক হয়ে গেলস্বপ্নেন্দু। বাংলা ছবির নাম শুনেই লোক অমন ভালমানুষ হয়ে গেল কেন? তা হলে মন্দমানুষও ভালমানুষ হয়।

এই সময় একটা পুলিশভ্যান এসে দাঁড়াল সামনে। একটা সেপাই গাড়ি থেকে নেমে তাকে টানতে টানতে ভ্যানে তুলে নিল। স্বপ্নেন্দুর কোন প্রতিবাদ তার কানে ঢুকল না। গাড়ি গিয়ে থামল লোকাল থানায়।

নিচের মহলের মানুষের সঙ্গে রাত দুটো পর্যন্ত বসে থাকার পর স্বপ্নেন্দুর হাজির করা হল বড়বাবুর সামনে। সেই ভদ্রলোক চব্বিশ ঘণ্টায় পারিবারিক, রাজনৈতিক, সরকারি নানান চাপে দিশেহারা হয়ে ঈষৎ পানীয় সেবন করে বসেছিলেন। দিলীপকুমারের গলায় হিন্দিতে বললেন, 'তোর মতো হুলিগানকে বাপের বাসি বিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার অভ্যেস আমার আছে।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কি মুশকিল! আমি বাঙালি।'

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঃ বাঙালি বলে মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি? ওসব বাঙালিগিরি এখানে মারাবি না। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, সবাইকে হিন্দি বলতে হবে। তুই কে?'

'একি রকম কথাবার্তা। তুইতোকারি করছেন কেন? আমি সিনেমা করছি।'

'কি করছিস?'

'ফিল্ম ডিরেক্টার।'

এত বড় হাসির কথা বড়বাবু জীবনে শোনেননি। অনেকক্ষণ হা হা করে হেসে বললেন, 'কি ছবি করা হয়েছে?'

'এখন হয়নি, শিগগির হবে।'

'অ। তাতে ভাল হিরোইন আছে?'

'মাইরি, কি মুশকিল—।'

'তুই একটা গুণ্ডা, হুলিগান, চিনতাইকারী সঙ্গে কত আছে?'

'যাচ্চলে। বলছি আমি ফিল্ম ডিরেক্টার।'

চোখ ছোট হয়ে গেল বড়বাবুর, 'প্রমাণ?'

'কিসের প্রমাণ?'

'একজন বোনাফাইড লোকের নাম করো যে সার্টিফাই করবে।'

স্বপ্নেন্দু এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর ভবানীপুরের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের নাম বলল। শোনামাত্র সোজা হয়ে বসল বড়বাবু, 'ইয়ার্কি মারছ?'

'একদম না। ওঁকে ফোন করে বলুন স্বপ্নেন্দুকে চেনেন কিনা।'

'পাগল। এত রাত্রে ওঁকে ফোন করলে সিপি আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। আর কে চেনে, আর একটা নাম বলো।'

'মুশকিল। আমাকে যিনি ছবি করতে টাকা দেবেন তাকে ফোন করুন।'

'মালের নাম কি?'

'তথ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।'

'আই শুয়ার! ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'একদম না। আমার ছবির জন্যে উনি টাকার ব্যবস্থা করছেন।' স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'আচ্ছা গল্প-উপন্যাসে যে সমস্ত পুলিশকে দেখানো হয়, মানে খারাপ ভাষায় কথা বলা, হম্বিতম্বি করা, তা থেকে আপনি বের হতে পারলেন না?'

বড়বাবুর চোখ পিটপিট করল, 'থার্ড নেম?'

স্বপ্নেন্দু ভাবনায় পড়ল। একটু ভাবতেই জয়ী এবং সন্দীপনের মুখ মনে পড়ল, 'সন্দীপন সেনের নাম শুনেছেন?'

'আমি কি অশিক্ষিত? আনকালচার্ড? বিখ্যাত নাট্যপরিচালক সন্দীপন সেনের নাম শুনিনি?' বড়বাবুর গলা নামল।

'উনি আমাকে চেনেন।'

'তাই নাকি? উনি তো এই এলাকায় থাকেন। বেশ, চলুন। ঢপ দিচ্ছেন কিনা হাতে হাতে বুঝতে পারব।'

বড়বাবুর জিপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সন্দীপনদার বাড়িতে পৌঁছে গেল স্বপ্নেন্দু। সঙ্গে দুজন সেপাই। বড়বাবু নিজেই বেলের বোতাম টিপলেন। একেবারেই দরজা খুললেন সন্দীপনদা। চেহারা দেখে বোঝা গেল এখনও ঘুমোননি। সন্দীপনদা পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার?'

'আপনাকে এত রাত্রে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। নিতান্ত বাধ্য হয়েই, এই ভদ্রলোককে চেনেন? এই যে, এদিকে আসুন।'

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যেতেই সন্দীপনদা চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ওঃ তুমি? এত রাত্রে তুমি আবার এসেছ?'

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যেতেই সন্দীপনদা চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ওঃ তুমি? এত রাত্রে তুমি আবার এসেছ?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা পুলিশে চাকরি করছেন বলে একটু নর্মাল ব্যবহার করতে দোষ কি? জানেন, আজকাল ছবিতে আপনি যে ধরনের ব্যবহার করেছেন, করলে নিজের কাছেই ক্লিশে বলে মনে হয়। ঠিক আছে, আমার ছবিটা একবার দেখবেন। কি নাম আপনার যেন?'

'কেন? নাম নিয়ে কি করবেন?

'আমার ছবিতে কটা কশাই-এর সাইলেন্ট শট থাকবে। নো ডায়লগ। তার নাম থাকবে তাই আপনার নামে। লোকে ওকে ওই নামে ডেকে মাংস চাইবেন।

সেকথা শুনে বড়বাবু আর দাঁড়ালেন না। সঙ্গীদের নিয়ে জিপে উঠে চলে গেলেন।

কি ব্যাপার [illegible] বললেন সন্দীপন।

'আর বলবেন না. নেতাজির দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলে আমাকে ধরে লকআপে পুরে দিল। মানুষ মানুষকে এত অবিশ্বাস করে! সরুন, একটু ভেতরে যাব।'

'ভেতরে যাওয়ার কি দরকার? পুলিশ তোমাকে এখানে নিয়ে এল কেন?'

'আইডেন্টিফাই করাতে। আপনি চিনলেন বলে ওরা চলে গেল।'

'উঃ। কলকাতা শহরে কি গভীর রাতে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না তোমার?'

'এই কথাই তো বলব বলে ভেতরে যাচ্ছিলাম! আপনি তো এখনও ঘুমাননি।' সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্বপ্নেন্দু। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সন্দীপন বললেন, 'শোনো, আমি খুব সমস্যায় আছি। এখন রসিকতার সময় নয়।'

'আমি খুবই দুঃখিত সন্দীপনদা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ রাত্রে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমি আর পারছি না। আপনি আমাকে শোয়ার জায়গা দিন।' স্বপ্নেন্দু আবেদন জানাল।

'শোয়ার জায়গা? এতদিন শুতে কোথায়?'

'আমার পৈতৃক বাড়িতে। সিগারেট খেয়ে সেটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল অ্যাডজাস্ট করতে। ম্যাডাম সেটাকে, ও ম্যাডাম বলাতে আপত্তি করেছেন, জয়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়িটা মর্টগেজ নিয়েছেন। তিন বছরের মধ্যে টাকা না দিলে বাড়িটা ওঁর হয়ে যাবে। আপনি জানেন না?'

'না। জয়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে!' হতভম্ব সন্দীপন।

'দেননি। মানে দান করেন নি। ওঁর কাছে বাঁধা রেখেছি বলে দিয়েছেন।' স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'কা গে। ও নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। বছর দেড়েকে বাদে বার্লিন থেকে একটা ভালুক আমি আনবই। তখন টাকাটা শোধ করে দেব। অবশ্য তথ্যমন্ত্রী আমাকে গোলপার্কের কাছে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ইচ্ছে হলে।'

'তার মানে তোমার ওখানে আছে জয়ী?'

'আমার ওখানে? দুর! কি মুশকিল। আমার ওখানে উনি থাকবেন কেন? উনি অবশ্য ফ্ল্যাট খুঁজছেন কিন্তু খোলনলচে পাল্টে না নিলে আমার ঘরে ওঁর মতো মহিলা কি থাকতে পারেন? এ বাড়িতেই ওঁর থাকার কথা। নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন।

'স্বপ্নেন্দু. জয়ী নেই। সে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।' কে যেন বলেছিল, সত্যিকারের আঘাত এলে রুচিবান শিক্ষিত সতর্ক মানুষের সমস্ত মুখোশ খুলে পড়ে যায়। তার ভেতর থেকে মেলোধর্মী সংলাপ বেরিয়ে আসে, বলার ধরনও সেইরকম হয়।

স্বপ্নেন্দু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্দীপন এগিয়ে এলেন, 'ও তোমাকে ফ্ল্যাট খুঁজে দেবে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে কবে দেখা হল?'

'গতকাল। মেট্রো স্টেশনে।'

'ওর সঙ্গে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ। আপনার দলের একজন. কি যেন নাম, কি যেন—?'

'কি রকম দেখতে? লম্বা ফর্সা বেশ স্মার্ট?'

'হ্যাঁ. হ্যাঁ।'

'বিক্রম? ওর নাম কি বিক্রম?'

'হ্যাঁ। বিক্রম. মনে পড়েছে।'

'উঃ। বিক্রম আমার এই সর্বনাশ করবে ভাবতে পারিনি আমি।'

'কি আশ্চর্য! বিক্রমদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব তো আপনিই চাইতেন বলে শুনেছি।'

'বন্ধুত্ব এক জিনিস আর—।' সন্দীপন মাথা নাড়তে লাগলেন।

'জয়ী কোথায় গিয়েছেন তা আপনাকে বলেননি?

'না। টেলিফোনে বলল, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তো করতেই হবে. আর তার ট্রায়াল দিচ্ছি। খোঁজ করার চেষ্টা কোরো না. আজ বাড়ি ফিরব না।

'রিহার্সাল?'

'চুপ করো। আমার জীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে আর তুমি রসিকতা করছ? তোমার বাড়ি সে বাঁধা নিয়েছে আমাকে বলেনি। আমার মানসম্মান সব ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। কি করে আমি মুখ দেখাব?'

'আপনি যখন চারাগাছে জল দেননি তখনই এটা ভাবা উচিত ছিল।'

'তার মানে?'

'আর পারছি না সন্দীপনদা। খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমোতে দেবেন?'

'ঘুমোও। যত ইচ্ছে ঘুমোও। স্নান করে দাড়ি কামিয়ে চা খেয়ে খুশি হওনি, এখন ঘুমিয়ে আমাকে কৃতার্থ করো।' চিৎকার করলেন সন্দীপন।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল স্বপ্নেন্দু। দুটো বেডরুম। কোনটায় শোবে সে? সন্দীপন-জয়ী যে ঘরে শোয় সে-ঘরে শোওয়া উচিত হবে না। বেশি সাজানো ঘরটিকে সেই ঘর আন্দাজ করে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকল সে। চটি খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। আঃ, কি সুন্দর গন্ধ। কোন্ পারফিউম? স্বপ্নেন্দু ঝটপট ঘুমিয়ে পড়ল।

জাপানি পোশাক পরা একশ বছরের বৃদ্ধ লাঠি হাতে একটু একটু করে বাগানে হাঁটছিলেন। একটা গোলাপ গাছের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য ঝুঁকে ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন। এই আকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম। ঈশ্বর মাটি দিয়েছিলেন, মানুষ সেই মাটিকে অনেক ভাগে বিভক্ত করেছে। কিন্তু আকাশকে টুকরো করতে চেহারা পাল্টে দিতে কেউ পারেনি। তিনি ঘুরে দেখলেন চেয়ারের সামনে স্ট্যান্ডে আটকানো ছবিটি এখন ঝাপসা। সেই সময় বাগানের বাইরে একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়াল। গেট খুলে সামনে এসে বলল, 'আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না?

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'সত্যি চিনতে পারছি না।'

নারী ছবিটির দিকে তাকাল, তারপর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বোরখা বের করে মাথা গলালো। গলিয়ে বলল, 'এবার?'

ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নেন্দুর। অসম্ভব ব্যাপার। জয়ী এমন কাণ্ড কি করে করলেন? হোক স্বপ্ন, তবু কলকাতা থেকে জাপানের একটি গ্রামে চলে গেলেন কি করে? দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল সে। তার ভাবনা সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দুটো আলাদা ভাবনা এক হয়ে যাচ্ছে। কেন? সে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

'স্বপ্নেন্দু।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। সন্দীপন ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন, 'তুমি দু'ঘন্টা ঘুমিয়েছ। বার আমাকে সাহায্য কর, প্লিজ!'

স্বপ্নেন্দু জবাব দিল না। এ কি উৎপাত।

'এটা জয়ীর বিছানা। বিয়ের এক বছর পর থেকেই ও আলাদা শুত। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। এভাবেই ও তো চিরজীবন থাকতে পারত।' সন্দীপন বিড় বিড় করলেন, 'আমি তো ওকে প্রেম দিয়েছিলাম। তবু—'।

'আপনি ভালমানুষ না মন্দমানুষ?'

'আমি? জানি না। প্রশ্নটা জয়ীকে কোরো।

'জয়ী ভালমানুষ না মন্দমানুষ?'

কি বলি আমি, কি বলি!'

এই সময় নিচের দরজায় শব্দ হল। তারপরই জয়ীর গলা শোনা গেল, 'বাঃ চমৎকার। সদর দরজা খোলা রয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু তাকাল। সন্দীপন চেয়ারের সঙ্গে এঁটে রয়েছেন যেন। একটুও নড়লেন না। একটু পরেই জয়ীকে দরজায় দেখা গেল 'একি! আপনি? এই খাটে?'

'খুব ঘুম পেয়েছিল—।'

'ঘুম পেয়েছিল তো নিজের ঘরে যাননি কেন?'

'অভ্যেস করছিলাম। আমাকে তো ছাড়তেই হবে।'

জয়ী তাকালেন। সন্দীপনকে দেখলেন, 'তুমি এখানে? ঘুমাওনি?'

সন্দীপন উঠে দাঁড়ালো, 'যাচ্ছি। ঘুমোতে যাচ্ছি।' তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্বপ্নেন্দু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, 'আমি আপনার বিছানা না জেনে, মানে, কিছু মনে করবেন না!'

জয়ী কিছুই না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন একপাশে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা, চলি মানে—!

জয়ী তবু নিরুত্তর। স্বপ্নেন্দু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

দরজায় তালা ঝুলছিল ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল স্বপ্নেন্দু। এটা কি তার ঘর? সমস্ত জিনিসপত্র এত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল কে? এমনকি তার জামাপ্যান্টও ভাঁজ করে রাখা আছে। হঠাৎ যেন এই ঘর তার কাছে অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। যেন একটা স্বপ্ন দেখছে এমন ঘোর লাগল। জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে শুয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। এবং তখনই নাকে সেই মিষ্টি গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহা, কি মিষ্টি। তার বিছানায় পারফিউমের গন্ধ? খুব চেনা লাগছে গন্ধটা। হ্যাঁ, এই পারফিউমের গন্ধ সে সন্দীপনদার বাড়িতে জয়ীর খাটে শোওয়ার সময় পেয়েছিল। তা হলে কি জয়ী এখানে এসেছিলেন? সারারাত এই ঘরে ছিলেন? এই খাটে শুয়েছিলেন? মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। উঠে বসল সে। না, আর কোনও চিহ্ন নেই, শুধু সেই সুবাস এই বিছানায়।

ভাবতে চেষ্টা করল স্বপ্নেন্দু। কি আশ্চর্য, কোনও ভাবনাই সে ভাবতে পারছে না। এমন তো কখনও হয়নি। ভাবতে বসলেই হাজারটা চিন্তা লাফিয়ে লাফিয়ে আসত এতকাল। এখন এ কি হল? সে উঠে টেবিলের কাছে গেল। গতকাল যে চিত্রনাট্যের খসড়া সে করেছিল তার মার্জিনে লেখা হয়েছে 'না ভাল, না মন্দ, মানুষেরা।' এ নিশ্চয়ই জয়ী লিখেছেন। কেন? চিত্রনাট্যের শুরু আর শেষ ভাবনায় এসেছে কিন্তু এ কি রকম কথা? না ভাল, না মন্দ, মানুষেরা? সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সন্দীপনের মুখ মনে পড়ল তার। জয়ীকে দেখার পর কীরকম শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে ওর চেয়ে ভালমানুষ পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। তা হলে?

পারফিমের গন্ধ নাকে লেগে রয়েছে। এই গন্ধের আয়ু কতক্ষণ তা স্বপ্নেন্দু জানে না। কিন্তু অদ্ভুত আগ্রাসী শক্তি আছে গন্ধটার। স্বপ্নেন্দুর সমস্ত ভাবনা চিন্তা গ্রাস করে তাকে পুতুল করে দিচ্ছিল। সে চেয়ারে গিয়ে বসল। ঠিক যেভাবে সন্দীপন বসেছিলেন। প্রতীক্ষায়।

দুই

ক্রমশ স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করল পৃথিবীতে কেউ যেমন মন্দমানুষ হয়ে জন্মায় না, তেমনি মন্দমানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবতে চায় না। রাবণ, হিটলার অথবা হিন্দী ফিল্মের অমরীশ পুরীরাও নিজেদের মন্দ ভাবতেন না। তাই যদি হয় তাহলে তার ছবির নাম ভালমানুষ-মন্দমানুষের বদলে শুধু ভালমানুষ রাখলে মন্দ হয় না : ওই নামে অবশ্য গ্রুপ থিয়েটারের একটা নাটকের কথা মনে আসবে, তা আর কি করা যাবে।

তিনদিন ধরে সে লিখল। সেই মেয়ে যে ঘরে এসে ঘুমিয়ে নিয়েছিল নিজের মত সে রক্তমাংসের মানুষ। ধরা যাক সে এক বিকেলে শ্যামবাজারের মোড় থেকে শান্তিনিকেতনের দিকে যাচ্ছিল। এবং এই যাওয়ার পথে তার টয়লেটের প্রয়োজন হল। প্রাকৃতিক চাপ এত প্রবল, এটা হতেই পারে নিজেকে অসহায় বলে মনে হচ্ছিল তার। পাবলিক ইউরিনাল, যে দু-একটা রাস্তার পাশে আছে তা ছেলেদের জন্যে তৈরি। দুর্গন্ধে

সেখানে পৌঁছানো যায় না। কোন সুন্দরী যুবতী যদি সেটা ব্যবহার করতে যায় তাহলে রাস্তার লোকজন পাগল হয়ে যাবে। যেন পুরুষদেরই প্রয়োজন হয় মেয়েদের হয় না। কর্পোরেশনের কর্তারা এমনটি ভেবে রেখেছেন। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা পোষা দামী কুকুরের মত, বাইরের দরজা ডিঙোয় না।

চারপাশে দোকান আর হকার। নায়িকা পাশের একটি গলিতে ঢুকে দেখল তিনজন লোক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে 'এখানে মূত্র ত্যাগ করিবেন না' লেখা দেওয়ালে অবলীলায় সেটি ত্যাগ করে যাচ্ছে। নায়িকা চারপাশে তাকাল। সে দেখতে পেল রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী গেরুয়া পরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধার প্রণাম নিচ্ছেন। এই সময় মানুষটির মুখে বুদ্ধদেবের আনন্দ ছিল। নায়িকা সোজা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই। বল মা, কি করতে পারি?' সন্ন্যাসী ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেন, 'আমার একটি টয়লেট দরকার? এখনই।'

লোকটার চোখ বড় হয়ে গেল। ঢুলুঢুলু ভাব উধাও। তারপর এপাশ ওপাশে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েদের জন্যে এখানে কোন ব্যবস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের আশ্রমে গেলে—।'

'ততক্ষণ অপেক্ষা করতে যে পারব না।'

'ভারি বিপদ হল দেখছি। আসলে এইসব শারীরিক ব্যাপারগুলোকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আধ্যাত্মিক—!'

'দাঁড়ান। আপনি যখন সকালে টয়লেটের প্রয়োজন হয় তখন কি কথামৃত পড়তে পারেন ওটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে? রাবিশ।' কথা শেষ করে নায়িকা একটা সুন্দর দরজার পাশে লাগানো বেলের বোতাম টিপল। দরজা খুলল যে সে এ বাড়িতে কাজ করে তা তার পোশাক দেখেই বোঝা গেল। নায়িকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তোমাদের বাথরুমে যেতে চাই।'

'বাথরুমে?' মেয়েটি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপরেই ছুটে গেল ভেতরে। তক্ষুণি একজন মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'এসো মা, এদিকে এসো। হ্যাঁ, ওই পাশের দরজা দিয়ে এগিয়ে যাও।'

নির্দেশ অনুসরণ করে টয়লেটে পৌঁছে নায়িকা স্বস্তি পেল। ভারমুক্ত হয়ে সে বেরিয়ে আসতেই মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বুঝি এ পাড়ায় থাকো না?'

'না।'

'খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলে। আহা! সত্যি ছেলেদের ব্যবস্থা গবরমেন্ট করেছে মেয়েদের নিয়ে কেউ ভাবে না। বসো বসো। একটু জিরিয়ে যাও।'

নায়িকা বলল, 'না। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব ভাবতে পারছি না। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন।'

'দূর। বাথরুমটা খালি পড়েছিল, তুমি ব্যবহার করেছ। এতে আমার কি অবদান থাকতে পারে? কি নাম তোমার?'

নায়িকা তার নাম বলল। মহিলা বললেন, 'আমার এখন চা খাওয়ার সময়। তুমি আমার সঙ্গে এক কাপ খাবে?'

'না-না!'

'আহা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তুমি যদি চা না খাও তো কফি করে দিতে বলি। আসলে আমি তো একা থাকি তাই কথা বলতে ইচ্ছে করছে।' মহিলা গলা তুলে দু'কাপ চা পাঠাতে বললেন।

'আপনি একা থাকেন কেন?'

'ওমা, উনি চলে গিয়েছেন, ছেলেপুলে হয়নি, আর কে থাকবে?'

'আপনার দু'পক্ষের আত্মীয়স্বজন?'

'সবাই ত্যাগ করেছিল। প্রেম করে ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ করেছিলাম আমরা দু'পক্ষই দরজা বন্ধ করে বলেছিল তারা মনে করবে মেয়ে বা ছেলে মারা গেছে। প্রথম ভাড়া বাড়ি তারপর এই বাড়ি। পঁচিশ বছর একসঙ্গে থেকে তিনি চলে গেলেন। এখন ভাইরা দেওররা আসতে চায়। আমি কাউকে ঢুকতে দিইনি। সবার একই মতলব, মিষ্টি কথায় আমায় ভুলিয়ে বাড়ির দখল নেবে।'

'আপনি মারা যাওয়ার পর এই বাড়ির কী হবে?'

'চিন্তা করার দরকার ছিল না, কিন্তু ওরা যাতে না আসতে পারে তাই চিন্তা করতে হচ্ছে। আমি একজন ভাল মানুষের খোঁজ করছি যাকে এই বাড়ি দিয়ে যেতে পারব তেমন সন্ধান পেলে বেঁচে যাই।'

এই অবধি লিখে স্বপ্নেন্দু বিরাট নিঃশ্বাস ফেলল। জমে গেছে। এই মুহূর্তে এই কথাগুলো লিখতে ভাল লাগছে। হঠাৎ তার মনে হল একটু চা খাওয়া দরকার। সে উঠল। পাঞ্জাবি গলাল। তারপর দরজায় তালা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পাশের ঘরের সিঁড়িতে ভাড়াটে বুড়ো দরজায় দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকল। স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে তাকাতে বুড়ো আরও দ্রুত হাত নাড়ল নিঃশব্দে। অগত্যা স্বপ্নেন্দুকে যেতে হল। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ো ভেতরে পা বাড়াতেই। দুটো ঘরের মাঝখানে পর্দা ঝুলছে।

'কি ব্যাপার বলুন তো?' স্বপ্নেন্দু অবাক। কখনও এঁরা তাকে এভাবে ঘরে আসতে বলেনি। এই সময় ভেতরের দরজায় পর্দা সরিয়ে একজন মহিলা বেরিয়ে এল। মহিলা অবশ্যই কিন্তু চোখমুখ শরীরে যে কথা মাখানো তা মহিলাদের থাকে না। ইনি বুড়োর পুত্রবধূ। পুত্রটি বোম্বেতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ দু-চারদিনের জন্যে আসে। তখন চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়িটা নরক হয়ে যায়।

'আমার বউমা, দ্যাখোনি?'

'দেখেছি।'

'হ্যাঁ, বলছিলাম কি, তুমি পুলিশের মেয়েছেলেকে এই বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছ? খবরটা তোমার মুখে শুনতে চাই!'

'পুলিশের মেয়েছেলে?' স্বপ্নেন্দু অবাক।

'হ্যাঁ, সে নাকি নিচের সিগারেটওয়ালার মুখ ঝামা দিয়ে ঘষে দিয়েছে। তোমার ঘরে ঢুকে একাই রাত কাটিয়েছে। খুব ভাল করেছ বাবা। ও এসেছে জেনে বাড়ি না ফিরে খুব ভাল করেছ। তা এত ভাড়াটে সমেত যে বাড়ি কেনে তার তো হিম্মত থাকবেই! কথাবার্তা মেজাজ দেখে এরা বলছিল পুলিশের মেয়েছেলে।'

বুড়ো যেভাবে তাকাল তাতে একটু অস্বস্তি হল স্বপ্নেন্দুর। সে বলল, 'না মানে ইয়ে—এই আর কি!'

সঙ্গে খিলখিল হাসি বাজল। স্বপ্নেন্দু দেখল পুত্রবধূর শরীরে সাপেরা খেলা করছে। বুড়ো ধমক দিল সস্নেহে 'আর হেসো না বউমা। স্বপ্নেন্দু বড় ভাল ছেলে।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'এখনও কিছুই হয়নি। হলে আপনাকে জানাবো।'

বুড়ো বলল, 'জানাবে? জেনে কি হবে? আমরা যাব কোথায়? হ্যাঁ। এ বাজারে ভাড়াটে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু পুলিশ আর পার্টি হাতে থাকলে সব কিছু সম্ভব। এ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে ছারখার করে দিতে পারে। তাই বাবা আমি তোমাকে মিনতি করছি, মেয়েছেলেটাকে বলো আমাকে যেন উঠে যেতে না বলে।'

'ঠিক আছে বলব।'

বুড়োর মুখে হাসি ফুটল, 'বাঃ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বউমা এক কাপ চা করে নিয়ে এসো।'

পুত্রবধূ বলল, 'আপনি যান না। আপনার হাতের চা তো খুব ভাল হয়।'

বুড়ো বলল, 'তাহলে আমিই যাই। বসো বসো আমার বউমার সঙ্গে গল্প করো। না থাকলে আমি কবে শেষ হয়ে যেতাম।' বুড়ো চলে গেল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?' চোখ ঘুরল কথার সঙ্গে।

'এই একটু চা খেতে।'

'আহা, কি কপাল! মেঘ না চাইতেই জল।' সামান্য হাসি, 'একই বাড়িতে থাকি অথচ আমাকে বোধহয় ভাল করে দেখাও হয়নি।'

'হ্যাঁ, মানে এই আর কি!'

'ওই মেয়েটা কে? বান্ধবী?'

'না-না।' মাথা নাড়ল স্বপ্নেন্দু।

'বুকে একটু ভয়-ডর নেই। পাল্লায় পড়লে দেখতে হবে না।'

'না, না, তেমন সম্ভাবনা নেই। আপনি এখানেই থাকেন?'

'ও মা! কোথায় যাব? দিনের বেলায় ঘুমাই বলে বাইরে বের হই না। আমাকে তো পাঁচটা থেকে দশটা ডিউটি করতে যেতে হয়।'

'ও, আপনি চাকরি করেন?'

'না করলে ওই বুড়োকে খাওয়াতো কে? ছেলে তো হাত উপুড় করে না।'

'কোথায় কাজ করেন?'

'নার্সিংহোমে।' ঠোঁটে হাসি দুমড়ালো, 'কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। একজন জোয়ান মানুষ সারাদিন ওই ঘরে বসে কি করে? মন খারাপ করে না? শরীর?'

'না। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবি আর লিখি।'

'কি লেখ?'

'সিনেমার জন্যে চিত্রনাট্য।'

'ও হ্যাঁ। আমার বর বলছিল। খারাপ লাইনের লোক, যেন কথা না বলি। বিয়ের পর বলেছিল। এখন আর বলে না। তা আমাকে সিনেমায় নামিয়ে দেওয়া যায় না?' চোখ ঘোরাল পুত্রবধূ।

স্বপ্নেন্দুকে উত্তর দেবার দায় থেকে বাঁচিয়ে দিল বুড়ো। ফাটা কাপে চা নিয়ে এসে বলল, 'নাও বাবা।'

চা নিতে বাধ্য হয় স্বপ্নেন্দু। চুমুক দিয়ে পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধ পেল যেন। বুড়ো বলল, 'আর কাউকে বলার দরকার নেই। এ বাড়ির ভাড়াটেদের মন তো জানো, হিংসেয় ফেটে পড়বে। শুধু মেয়েছেলেটাকে রাজী করাও আমাদের ব্যাপারে। আমরা যাকে বলে তোমার পাশের ঘরের মানুষ।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু বলল, 'চলি।'

পুত্রবধূ বলল, 'এখন যা দরকার হয় বললেই হবে।'

বুড়ো বলল, 'আর ছেলে আমাদের মুখচোরা, লাজুক। চেয়ে নেবে ভেবেছ নাকি? মাঝেমধ্যে গিয়ে খোঁজ করতে তো পার।'

পুত্রবধূ বলল, 'বাঃ বিয়ের পর বলেছিলেন না আইবুড়ো ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা না বলতে? বলেন নি?'

বুড়ো বলল, 'এই দ্যাখো। তখন তুমি নতুন ছিলে। তখনকার কথা আলাদা।'

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে এল। এখনি আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। চা যখন খাওয়াই হয়ে গিয়েছে তখন—! খাতা খুলে আবার চিত্রনাট্য নিয়ে বসতেই দরজায় শব্দ হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

জবাব এল, 'আমি।' কণ্ঠস্বর চেনা চেনা। দরজা খুলতেই স্বপ্নেন্দু অবাক, সন্দীপনদা!

'আপনি?' স্বপ্নেন্দু বিস্ময়ে ছিল তখনও।

'ভেতরে আসব?' সন্দীপনদার গলায় অহঙ্কার নেই।

'আসুন আসুন।'

সন্দীপনদা চেয়ারে বসলেন, 'এই বাড়ি ও কিনেছে?

স্বপ্নেন্দু সতর্ক হল, 'ঠিক কেনা বলা যায় না।'

ও কি এই ঘরে সেই রাতে ছিল?'

'হ্যাঁ, মানে আমারও তাই মনে হয়। আমি দেখিনি।'

'তুমি ছিলে না?'

'বাঃ, আমি তো পুলিশের সঙ্গে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, তাই তো। স্বপ্নেন্দু, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'সেকি?'

'শোন, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই। আপনার একা থাকার কথা উঠছে কেন?'

'উঠছে। তুমি বয়সে অনেক ছোট। এসব আলোচনা—! আচ্ছা, স্বপ্নেন্দু আমি তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তুমি কি আমাকে অপছন্দ কর?'

'কি ব্যাপারে?'

'মানুষ আমাকে?'

'না-না।'

'তাহলে ওকে একটু বোঝাও না। এই বাড়ি কিনে ও কি করবে? পুরোন বাড়ি। ভাড়াটে সমেত কিনে কোন লাভ নেই। ওবাড়ির আরাম ছেড়ে জয়ী এখানে আছে, এ আমি ভাবতেও পারছি না।'

'আপনি বলছেন, ইয়ে মানে।'

'ওরকম হেঁয়ালি করে কথা বলো না। ডেফিনিট বল।'

'কিন্তু আমার কথা উনি শুনবেন কেন?'

'শুনবে। আমার দলের যেসব যুবকের সঙ্গে ওর আলাপ তাদের নিয়ে ছেলেখেলা করে ও। আমি বুঝতে পারিনি সেটা। এখন মনে হচ্ছে ও তোমাকে আলাদা চোখে দ্যাখে। তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। শুধু ওকে তুমি বোঝাও ভুল পথে যেন পা না বাড়ায়।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওঁকে আমার ছবির নায়িকা করব ভেবেছি!'

'একশ বার করবে। অভিনেত্রী হিসেবে ও অনেকদূর যেতে পারে। আসলে একি ধরনের শূন্যতা বোধ থেকে ও এমন আত্মহননে নেমেছে।'

'কিসের শূন্যতাবোধ?'

'আমি ঠিক্ জানি না। জীবন বোধহয় শুধু ভালবাসায় খুশি হতে পারে না। সে বন্যতা আকাঙ্ক্ষা করে। শুধু দীঘির জল নয় ঢেউও তার কামনায় থাকে। আমি হয়তো সেইটে দিতে পারিনি। আবার দ্যাখো ওই ঢেউ নিয়ে কেউ বেশিদিন বাঁচতে পারে না। তার দীঘির শান্তিও চাই।'

'বাঃ। চমৎকার। এইজন্যেই আপনি সন্দীপনদা।'

সন্দীপনদা পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন স্বপ্নেন্দুর দিকে। তারপর উঠে দাঁড়ালেন দরজার দিকে। এগিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, যদি পারো কথা রাখতে খুশি হব।'

সন্দীপনদাকে এগিয়ে দিতে নিচে নামল স্বপ্নেন্দু। এখন বিকেল মরে গেছে। ঘন ছায়া কলকাতার গলিতে।

সন্দীপনদা বললেন, 'তুমি আবার নামলে কেন? কাজ করছিলে—!'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'না ঠিক আছে। এমনি।'

মোড়ে পৌঁছে সন্দীপনদা বললেন 'যাই।'

স্বপ্নেন্দুর মাথায় তখন অন্য ভাবনা ঢুকেছে। ঘন অন্ধকার ঠিক কালো হচ্ছে না। আশেপাশের দোকানের, পথের আলো জ্বলে উঠেছে যদিও কিন্তু সেটা ছাপিয়ে আর এক ধরনের হালকা দুধের আলো নেমে আসছে পৃথিবীতে। সে মাথার ওপর তাকালো। দু'পাশের তিন-চার তলা বাড়িগুলো বুড়ি হস্তিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপরের আকাশ চরিত্রহীন। সে হাঁটতে লাগল। ফড়িয়াপুকুর দিয়ে সার্কুলার রোডে পৌঁছে সে চঞ্চল হল। দ্রুত পা চালিয়ে দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে স্বপ্নেন্দু জমে গেল। একটা আস্ত চাঁদ উঠে বসেছে গাছের মগডালে। গোল নিটোল চাঁদ। কিশোরীর মুখের ব্রণ তার মুখে। হালকা, কালচে, থাকলেও না থাকার মত মনে হয়। সে ধীরে ধীরে মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এমন পবিত্র চাঁদ কলকাতায় ওঠে? অথচ দিনের পর দিন বিকেল থেকে রাত গড়িয়েছে, কত পূর্ণিমা অজান্তে চলে গিয়েছে। কোনদিন এই চাঁদের খবর রাখেনি সে। স্বপ্নেন্দুর সমস্ত শরীরের হাজার কদম ফুল মাথা চাড়া দিল। সে দেখল জ্যোৎস্নায় ভিজে অনেকগুলো যুগল মাথা নামিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলেছে। সে দ্রুত তাদের কাছে গেল। 'আপনারা করছেন কি! মাথার ওপর সোনার থালা জ্বলছে, সেদিকে তাকাচ্ছো না?'

ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'এ্যাঁ?'

'লাস্ট চাঁদ দেখেছো কবে?'

ছেলেটি খুব ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হল, 'এ্যাই দ্যাখো, কী করুণ চাঁদ। কতকাল এমন চাঁদ দেখিনি।'

সেই গলা শুনে আশপাশের যুগলরা মুখ তুলে কথা ভুলে চাঁদ দেখতে লাগল। স্বপ্নেন্দু পার্কের বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েকটি যুবক রকে বসে আড্ডা মারছিল। তাদের কাছে গিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল 'দেখেশুনে ভাই, পৃথিবীর সব সেরা চাঁদ আজ পার্কের আকাশে উঠে বসেছে।'

'সেকি? কই? পৃথিবীর সেরা চাঁদ?' যুবকরা উঠে পার্কের দিকে পা বাড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারপাশে সাড়া পড়ে গেল। কলকাতার মানুষদের অনেকের মনে পড়ল অনেক অনেকদিন তাদের চাঁদ দেখা হয়নি। বিকেল হয রাত নামে আর তার ফাঁকে চাঁদ উঠে ডুবে যায়। শেষ প্রহরে কিন্তু জানান অথবা আলস্যে তাদের সে-খবর রাখা হয়ে ওঠে না। দলে দলে লোক ছুটল দেশবন্ধু পার্কের দিকে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এর মধ্যে কিছু যুবক চেঁচিয়ে বলতে শুরু করেছে, 'শতাব্দীর সেরা চাঁদ যদি দেখতে চান তো দেশবন্ধু পার্কে যান।' যে পাঁচ মাথার মোড়ে ভিড় থিকথিকে থাকে সেখানে এখন হাতে গোনা লোক। স্বপ্নেন্দু দেখল রত্নাবলী মাথা নিচু করে ক্লান্ত ভঙ্গীতে হেঁটে আসছে। সে দ্রুত সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'রত্নাবলী।'

রত্নাবলী চোখ তুলেই জ্বলে উঠল। 'ওঃ। তুমি। আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি যে তুমি অমন শত্রুতা করতে গেলে। বাড়িওয়ালা আমাকে নোটিশ দিয়েছে। তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত। খুব কষ্ট পেলাম। কিন্তু তুমি কি জানো একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে?'

'কি ব্যাপার?' রত্নাবলীর গলায় সন্দেহ।

'পৃথিবীর সেরা চাঁদ আজ উঠেছে দেশবন্ধু পার্কে। এমন চাঁদ কেউ কখনও দ্যাখেনি। সবাই যাচ্ছে ওখানে।'

'সেরা চাঁদ?'

'যে চাঁদকে দেখলে মনে প্রেম আসে।'

'যার দিকে তাকালে তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।'

'যাঃ।'

'গিয়ে দ্যাখো। যাচাই না করলে বুঝবে কি করে?'

'সত্যি?' বলেই রাস্তা পাল্টালো রত্নাবলী। এখন ওর হাঁটার ভঙ্গী বদলে গিয়েছে। এবং তখনই সন্দীপনদাকে দেখতে পেল সে। একা দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। খুব নিঃসঙ্গ দেখাল মানুষটাকে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েও সন্দীপনদা বাড়ি ফিরে যাননি।

'সন্দীপনদা!'

'সন্দীপনদা তাকালেন। কিছু বললেন না। স্বপ্নেন্দু বলল, 'আপনি খবরটা পাননি?'

'কোন খবর?'

'চাঁদের।'

'বুলশিট্। শুনছিলাম, কেউ চেঁচাচ্ছিল। পাগল, এরা পাগল।' সন্দীপনদা সিগারেটের ছাই ফেললেন হাত নেড়ে, 'যত সব চন্দ্রাহত।'

'কিন্তু ওই চাঁদ দেখলে বুকে প্রেম আসে।'

'তাই নাকি? ওসব আকাশী প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না স্বপ্নেন্দু।'

'সেই সঙ্গে দুঃখও আসে।'

'দুঃখ? চাঁদ দেখে?'

'হ্যাঁ, আমাদের বান্ধবী তনুশ্রী লিখেছিল, এতখানি দুঃখ দিলে, এতটুকু প্রেম দিলে না? ওই চাঁদ দেখলে তাই মনে হবে।'

'কি বলছ তুমি?' ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন সন্দীপনদা।

'কেন?'

'এতো আমার কথা। একান্ত আমার।'

'চাঁদ তো সবার নিজের নিজের।'

'তাহলে যাই, ঘুরে আসি। ওই দিকেই তো পার্কটা না?' সন্দীপনদা হাঁটা শুরু করলো। স্বপ্নেন্দু ঘুরে দাঁড়াল। না, এখনও ওই চাঁদ বাড়িগুলোর আড়ালে। রাস্তা এখন ফাঁকা। দু-তিনজন ছুটে যাচ্ছে পার্কের দিকে। পার্কে নিশ্চয়ই কয়েক হাজার তৃষিত মানুষের আশ্রয় হয়ে গেছে।

শ্যামবাজার পাতাল রেলের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। তার পাশের ঘরের পুত্রবধূ না? মহিলা এখন বেড়ে সেজেছেন। হিন্দী সস্তা ছবির নায়িকার মত। এই পোশাকে নার্সিংহোমে কাজ করতে দেওয়া হয়? হঠাৎ একটি গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। চালক ইঙ্গিত করতে মহিলা পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কী-সব কথা হল। মহিলা মাথা নাড়লেন। তারপর সরে এলেন। গাড়ি চলে গেল। স্বপ্নেন্দু বুঝতে না পেরে কয়েক পা এগোল। হঠাৎ ফিড়িঙ্গে গোছের একজন তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'পাঁচশোর নিচে নেয় না। ঘর ভাড়া দুশো, আমার পঞ্চাশ। তবে সাড়ে ছশোতে করে দেব। রাজী? তাড়াতাড়ি বলুন?'

মন খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। তাহলে এই হল নার্সিংহোমের চাকরি? একবার ভাবল সামনে গিয়ে ওকে চাঁদের কথা বলে। ভাবামাত্র এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়াতেই পুত্রবধূ বলল, 'ও, এখানে?'

'আপনাকে একটা খবর দিই। দেশবন্ধু পার্কে দারুণ চাঁদ উঠেছে। সবাই দেখতে যাচ্ছে। সে চাঁদকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।

'পেট ভরে?'

'পেট? আমি মনের কথা বলছি। ওরকম কুমারী চাঁদ—!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু। পুত্রবধূ বলল, 'চাঁদ এখনও কুমারী আছে নাকি? প্রতি পূর্ণিমায় কোটি কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে তাকে ভোগ করছে তাকে কুমারী বললে আমিও কুমারী।' ওপাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এসে। পুত্রবধূ বলল, 'চলি।'

'কোথায়?'

'নার্সিংহোমে।' বলেই নবাগতের গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেল পুত্রবধূ চোখের সামনে থেকে। পেছন থেকে ফিড়িঙ্গে বলল। 'কি সব আং সাং বলে ফুটিয়ে দিলেন। গাড়িতে উঠলে আমি দালালী পাব না। আচ্ছা মাল আপনি। ফুটুন এখান থেকে, এখনই আর একজন আসবে।'

স্বপ্নেন্দুর এসব কথা কানে যাচ্ছিল না। তার মাথা অন্য ভাবনা কাজ শুরু করে দিয়েছিল। এখন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ঠাকুর্দা অথবা ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা রম্ভা, উর্বশীর বর্ণনা পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছে। হয়তো কোন নিভৃত রাতে সেইসব অপ্সরাদের সঙ্গ কামনা করেছে। এই কামনা করা মানে এক ধরনের সহবাস। মনে মনে। ঠাকুর্দার ছেলে, নাতি, পুতি সবাই একই কাণ্ড করে গেছে। তার মানে একই উর্বশীকে ভোগ করেছে যুগ যুগ ধরে মানুষ, তারা বুড়ো হয়েছে মরে গিয়েছে, তাদের ছেলেদেরও একই দশা কিন্তু উর্বশীরা একই রয়ে গেছে। পুত্রবধূ যা বলে গেল, তাঁদের ক্ষেত্রে তো একই কথা প্রযোজ্য। এই চাঁদ তার সৌন্দর্য হারিয়েছে, যেদিন মানুষ প্রথম তার প্রেমে পড়েছিল। তারপর এক এক প্রজন্ম এসেছে আর এই কাণ্ড ঘটে চলেছে। তাই সন্ধেবেলার চাঁদকে কিশোরীর আদলে ভাবলেও শেষ রাত্রে সে বুড়ি হয়ে যায়। প্রতি পূর্ণিমার শেষ রাত্রে জীবনানন্দ বলতে পারেন, বুড়ি চাঁদ ভেসে যাক বেনো জলে!'

তবু মানুষ বোকামি করে।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল এখনই বাড়ি গিয়ে চিত্রনাট্য নিয়ে বসে। মাথায় গল্প পাক খাচ্ছে। না, যাকে বলে নিটোল গল্প ঠিক তা নয়। টুকরো টুকরো ছবি, যে ছবি জুড়লে একটা মালা হয়ে যাবে। মোলজি।

স্বপ্নেন্দু ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল।

আর এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে কখন সন্দীপনদার বাড়ির সামনে চলে এসেছে বুঝতে পারেনি। পেয়ে নিজেই অবাক হলে। এখানে আসার কথা ছিল না তার। তাহলে অবচেতন মনের কারসাজি তাকে এখানে টেনে নিয়ে এল?

সন্দীপনদা তো এখন বাড়ি নেই। তিনি চাঁদ দেখতে গিয়েছেন। অথচ বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। সন্দীপনদা তাকে অনুরোধ করেছিল জয়ীকে বোঝাতে। স্বপ্নেন্দু বেল টিপল। এখন আওয়াজ খুব ক্ষীণ। ভদ্র। সেই রাতের মত অশ্লীল নয়।

জয়ী দরজা খুললেন, 'আসুন। ভাবছিলাম আপনি এলে ভাল হয়।'

ভেতরে ঢুকে স্বপ্নেন্দু বলল, 'আপনি ভাবছিলেন?

'হ্যাঁ। ভাবলাম আর আপনি এলেন।'

'অদ্ভুত তো! এ যেন সেই আমি বললাম জ্বলে উঠুক আরো আলো জ্বলল। ঈশ্বরের মত কথাবার্তা।'

'মানষের মত। গোলাপকে বললাম সুন্দর হতে সে সুন্দর হয়ে গেল। যাকগে, সাজানো কথা থাক। নিজের থাকার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?'

'এত তাড়াতাড়ি?' স্বপ্নেন্দু হতভম্ব।

জয়ী বললেন, 'তার মানে? আপনি কি হাজার বছর সময় পাবেন বলে ভেবেছেন?'

'না-তা নয়।' বলেই হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু।

'হাসির কি হল?'

'একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছেড়ে দিন।'

'আমাকে নিয়ে আপনার হেসে ওঠার মত কোন স্মৃতি থাকার কথা নয়।'

'তা নেই বলাও ঠিক নয়। আমার একজন ভাড়াটে আপনাকে পুলিশের মেয়েছেলে হিসেবে ভেবেছে। সেটা ভেবেই!'

'রাবিশ। তা এ সময়ে কি মনে করা আসা। সন্দীপনদা বাড়িতে নেই।'

'জানি। উনি এখন চাঁদ দেখছেন।'

'চাঁদ? সন্দীপনদা চাঁদ দেখছেন?'

'সত্যি। দেশবন্ধু পার্কে হাজার হাজার লোক চাঁদ দেখতে ছুটে গিয়েছে।'

'কেন? আজ চাঁদের কি হল?'

'চাঁদের কিছু হয়নি। মানুষ, কলকাতার মানুষ ভুলে গিয়েছিল চাঁদ দেখতে।'

'মনে করাল কে?'

'বাংলা ভাষায় কথায় বলুন।'

'হ্যাঁ। আমার মনে হল চাঁদ দেখলে মনে একধরনের দুঃখ আসে। সেই দুঃখ থেকে ধীরে ধীরে এরকম সুখ তৈরি হয়। তাই—!' স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মনে হয় না? কখনও কখনও?'

জয়ীর মুখের চেহারা অকস্মাৎ বদলে গেল! চকিতে তিনি একবার স্বপ্নেন্দুকে দেখে নিয়ে বললেন, 'চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

স্বপ্নেন্দু কোন প্রশ্ন করল না। দরজা টেনে দিয়ে জয়ী পথে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি দেশবন্ধু পার্ক থেকে চলে এলেন কেন?'

'কেন এলাম তা তো ভাবিনি।'

'আসলে আপনি এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেন না।'

'তাই?'

হ্যাঁ।' আপনার কোন শেকড় নেই। স্থিরতা নেই। আপনাকে যে আঁকড়াতে চাইবে সে ঠকবে। আপনি ঠকবেন না কিন্তু সে ঠকবে।'

'স্থিরতা না থাকলে কিছু সৃষ্টি করা যায় না, আমি সৃষ্টি করতে চাই জয়ী।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে চলে এসেছিল। স্থানটি নির্জন। এবং এখান থেকে চাঁদ দেখা গেল। তাঁদের সেই রাজকীয় ঔজ্জ্বল্য এখন নেই। অনেকটা আকাশ পেরিয়ে এসে গেছে ইতিমধ্যে। বিবাহিতা মহিলার মত ভাবভঙ্গি এখন।

জয়ী সেদিকে তাকিয়ে বললে, 'দূর! আমার মনে দুঃখ আসছে না ওইদিকে চেয়ে সুখ আসবে কি করে? বলতে পারেন, ভাল লাগছে। খুবই।'

'তার মানে, আমাকে কি ভাবতে হবে আপনার মনে প্রেম নেই?'

'প্রেম? প্রেম কি আপনি জানেন? জয়ী ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালেন, 'একটা কবিতা শুনুন। যে প্রেম পাখির মত নাচে/যার নেই শেকড়ের দাগ/সে তো ফুল হয়ে ঝরে যাবে।/শূন্যতায় কাঁদে অনুরাগ।'

স্বপ্নেন্দু থমকে গেল। সন্দীপনদার কথা মনে পড়ল তার। সেই সঙ্গে তাঁর অনুরোধ। সে বলল, 'জয়ী, আমার ইচ্ছে আপনি সন্দীপনদাকে ছেড়ে যাবেন না।'

'কেন?'

'ওই সব যুবকেরা, ওরা কতখানি বিশ্বস্ত থাকবে তা আপনি জানেন না।'

'যুবকেরা? আপনি কি ভাবছেন আমি অনেক যুবকের সঙ্গে থাকব?'

'না? মানে ওদের একজনের সঙ্গে তো নিশ্চয়ই'?

'এই নিশ্চয়তা পেলেন কোত্থেকে? সন্দীপনদা বলেছে?'

'না, মানে—।'

'আমি আমার সঙ্গে থাকব। এতে আপত্তি কোথায়?'

'আপনি আপনার সঙ্গে থাকবেন?' স্বপ্নেন্দু অবাক।

'হ্যাঁ। এই যেমন আপনি আছেন। আপনাকে দেখে জেনেছি।'

'আমাকে দেখে?'

'হ্যাঁ।'

'এই সময় একটি পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল পেছনে। একটি নরম গলা ভেসে এল, 'আপনারা এখানে কি করছেন ভাই?

জয়ী বললেন, 'আমরা কথা বলছি। কেন?'

'এখন বেশ রাত। জায়গাটা নির্জন, আপনারা এখানে নিরাপদ নন। কথা বলার জায়গা অন্য কোথাও খুঁজে নিলে হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী নন?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?' জয়ীর গলা চড়ল।

'স্বামী-স্ত্রী হলে এরকম জায়গা বেছে নেয় না। সাধারণত, যাক গে, উঠে আসুন ভাই, আমি আমার কর্তব্য করি।'

'উঠে আসুন ভাই, আমি আমার কর্তব্য করি '

'উঠে কোথায় যাব?'

'আপনারা যেখানে থাকেন সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

জয়ী চটপট করে জিপের পেছনে উঠে বসতেই স্বপ্নেন্দু বাধ্য হল তাকে অনুসরণ করতে। জয়ী ঠিকানা বলল, তার বাড়ির।

সন্দীপনদা ফিরে এসেছেন কিনা বোঝা গেল না। দরজা খুলে জয়ী পুলিশ অফিসারকে বলল, 'আসতে পারেন। কফি করে দিতে পারি।'

'না ধন্যবাদ। গতকাল ওই স্পটে মার্ডার হয়ে গেছে। তাই—। আচ্ছা, চলি।' জিপ চলে গেল।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি তাহলে যাই।'

'যাবেন মানে? আমাদের তো কথা শেষ হয়নি। আসুন।' দরজা বন্ধ করে জয়ী তাকে নিয়ে এল দোতলার শোওয়ার ঘরে। নীল আলো জ্বালল। তারপর ধুপ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, 'এই খাটে আপনি শুয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন বেডশিটটা পাল্টাইনি। কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'বিছানাটাতে হোটেল হোটেল গন্ধ পাচ্ছিলাম। নিজের জিনিস অচেনা হয়ে গেলে মন্দ লাগে না। ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? খাটে এসে বসুন না।'

'না-মানে-ইয়ে—।'

'ওঃ। আবার ওই সব। আমাকে পেলে আপনার মনে প্রেম জাগে না?'

'আসলে আমার ঠিক—।'

'আপনি কি হোমো?

'না-না! কক্ষনো নয়।' প্রতিবাদ করল স্বপ্নেন্দু।

'তাহলে অক্ষম?'

'কিসব বলছেন!'

'তাহলে—?'

'মানে সন্দীপনদা দুঃখ পাবেন।'

'ও বাব্বা! কিন্তু না এলে যে আমি দুঃখ পাবো! আধখানা শরীর তুলতেই জয়ী, 'দেখুন স্বপ্নেন্দু, আমি আপনার প্রেমে পড়িনি। তবে হ্যাঁ, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। সন্দীপনদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনাকে বিয়ে করার মত বোকামি আমি করব না। কারণ এখন মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে সারাজীবন থাকা যাবে না। কিন্তু আপনাকে যে ভাল লেগেছে সেটাও ঠিক। আমরা একসঙ্গে কিছুদিন থাকতে পারি। এবং তখন ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে কতদিন থাকব। বুঝতে পেরেছেন?'

'কিন্তু সন্দীপনদা?'

'ফুলের বাগান করতে লেগেও মাটি কোপাতে হয়। সেই কোপানোর সময় কেঁচো জাতীয় প্রাণী মারা যেতে পারে। তারা মারা পড়বে বলে আপনি বাগান করবেন না?'

'তা নয়।'

'তাহলে আসুন।'

স্বপ্নেন্দু পাশে এসে বসল। তার বুকে হাত রাখল জয়ী, 'চিত্রনাট্য কদ্দূর?'

'অনেকটা এগিয়েছে।'

'ওটা তোমাকে শেষ করতেই হবে স্বপ্নেন্দু।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে মাঝে সব গুলিয়ে যায়।'

'কেন?'

'এখন যেটাকে ঠিক মনে হয় পরের মুহূর্তে সেটাকে বেঠিক লাগে।'

'লাগুক। শেষ কর। করে ভাবো।' দুহাতে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নেন্দুকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন জয়ী, 'আমাকে শক্ত করে ধরো।'

স্বপ্নেন্দু শক্ত হাতে আঁকড়ালো। এই প্রথম সে কোন নারীকে এইভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করেছে। অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগল তার। সমস্ত শরীরে লক্ষ কদম মাথা চাড়া দিল। চোখ বন্ধ করতেই জয়ীর মুখটা যেন চাঁদ হয়ে গেল তার কাছে। জয়ী ফিসফিসিয়ে বলল, 'কি ভাবছ?'

'তোমাকে চাঁদের থেকেও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'দুঃখ পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। হারাবার ভয় থেকে যে দুঃখ যদি হারাই।'

'সুখ?'

'হ্যাঁ এই পাওয়ার সুখ। সারাজীবন মনে রাখার সুখ।'

একরাশ চুল কেঁপে উঠল যেন. মাথা নাড়লেন জয়ী. 'আমি খুশি খুশি। আজ এইটুকু। নিজেকে বড় ভয়. পাওয়ার নেশায় অন্ধ হয়ে যেতে পারি। যখন একসঙ্গে থাকব তখন আর বাঁধটাকে রাখব না আমরা। কেমন?'

ইচ্ছে করছিল না এই অনুশাসন মানতে। আগুন জ্বালিয়ে জলের আহ্বান মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। স্বপ্নেন্দু দ্বিধায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর স্বপ্নেন্দু বলে উঠল 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব মানে?' জয়ী অবাক।

একটু একটু করে সরে গিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল. 'আমার চিত্রনাট্যের নায়িকা কখনই এমন ব্যবহার করতে পারে না।' স্বপ্নেন্দু উঠে বসল।

'বুঝতে পারলাম না।'

আমার নায়িকা যা স্বাভাবিক মনে করে তাই করতে পছন্দ করে। কিন্তু কখনই এমন মেপে হিসেব করে ভালবাসতে পারে না। এসব করে যারা আগামীকালকে ভয় পায়। আমার নায়িকা প্রতিটি দিনকেই আজকের দিন মনে করে। তার কোন আগামীকাল নেই। আপনি আমার নায়িকা হতে পারবেন না কখনই।'

'আশ্চর্য?'

'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সবাইকে তো সব কিছু মানায় না।' স্বপ্নেন্দু দরজার দিকে পা বাড়াল, 'আচ্ছা।'

'শুনুন!

'স্বপ্নেন্দু তাকাল, 'আপনি কবে বাড়ি ছাড়ছেন?'

'যেদিন বলবেন।' স্বপ্নেন্দু হেসে বেরিয়ে এল। রাত হয়েছে। ওপর থেকে নিচে নামতে গিয়ে দেখল সন্দীপনদা চুপচাপ বসে আছেন। ভদ্রলোক কখন বাড়ি ফিরেছেন ওপর থেকে বোঝা যায়নি। বসে আছেন বিধ্বস্ত ভঙ্গীতে। কাছে পৌঁছে স্বপ্নেন্দু ডাকল, 'আপনি? এভাবে বসে?'

ঝট করে তার হাত ধরলেন সন্দীপনদা, 'প্লিজ চলে যেও না স্বপ্নেন্দু।

প্রচণ্ড নাড়া খেল স্বপ্নেন্দু. 'কি বলছেন?'

'আসলে ওর একজন ভাল বন্ধু দরকার। মুখে ওইসব বললেও ও কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব একা। আমি পারিনি তুমি যদি পারো—!'

কথা শেষ করতে না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিচে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল স্বপ্নেন্দু। মধ্যরাতের কলকাতার ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে ঠিক করল বাড়ি ফিরে চিত্রনাট্যের খসড়া ছিঁড়ে ফেলতে হবে। গল্পহীন গল্পের ছবির চেয়ে জীবন অনেক বেশি গল্পময়। যাঁরা নিটোল গল্পের ছবি করেন তাঁরাও তার তল পান না। প্রেম, ভালবাসা অথবা শরীর নয় অন্য এক অক্ষমতার যন্ত্রণা নিয়ে মাথা তুলতেই চাঁদ দেখতে পেল স্বপ্নেন্দু। ফ্যাকাশে বিধবার ঈষৎ কোরা থান জড়িয়ে ওই চাঁদ এখন বাকি আকাশ পেরিয়ে দিগন্তে যাবে। যেতে হবে।

A SUVOM CREATION